মাসুদ রানা

শান্তিদূত

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

একশো ছত্রিশজন ডীপ কাভার রাশান এজেন্ট,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে।
তারা জানেও না যে তারা বিদেশী এজেন্ট,
সম্মোহনের মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে সব।

যদি কখনও চরম সঙ্কট দেখা দেয়
টেলিফোনের মাধ্যমে ওদের একটা কোডেড মেসেজ দিলেই
ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠবে একেকজন–
মেতে উঠবে মারাত্মক ধ্বংসলীলায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে,
দুই পরাশক্তিই সদ্ভাব বজায় রেখে
পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
আশাবাদী হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী।

এমনি সময়ে টেলিফোন আসতে শুরু করল
একের পর এক ডীপ কাভার এজেন্টের কাছে।
এ নিশ্চয়ই উন্মাদ ডালচিনস্কির কাজ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা শান্তিদূত কাজী আনোয়ার হোসেন

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সংকেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন কলম্বিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *ধূর্তবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

শান্তিদূত-১

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৭

এক

কেউ কিছু জানতে পারল না। রাতের শেষ প্রহরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মানুষ–চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো বাড়িটাকে।

গাড়িগুলোকে দূরে রেখে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এল ওরা। চারটে রাস্তায় ত্রিশ গজ পরপর একজন করে পজিশন নিল। হাড় কাঁপানো শীত হলেও ক'দিন থেকে কুয়াশা খুব হালকাভাবে পড়ছে, তাই বিদ্যুৎ বিভাগকে আগেই অনুরোধ করা হয়েছিল–রাত ঠিক সাড়ে চারটের সময় রাস্তাগুলোর সব আলো নিভে গেছে। দু'পাশে দিয়াশলাই আকৃতির অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, কোথাও কোন জানালা খোলা নেই। সাথে টর্চ থাকলেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ তা জ্বালল না। কিছু কিছু শব্দও হলো, এড়ানো গেল না–কঠিন কংক্রিটের বুকে বুট জুতোর দ্রুত উত্থান আর পতন, ইউনিফর্মে সেলাই করা ধাতব বোতামের সাথে মেশিন পিস্তল আর অ্যাসল্ট রাইফেলের ঘষা, কমান্ডারের চাপা কণ্ঠের নির্দেশ।

গোর্কি স্ট্রীটের দুই মাথায় দুটো করে চারটে জীপ। বরিসভ স্ট্রীটের মাঝখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স। নক্টামকিন বুলেভার্ড–পাপেট থিয়েটারের জন্যে বিখ্যাত–বেশিরভাগ গাড়ি এখানেই রাখা হয়েছে। যান্ত্রিক মই, কুণ্ডলী পাকানো রশি, রশির সিঁড়ি, ইত্যাদি সহ দমকল বাহিনীর গাড়িটা রয়েছে তাশিনেস্ভো স্ট্রীটে।

বাড়িটার চারদিকে উঁচু-নিচু অনেক ছাদ, প্রায় সবক'টায় উঠল ওরা। কর্কশ মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে শুয়ে থাকল, প্রত্যেকের সাথে রাইফেল। এরা সবাই স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র বিশেষ একটা ইউনিটের সদস্য, ইউনিফর্ম পরে আছে। অপারেশনটা কে.জি.বি-র, সংখ্যায় তারাই বেশি–বত্রিশ জন। সবাই সিভিল ড্রেসে।

বাড়িটাকে ঘিরে থাকা সরু গলি আর রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল ওরা, ওভারকোটের নিচে স্টেচকিন মেশিন পিস্তল, ভাঁজ করা স্টক সহ কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, আর গ্যাস গান। প্রত্যেকেই ওরা নিপুণ লক্ষ্যভেদী। অভিজ্ঞ পেশাদার, নিজেদের কাজে ভারি দক্ষ, কর্নেল বিকারেন পছন্দ মত বাছাই করে এনেছেন। এ-ধরনের জটিল অপারেশনে যাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন। কে.জি.বি-র ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য অপারেশনটা সফল করা, সেই সাথে দেখতে হবে আবাসিক

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এলাকার নিরাপত্তা এবং শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। তাঁর বাছাই করা লোকেরা সবাই জানে, নিরীহ নাগরিকদের কোন রকম অসুবিধে করা চলবে না।

কর্নেল বিকারেনের বয়স বাহান্ন, দেখে মনে হয় বিয়াল্লিশ। সমস্যার অকূল সাগরে যখন হাবুডুবু খান তখনও তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা লেগে থাকতে দেখা যায়। যে-কোন সমস্যাকে তিনি গুরুত্বের সাথে নেন, কিন্তু উদ্বেগে ব্যাকুল হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। প্রায় ছ'ফিট লম্বা, শরীরে সামান্য মেদ আছে কি নেই, চোখে কৌতুক মেশানো বুদ্ধির ঝিলিক। রাস্তার দু'পাশে আরেকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবাইকে দেখে নিলেন—যে যার পজিশনে দাঁড়িয়েছে। এ-ধরনের অপারেশনে তিনি নিজে বিশেষ একটা পজিশনে থাকতে পছন্দ করেন, ভাগ্যগুণে আজও সেটা জুটে গেছে। বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকে, আরেক বাড়ির টপ ফ্লোর। প্রাক্তন সৈনিক, উঁচু জায়গা থেকে যুদ্ধ করার অভ্যেসটা এখনও রয়ে গেছে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামালেন কর্নেল বিকারেন। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, ছটা বাজতে চলেছে। সূর্য উঠলেও, অপ্রত্যাশিত কুয়াশার মোটা চাদর ফুঁড়ে রোদ নামতে পারছে না। সারাটা রাত জেগে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ডলে চোখের জ্বালা মেটাবার চেষ্টা করলেন তিনি। পাশে দাঁড়ানো কোঁকড়া চুল সহকারীকে বললেন, 'আর দেরি করা চলে না। স্কুলের সময় হয়ে আসছে, ছেলেমেয়েরা বেরুতে শুরু করবে।'

'তাহলে হুকুম দেই, কর্নেল কমরেড?' দীর্ঘদেহী দানব লোকটা, মানুষ বুঝে কারও সাথে বিনয়ের অবতার, কারও কাছে নিষ্ঠুর চণ্ডাল। দুটোই তার বাইরের চেহারা, ভেতরের মানুষটা কাজ পাগল এবং কর্মকর্তাদের হুকুম পালনে নিবেদিত প্রাণ। প্রায় সব অপারেশনেই তাকে সাথে রাখেন কর্নেল, কারণ ওর মত ভালভাবে আর কেউ তাঁর নির্দেশ মানে না।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল বিকারেন।

ওয়াকি-টকি অন করে মুখের সামনে তুলল লেফটেন্যান্ট কুরাভিন, নিচু গলায় কথা বলল, 'রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি। রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি। ভেতরে ঢোকো। সব কটা রেড ড্রাগন ইউনিট এই মুহূর্তে ভেতরে ঢোকো।'

কর্নেল দেখলেন, একশো এগারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে একজোড়া অ্যাসল্ট স্কোয়াড ঢুকে গেল। চোখের আড়ালে হারিয়ে গেলেও, লোকগুলো কি করছে পরিষ্কার কল্পনা করতে পারলেন তিনি। তিনজন সেলারে নেমে গিয়ে তল্লাশী চালাচ্ছে, দু'জন পাহারায় রয়েছে খুদে লবিতে, নয় জন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে—বারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামবে তারা। অন্য একটা টীম ইতিমধ্যে বাড়িটার পিছন দিকে পজিশন নিয়েছে, পালাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ।

'জ্যান্ত। লোকটাকে আমি জ্যান্ত চাই।'

'সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কর্নেল কমরেড,' প্রকাণ্ডদেহী

লেফটেন্যান্ট বলল।

'ওর মা আছে...' ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন কর্নেল বিকারেন।

'এবং অবিবাহিত বোন। কিন্তু আমরা জানি না তারাও এর সাথে জড়িত কিনা। আপনার নির্দেশ ওদের আমি জানিয়ে দিয়েছি—কেউ বাধা না দিলে কাউকে কিছু বলা চলবে না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, বাড়িটার ভেতর থেকে পিস্তলের আওয়াজ হলো। মাত্র একবার।

লেফটেন্যান্ট কিছু বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামতে শুরু করলেন কর্নেল।

গোর্কি স্ট্রীট। রাস্তা পেরিয়ে একশো এগারো নম্বর বাড়িটার দিকে ছুটলেন তিনি। আরও আওয়াজ হলো গুলির। নির্দেশ দেয়ার সময় তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠল। একেক বারে তিনটে করে ধাপ টপকে ওপরতলার দিকে ছুটলেন। তাঁকে অনুসরণ করল আরও তিনজন কে.জি.বি. এজেন্ট। বারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের দরজা ভাঙা হয়েছে, ফ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন কজা সহ দরজার কবাট কাত হয়ে আছে এক দিকে। দোরগোড়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একজন কে.জি.বি. করপোরাল, তার বেল্টের ওপর নাভির কাছে তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে শার্ট, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে লোকটা।

'অ্যাম্বুলেন্স!' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের লোকদের বললেন কর্নেল, লাফ দিয়ে আহত করপোরালকে টপকে ঢুকে পড়লেন অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর।

সুসজ্জিত কামরা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন কর্নেল। দেয়ালে লেনিন আর স্ট্যালিনের ছবি।

'এদিকে, কর্নেল কমরেড,' ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'বেঁচে আছে ও?'

বেডরুমের দোরগোড়া থেকে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। 'জ্বী, কর্নেল কমরেড। আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

উঁকি দিয়ে আগেই দেখেছেন কর্নেল, এবার সরাসরি খাটের তলায় তাকিয়ে মা আর মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, 'আপনাদের কোন ভয় নেই। কেউ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আপনাদের কোন ভয় নেই।'

বেডরুমে ঢুকলেন তিনি। মেঝের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা শরীর। যার জন্যে এত আয়োজন, এই সেই লোক। এক চুল নড়ছে না।

'ষোলো আনা বেঁচে আছে, কর্নেল কমরেড,' আশ্বস্ত করল ক্যাপটেন। তার সঙ্গীরা জানালার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'পেটে শুধু হাঁটুর গুঁতো মেরেছি, ব্যস।'

মেঝে থেকে গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'অকৃতজ্ঞ ছেলের চেয়ে পেটে হাঁটুর গুতো কম ব্যথা দেয়, গ্রাম দেশের প্রবাদ, কর্নেল কমরেড,' তিনটে স্টেইনলেস স্টীলের দাঁত বের করে হাসল ক্যাপটেন।

'প্রাণ বাঁচিয়েছ মানে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'নক করতেই গুলি করল, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকে দেখি মা-বোনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। ফাঁকা আওয়াজ করলাম আমরা, মহিলারা খাটের তলায় লুকাল। বুড়ি মায়ের প্রশংসা করতে হয়, ছেলের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন।' নিজের বুকে থাবা মারল ক্যাপটেন। 'বেডরুমে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছিল ছোকরা, সেটা কেড়ে নিতে...'

কর্নেলের চেহারায় বিরক্তির ভাব।

'পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারার আগে ওর পেটে মেশিন পিস্তল ঠেকিয়েছিলাম, কর্নেল কমরেড,' বলল ক্যাপটেন। 'মুখের ভেতর থেকে এই ক্যাপসুলটা বেরিয়ে এল।' মুঠো খুলল ক্যাপটেন, তার ঘামে ভেজা তালুতে নীল একটা ক্যাপসুল দেখলেন কর্নেল। দেখেই চিনলেন—সায়ানাইড ক্যাপসুল, পেটে পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু হবার কথা। হাতে ওয়াকি-টকি নিয়ে বেডরুমে ঢুকল লেফটেন্যান্ট কুরাজিন। ক্যাপসুলটা সে-ও দেখল।

ব্রিটিশ, আমেরিকান, বা চাইনিজ নয়, ওটা রাশিয়ান সুইসাইড ক্যাপসুল। কর্নেলের চেহারায় হতভম্ব ভাব, কারণটা বুঝতে পারল কুরাজিন। কোথাও মারাত্মক কোন ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছে।

এ-সব নিয়ে কোনই মাথাব্যথা নেই এলিস স্পেলারের। প্রায় ছ'হাজার মাইল দূরে রয়েছে সে, আমেরিকান ডেনভারে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দু'কামরার বাড়িটায় বসে আপনমনে চিনে বাদাম চিবোচ্ছে বেচারা, জীবনে কখনও স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র নাম পর্যন্ত শোনেনি। রাজনীতি সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই, স্পাই মুভি দেখে না, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। চিনে বাদামের সাথে বিয়ার পান করছে স্পেলার, অপেক্ষা করছে খবরের পর কখন নাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে টিভিতে। জানে না, প্রায় দেড় যুগ পর তার ভাগ্য তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠতে চাইছে।

দুই

এগারো নম্বর ক্রোপৎকিন স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়িটা সংস্কৃতিবান মস্কোবাসীদের জন্যে বিরাট এক আকর্ষণ। লেভ তলস্তয় মিউজিয়াম ওটা। অমর কথাশিল্পীর স্বহস্তে লিখিত অ্যানা কারেনিনা, ওয়ার অ্যান্ড পীস, ইত্যাদি যুগান্তকারী

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রয়েছে এখানে। দেশ-বিদেশের কত শত লোক ওগুলো দেখার জন্যে প্রতিদিন আসছে। কিন্তু মাত্র চারটে দরজা ছাড়িয়ে পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়িটায় কি ঘটছে কেউ তা জানে না। এক কালে এটা জারের কোন এক দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের লীলা-নিকেতন ছিল। খিলান আকৃতির গেটে একটা সাইনবোর্ড লটকানো আছে—বোটানিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আসলে তাও নয়, বাড়িটা হলো কে.জি.বি-র থার্ড ব্যুরো-র হেডকোয়ার্টার। আর থার্ড ব্যুরো মানেই হলো স্টেট সিকিউরিটি কমিটি।

পাথুরে বাড়িটার বেসমেন্টে ছয় হাজার পুরানো মদের বোতল রাখা হত এক কালে। এই মুহূর্তে সেখানে একটা ইন্টারোগেশন টীম সুকৌশলে এবং দক্ষতার সাথে বন্দী লোকটাকে কথা বলাবার চেষ্টা করছে। বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো নতুন কিছু নয়, সেই আদি যুগ থেকে চলে আসছে। বর্তমান যুগে এ-ব্যাপারে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে কমিউনিস্ট বা পুঁজিবাদী সরকার কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই, আর তৃতীয় বিশ্বের জগাখিচুড়ি মার্কা সরকারগুলো তো এক কাঠি বাড়া; মাত্রা জ্ঞান না থাকায় বেশিরভাগ সময় বন্দীকে তারা মেরে ফেলে। কে.জি.বি-র ইন্টারোগেশন সিস্টেম বরং সি.আই.এ. সিস্টেমের চেয়ে অনেক কম রোমহর্ষক। কে.জি.বি. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, নির্যাতনের মাত্রা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়। আকস্মিক নিষ্ঠুরতা সি.আই.এ. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, ফলাফল অনেক তাড়াতাড়ি আসে।

এপ্রিলের চমৎকার সন্ধ্যা, কুয়াশা কেটে গিয়ে থালা আকৃতির চাঁদ উঠেছে আকাশে। পঞ্চাশ গজও দূরে নয়, সাজানো বাগান থেকে ভুর ভুর করে ফুলের গন্ধ ছুটছে, কিন্তু সুবাস নিয়ে বেসমেন্টে ঢোকার সুযোগ নেই হিমেল বাতাসের। সবুজ চামড়া মোড়া একটা আর্মচেয়ারে, দেয়াল ঘেঁষে বসে আছেন কর্নেল আনাতোলি বিকাসেন। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, যেন আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। অথচ নির্যাতন তাঁর ওপর নয়, চলছে বন্দীর ওপর।

অহিংসা পরম ধর্ম নয় তাঁর, তবে স্বদেশী কারও ওপর নির্যাতনের নির্দেশ দিয়ে দারুণ মর্মপীড়ায় ভোগেন ভদ্রলোক। নির্যাতন এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন বন্দীকে, কিন্তু মুখ খুলতে রাজি হয়নি লোকটা। সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে ইন্টারোগেশন টীমকে ডেকে পাঠান। দু'ঘণ্টা হলো দৈহিক নির্যাতন ভোগ করছে বন্দী, কিন্তু দুটো মাত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করেনি সে।

'ত্রুশেনকো! দিমিত্রি ত্রুশেনকো!' বারবার শুধু নামটা বলে চলেছে বন্দী।

'দিমিত্রি ত্রুশেনকো,' বলল লেফটেন্যান্ট নিকিতা কুরাজিন। বেসমেন্টে নয়, তিনতলার একটা অফিসে রয়েছে সে। ওয়াকি-টকির বদলে হাতে এখন মোটাসোটা একটা বাদামী এনভেলাপ। 'মানে বন্দীর আইডেনটিটি ডকুমেন্টে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এই নামটাই রয়েছে,' ডেস্কের ওধারে বসা আরেক দানবকে বলল সে। নিকোলাই ডালচিমস্কি দাঁড়ালে মনে হবে ছয় ফিট লম্বা, চৌকো একটা দরজা। 'কিন্তু আমাদের ধারণা, কাগজ-পত্র সবই ভুয়া। সেজন্যেই আমরা চাইছি আপনি সব চেক করে দেখুন একবার। কে.জি.বি-র সেরা ডকুমেন্টস এক্সপার্ট বলতে আপনাকেই চেনে সবাই।'

এই সব জুনিয়র অফিসাররা 'আমরা' বলে কর্তৃপক্ষের সাথে নিজেদের এক করে দেখাতে চায়, ব্যাপারটা হাস্যকর—কিন্তু নিকোলাই ডালচিমস্কি হাসল না। হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নেয়ার সময় এমন কি তার ঠোঁটের কোণ বা চোখের পাপড়ি পর্যন্ত এক চুল নড়ল না। তেইশ বছর কে.জি.বি-তে চাকরি করছে, এ-ধরনের পরিস্থিতি তার জন্যে নতুন কিছু নয়। 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট,' সাবধানে বলল সে।

বিনয়ের অবতার সাজল লেফটেন্যান্ট, 'প্রশংসা আপনার প্রাপ্য, মেজর কমরেড। আপনি অর্জন করেছেন। আর এই ব্যাপারটায় আমরা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছি। ইন্টারোগেশন শেষ হলে আমরা হয়তো সবটুকুই জানতে পারব, কিন্তু শেষ হতে তিন কি চারদিন লাগবে। আমরা আশা করছি তার আগেই আপনি...,' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট, 'জানেন, হারামজাদার ফ্ল্যাটে কি পাওয়া গেছে?'

'ট্রান্সমিটার?'

'শুধু ওটা হলে তো কথাই ছিল না,' গলা খাদে নামাল কুরাজিন। 'মেশিন-পিস্তল, রাইফেল, গ্রেনেড, বাজুকা, ডিনামাইট—তথ্যটা কিন্তু গোপনীয়, মেজর কমরেড।'

'কি বলেছ কিছুই আমি শুনতে পাইনি, লেফটেন্যান্ট।'

'আপনি খুব ভাল মানুষ, কমরেড!' আরেকবার বিনয়ের অবতার সাজল লেফটেন্যান্ট।

এবার ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কি ঠোঁট টিপে একটু হাসল। ভালমানুষ?

তিনতলায় কুরাজিনের পিছনে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বেসমেন্টে আরেকটা দরজা বন্ধ হলো কর্নেল বিকারেনের পিছনে। ইন্টারোগেশন রুমের বাইরে ইউনিফর্ম পরা গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তার উদ্দেশে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোলেন তিনি, একটুর জন্যে জেনারেল লুদভিক কায়কোভস্কি-র সাথে ধাক্কা খেলেন না।

'তুমি হাসছ না, আনাতোলি!' কে.জি.বি. চীফ কৃত্রিম প্রতিবাদের সুরে বললেন। 'ব্যাপারটার সাথে আজও তুমি অভ্যস্ত হতে পারলে না। এই একটা সময় তোমার মুখে হাসি থাকে না।'

'আমি একজন সৈনিক ছিলাম, জেনারেল কমরেড,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'কাউকে নির্যাতন করা—আমার পৌরুষে বাধে। জানি, এরও প্রয়োজন আছে। কেউ কথা বলতে না চাইলে আর কোন উপায় থাকে না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'সবই বুঝি, কিন্তু তবু মেনে নিতে কষ্ট হয়।'

'আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, আনাতোলি। কেউ তোমার কাছে জবাবদিহিও চাইছে না।' জেনারেল কায়কোভস্কি হাসছেন। 'সিক্রেট-ফোর্সে আমিই তোমাকে এখানে এনেছিলাম, মনে আছে? কে অস্বীকার করবে যে তার আগে তুমি একজন দক্ষ সৈনিক ছিলে?'

'এবং কে অস্বীকার করবে আপনিও সেরা কমিসারদের একজন ছিলেন?' স্মরণ করলেন কর্নেল বিকারেন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রতিটি সোভিয়েত ব্যাটালিয়নে একজন করে পলিটিক্যাল কমিসার থাকত, নিজের ভূমিকায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'তোমাকে মেডেল দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলাম, সেজন্যে বলছ না তো?' করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন জেনারেল। রুশ-চীন সীমান্তে এক সময় একসাথে লড়েছেন ওঁরা, ছোটখাট সংঘর্ষে বড় ধরনের বীরত্ব দেখিয়েছিলেন কর্নেল বিকারেন।

'আপনি ভাল করেই জানেন মেডেলের প্রতি আমার মোহ নেই,' বললেন বিকারেন। 'তাছাড়া, আমার সৈনিক হওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত কারণটা ছিল সর্বহারাদের জন্যে তৈরি করা আমাদের এই স্বর্গটাকে সাম্রাজ্যবাদী কসাইদের নিষ্ঠুর থাবা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আমি পাইনি...।'

'একটু ভুল হলো,' পকুকেশ জেনারেল সকৌতুকে বললেন। 'আমেরিকার সাথে আমরা নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় বসছি। দু'একটা চুক্তি হয়ে গেছে, আরও হবার পথে। তারমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু আরেক দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধ শুধু শুরুই হয়নি, তুমি নিজেও সে-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছ।' পরিবেশের মধ্যে নাটকীয়তা আনার জন্যে বিরতি নিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছেন কর্নেল, জেনারেল কায়কোভস্কির পাণ্ডিত্যের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা।

'যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে, এটা তো তোমারই কথা, কর্নেল কমরেড,' বললেন জেনারেল। 'আর্মি, নেভি, বা এয়ারফোর্স নয়, এখন যুদ্ধ করছে স্পাইরা। কাজেই নিজেকে এখনও তুমি একজন সৈনিক হিসেবে ভাবতে পারো, কারণ তুমি একজন স্পাই—আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।' পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করলেন তিনি, ধরাবার জন্যে করিডরে থামলেন। 'ভাল কথা, ইন্টারোগেশন এগোচ্ছে কেমন?'

বিকারেন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সত্যিকার ফ্যানাটিক লোকটা। সমস্ত টরচার নীরবে সহ্য করছে, নাম ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ওটাও আসল বলে মনে হয় না। ওর কাগজ-পত্র সব আমি চেক করতে পাঠিয়েছি।' জেনারেল হাত বাড়িয়ে দিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'ধন্যবাদ, জেনারেল কমরেড—আপনার চুরুটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, ভারি রোমান্টিক নাম–কিউবান, অবশ্যই। ভাবছি এখন থেকে এটাই খাব।'

বিকারেন চুপ করে থাকলেন। তিনি ধূমপায়ী, এবং চুরুটই খান; স্বীকারও করেন যে কিউবার কোন কোন চুরুট সত্যি ভাল, কিন্তু স্বদেশে তৈরি চুরুটের প্রতি তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। লিখিত রিপোর্ট এখনও তৈরি করা হয়নি, সকালের ঘটনাটা তাই এই সুযোগে জেনারেলকে জানিয়ে দিলেন তিনি। সুইসাইড ক্যাপসুল প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সবশেষে বললেন, 'অসন্তুষ্ট একজন কবি বা ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানী নয়–তা যদি হত, মুখের ভেতর সুইসাইড ক্যাপসুল থাকত না। আমার বিশ্বাস, লোকটা বড় ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। হয়তো আমাদের নিজেদেরও কিছু লোককে তালিকায় পাওয়া যাবে। বোধহয় একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়া...।'

'কেঁচো খুঁড়তে সাপ?'

'স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। নেহাতই ভাগ্য। পুলিসের ধারণা হয়েছিল, পাশের বিল্ডিঙে কোন লোক ব্ল্যাক মার্কেট অপারেশনের সাথে জড়িত। একজন টেকনিশিয়ানকে পাঠায় ওরা, টেলিফোনের তারে আড়িপাতা যন্ত্র লাগাবে। লাগাল ঠিকই, কিন্তু অন্য এক নম্বরে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওঁরা। 'প্রথম এক হপ্তা কিছুই ঘটল না। তারপর একদিন পরপর দু'বার মজার মজার কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। দু'বারই "দাগী আসামী" নামটা উচ্চারণ করা হয়।'

যেন পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'কি বলছ তুমি! মার্শাল লিউ ওনায়েভকে দাগী আসামী বলার মত লোক খুব বেশি নেই। শুধু রেড আর্মি স্টাফ অফিসারদের কেউ কেউ বলে থাকে...।'

'ব্যাপারটার সাথে রেড আর্মি স্টাফরাও জড়িত থাকতে পারে। যত দূর জানি, জেনারেল স্টাফে স্ট্যালিন পন্থী একমাত্র ওনায়েভই রয়ে গেছেন এখনও। তবে আরও অনেকে থাকতে পারে, আমরা চিনি না। আশা করছি আমরা একটা তালিকা পাব বন্দীর কাছ থেকে।'

চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'কমরেড জেনারেল, তাহলে আপনিই বলুন, ছাব্বিশ হাজার রাউন্ড অ্যামুনিশন, আঠারো বাক্স গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ, তিন জোড়া বাজুকা, আঠারোটা অটোমেটিক রাইফেল, নয়টা লেটেস্ট মডেল রেড আর্মি স্নাইপার রাইফেল, নাইট স্কোপ সহ–কি কারণে একজন লোক তার ঘরে লুকিয়ে রাখতে পারে? আর্মেনিয়ান ফোক ফেস্টিভালের দিন আতসবাজি অনুষ্ঠানের জন্যে? নাকি বিয়ের দিন ফুর্তি করার জন্যে?'

এবার ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল। 'এ-সবের সাথে যদি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া না গিয়ে থাকে...।'

'যায়নি।'

ল্যাভিঙে পৌঁছুলেন ওঁরা, করিডর ধরে কর্নেল বিকারেনের অফিসের দিকে এগোলেন। কথায় এমন মশগুল হয়ে আছেন দু'জন, পিছনে লেফটেন্যান্ট কুরাভিনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন না।

'তাহলে তো দিমিত্রি ট্রুশেনকোর ছাল-চামড়া তুলে হলেও সব কথা বের করে আনতে হবে,' জেনারেল কায়কোভস্কি প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন। 'ভুল হলো, আসলে বলতে চেয়েছি–হাড় গুঁড়ো করে হলেও।'

'হ্যাঁ, তাই,' অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সাথে বললেন কর্নেল।

'তুমি আমাকে বেঈমানদের তালিকা দাও, আমি ওদের ধ্বংস করি,' প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল। 'নাম, পরিচয়, ঠিকানা, অস্তিত্ব, ছায়া, প্রভাব–সব নিশ্চিহ্ন করে দেব। কেউ জানবে না ওরা ছিল।'

'সবচেয়ে আগে দরকার বন্দীর আসল পরিচয়...।'

'বন্দীর আসল পরিচয় সবচেয়ে আগে দরকার, কর্নেল বলেছেন,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল লেফটেন্যান্ট কুরাভিন, রাত দুটোর সময়। ল্যাবরেটরিতে ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কির সাথে আরও একজন রয়েছে–একটা মেয়ে। সন্ধ্যায় যে মেয়েটিকে দেখেছিল কুরাভিন, এটা তার চেয়েও সুন্দরী। ল্যাবরেটরিতে ডালচিমস্কির সহকারিণীরা সবাই পার্ট টাইম ডিউটি করে। কাউকেই একটানা বেশিদিন রাখে না ডালচিমস্কি, কোন না কোন অজুহাতে হয় তারা নিজেরাই অন্য কোথাও চলে যায়, নয়তো ডালচিমস্কি তাদের বিদায় করে দেয়। ডালচিমস্কির বিরুদ্ধে মেয়ে সংক্রান্ত অনেক গুজব থাকলেও আজ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। হয়তো যাদের অভিযোগ করার কারণ আছে তারা ডালচিমস্কির প্রভাবকে খাটো করে দেখতে সাহস পায় না। কিংবা তাদের নিজেদেরই এমন সব দুর্বলতা আছে যে সেগুলো ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে চুপ করে থাকাই ভাল মনে করে। কোন কোন মেয়েকে নাকি হাসপাতালেও যেতে হয়েছে।

'ওকে আর দিমিত্রি ট্রুশেনকো নামে ডাকার দরকার নেই,' বলল ডালচিমস্কি। 'কাগজ-পত্র সবই জাল। খুবই উঁচুদরের কাজ। সি.আই.এ. বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও এত নিখুঁত জাল ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারবে না। কালি, কাগজ, সীল–সব প্রায় নিখুঁত। এই মুহূর্তে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারছি।'

নিষ্ঠুর চণ্ডালের মত হিংস্র হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের চেহারা। 'ওকে আমরা ছিঁড়ে ফেলব না! নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটা হয়, আমরা সেটা দিয়ে ওর মাংস তুলব–একটু একটু করে। আরও একদিন, বড় জোর দু'দিন–পাখির মত কিচিরমিচির শুরু করবে বাছাধন!'

ডালচিমস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দূরে বসা সহকারিণীর দিকে তাকাল। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা। কিন্তু ডালচিমস্কি তাকাতেই ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিল সে। ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি ডালচিমস্কির চোখে। নির্লিপ্ত চেহারা।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কিন্তু দু'দিন নয়, বন্দীকে কথা বলাতে একানব্বই ঘণ্টা কয়েক মিনিট লেগে গেল। তবে মুখ খোলার পর গড় গড় করে সবই বলে ফেলল সে, কিছুই লুকাল না। কর্নেল বিকারেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, স্ট্যালিন পন্থীদের বড়সড় একটা সুশৃঙ্খল দল ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করেছিল। কারণেরও বেশি সরকারী এবং সশস্ত্রবাহিনীর লোক জড়িত। তাদের মধ্যে আবার অর্ধেকের কিছু কম কে.জি.বি-র গোপন-কেউ কেউ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে রয়েছে। কিন্তু বন্দী লোকটা সবার নাম জানে না। জানে মাত্র তেরো জনের।

তাদের একজন একটা মেয়ে, লেনিনগ্রাদে পোস্টিং, অ্যাডমিরাল ইন কমান্ডের সেক্রেটারি।

আরেকজন কর্নেল, ওডেসায় আছে একটা কমান্ডো ইউনিটের ইনচার্জ।

আরেকজন মার্শাল ওনারোভ।

চতুর্থজন কে.জি.বি-র চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্ট, দানবাকৃতি নিকোলাই ডালটিমস্কি। তেরো জনের একজন বাদে সবাইকে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের মধ্যে শুধু নিকোলাই ডালটিমস্কি নেই। কিভাবে যেন পালিয়ে গেছে সে, পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি। পুলিস, আর সমগ্র সোভিয়েত সীমান্তে প্রহরারত ফ্রন্টিয়ার কন্ট্রোল ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়া হলো। ডালটিমস্কির সন্ধানে চষে ফেলা হলো গোটা দেশ।

কিন্তু সে নেই।

'দিমিত্রি ট্রুশেনকো' মচকাবার পর গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে টানা একমাস ব্যাপক ধর-পাকড় চলল। ষড়যন্ত্রকারীদের কিভাবে ধরা যায় তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন কর্নেল বিকারেন, প্ল্যান অনুসারে অপারেশন চালিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সফল হলেন তিনি। শুধু দেশের মাটিতেই গ্রেফতার করা হলো তিনশো বিয়াল্লিশজনকে। নয় জন ধরা দিল না, আত্মহত্যা করে হাত ফস্কে গেল। বিদেশের মাটি থেকে আটক করে দেশে পাঠানো হলো আঠারো জনকে, বাষট্টি জন নিখোঁজ থাকল। এত বড় সাফল্য সত্ত্বেও কে.জি.বি. কর্মকর্তারা খুশি হতে পারলেন না। খুশি অবশ্য না হবারই কথা তাঁদের। মুখে না বললেও, মনে মনে তাঁরা সবাই জানেন, কে.জি.বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ধর-পাকড়ের বেশিরভাগ অপারেশনে অফিসারদের সাথে নিজে অংশগ্রহণ করলেন কর্নেল বিকারেন। রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়ালেন প্রায় পুরোটা মাস। ভ্লাডিভোস্টক-এর এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার থেকে গেলেন বিপাত্ত বালটিক টেলিকমিউনিকেশন সেন্টারে। রুশ-ইরান সীমান্ত থেকে একটা প্লেন চালিয়ে চলে এলেন রুশ-চীন সীমান্তে। দু'চার দিন পর পর মস্কোতেও ফিরে আসতে হলো তাঁকে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেনাবাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আটক করা

হলো, ক্রোপুতকিন স্ট্রীটের বেসমেন্টে নিয়ে যাবার পর এদের বেশ কয়েক জনের কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে এল। শতাধিক সিনিয়র সরকারী অফিসার, প্রিমিয়ার এবং জেনারেল সেক্রেটারি, সেই সাথে নয় জন পলিটব্যুরো সদস্যকে খুন করার প্ল্যান করেছিল তারা। তাদের মধ্যে দু'জন প্রথমবার মুখ খুলে আভাস দিল যে কে.জি.বি-র আরও প্রায় দেড়শো অফিসার এবং এজেন্ট এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয়বার মুখ খোলার আগেই অকস্মাৎ মারা গেল তারা। সন্দেহ করা হলো, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

বিশেষ একটা তদন্ত টীম গঠন করা হলো। কিন্তু তাদের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হলো না। বলা হলো, মাত্রাতিরিক্ত আতঙ্কের কারণে হার্টফেল করে মারা গেছে তারা। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কঠিন হৃদয় পাষাণ ছিল তারা, ভয় বা আতঙ্ক কাকে বলে জানত না।

কর্মকর্তাদের মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। তাঁরা জানলেন, কে.জি.বি-র ভেতর, তাঁদের আশপাশেই, ষড়যন্ত্রকারীরা রয়েছে। কিন্তু সবাই নাগালের বাইরে।

প্রকাশ্যে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলা হলো না। গোটা ব্যাপারটা একা সামলালেন কর্নেল বিকারেন। এবারও চমৎকার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন তিনি। রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন বৈঠক বসল, অংশ নিলেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ, কে.জি.বি. চীফ, রেড আর্মি স্টাফ চীফ, পলিটব্যুরোর প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য, সেনাবাহিনী, নেভি ও এয়ারফোর্স চীফ, এবং প্রিমিয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারির সামরিক উপদেষ্টারা। অভিযুক্তদের প্রত্যেককে কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো। সবাই নিজেদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

বলাই বাহুল্য, একজনকেও ক্ষমা করা হলো না।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো নিপুণ কৌশলে। এখানেই বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেন কর্নেল বিকারেন। অফিশিয়াল গেজেটে প্রকাশ না পেলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবে ভূষিত করা হলো তাঁকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল কারকোভস্কি তাঁর ডেপুটিকে বললেন, 'ভাগ্যিস এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল! আমার পদটা পেতে তোমার সামনে আর কোন বাধা থাকল না।'

কিন্তু সদাহাস্যময় কর্নেলের চেহারা থেকে হাসি যেন চির বিদায় নিয়েছে। বিষণ্ণ চোখ তুলে তিনি শুধু বললেন, 'আমি যে কতখানি ব্যর্থ, আপনার চেয়ে ভাল কেউ তা জানে না, জেনারেল কমরেড। আপনি তো অবসর নিয়ে বেঁচে যাবেন, কিন্তু আমি? কাকে বিশ্বাস করব? কার ওপর ভরসা রাখব? কি করে জানব কে বেঈমান নয়?'

ডেপুটিকে আলিঙ্গন করে জেনারেল কারকোভস্কি বললেন, 'অবসর নেয়ার আগে যতটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করব আমি, আনাতোলি।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কে.জি.বি.-কে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।'

মার্শাল ওনায়েড সহ ষড়যন্ত্রকারীদের আরও এগারোজন সিনিয়র সদস্য নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট বিস্ফোরণে করুণ সাগরে মারা গেলেন। বাকিরা কেউ মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায় বা অগ্নিকাণ্ডে, কেউ হার্ট অ্যাটাকে। সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়, দেড়শোর মত। দুর্ঘটনাগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘটল, প্রচুর সময়ের ব্যবধানে, এবং সবগুলো খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও পেল না।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়, ল্যাংলিতে একটা আলোড়ন উঠল। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের অদূরে এই ল্যাংলিতেই সুদৃশ্য বনভূমি ঘেরা বিশাল ভবনটা সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার। ভবনটাকে পাহারা দেয় অতি সূক্ষ্ম এবং বায়বহুল ইলেকট্রনিক আর সোনিক হার্ডওয়্যার, ডগ প্যাট্রল, এমন কি ট্রেনিং পাওয়া অ্যালিগেটর, উভচর টীম, আর কিলার হামিংবার্ড। ল্যাংলিতে এমন অনেক কমপিউটর আছে, যেগুলোর নামও ক্লাসিফায়েড—টপ সিক্রেট, প্রকাশযোগ্য নয়। কোন কোন কমপিউটর বসাতে খরচ পড়েছে বত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার। আর আছে সি.আই.এ-র বেতনভুক অ্যানালিস্ট—কারও কারও বেতন প্রেসিডেন্টের চেয়ে হয় গুণ বেশি, তাদের মধ্যে একজন হলো স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা, উনিশশো ছেষট্টি সালে আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপিউটর সায়েন্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করে। তার নাম চ্যারিটি উভস্টক, পাঁচ ফিট লম্বা, একহারা, সারা মুখে খয়েরি তিল। তেমন লম্বা নয় বলে কেউ কেউ মাকে মধ্যে তাকে নিয়ে কৌতুক করে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি বা মাথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে এমন লোক একজনও পাওয়া যাবে না।

এই প্রতিভাময়ী অ্যানালিস্ট চ্যারিটি উভস্টক কমপিউটর প্রিন্ট-আউট পরীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারল, গতমাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী এবং সেনাবাহিনীর লোকজন অস্বাভাবিক হারে মারা গেছে। তার মনে হলো, মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো হলেও, তা হয়তো সত্যি নয়। সম্ভবত বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে ওখানে। গত ছত্রিশ মাসের মৃত্যু হার ঝোপাড় করে গতমাসের মৃত্যুর হারের সাথে মেলাল সে, তারপর পিন দিয়ে গেঁথে কাগজগুলো সেকশন চীফের কাছে পাঠিয়ে দিল।

কর্নেল জন ক্যাসেল সন্তুষ্ট হলো, কিন্তু বিস্মিত হল না। রূপবতী চ্যারিটি উভস্টকের বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর পঞ্চাশোর্ধ কর্নেলের নির্ভেজাল শ্রদ্ধা আছে, শুধু যদি কর্নেল তার লোলুপ দৃষ্টি একটু সংযত করতে পারত তাহলে হয়তো ভালই বনিবনা হত দু'জনের। সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়ে আছে ওই একটা মাত্র জিনিস—কুদৃষ্টি। সুযোগ পেলেই আড়চোখে চ্যারিটি উভস্টকের বুকের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেবে কর্নেল। মেয়েটা সবই লক্ষ করে, এবং ব্যাপারটা একাধারে অপরিণত ও মর্যাদাহানিকর লাগে তার কাছে।

'ভাল, খুব ভাল,' কাগজগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে বলল কর্নেল,

আরেকবার চোখ বুলিয়ে আদর করল মেয়েটাকে।

'আপনি তাহলে রিপোর্টটা সোভকম-এ পাঠাবেন, মি. ক্যাসেল?' কর্নেলের দৃষ্টি লক্ষ করে মনে মনে রেগে যায় চ্যারিটি উভস্টক, তারপর সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে যে বেচারা মধ্য-বয়স্ক লোকটা আসলে বড় বড় সোশিও-কালচারাল সমস্যার ছোট্ট একটা নমুনা মাত্র।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, সিরিয়াসলি ভেবে দেখব আমি,' বলল কর্নেল। সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, বা লিকেরটা একটু বোধহয় বড়।

কর্নেল ক্যাসল, স্বভাব দোষ তার যাই থাক, গিলুর কোন ঘাটতি নেই মাথায়, প্রথম সুযোগেই সোভকম-এ-সি. আই.এ-র সোভিয়েত অ্যাফেয়ার্স কমিটি—পেশ করল কাগজগুলো। কমিটি প্রতি সোমবার বিকেলে মীটিঙে বসে। সোভকম সাথে সাথে সদ্য পাওয়া তথ্যের সাথে সর্বশেষ প্রাপ্ত স্যাটেলাইন কমপ্লেক্সের স্যাটেলাইট ফটো মিলিয়ে দেখল, এবং উদ্বেগের সাথে উপসংহারে পৌঁছুল যে বিপর্যয় নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কমিটি পরামর্শ দিল, সোভিয়েত রাশিয়ার কাছাকাছি যে-সব মার্কিন ইন্টেলিজেন্স নেট ওয়ার্ক রয়েছে তারা জোর তদন্ত চালিয়ে দেখবে বিপর্যয়ের প্রকৃতিটা কি।

ফলাফল শূন্য। কাগজের বুকে কিছু আইডিয়া আর থিওরি আত্মপ্রকাশ করল মাত্র, নিরেট কিছুই জানা গেল না। তাই বলে সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে কেউ হতাশ হলো না, আর চ্যারিটি উভস্টক তো কোন কিছুতেই হতাশ হবার পাত্রী নয়।

মন্তব্য করতে কর্নেল বিকারেন আগেই হাসতে ভুলে গেছেন, এবার জেনারেল কায়কোভস্কির মুখও হাসিও উধাও হলো—কারণ ব্রাসেলস-এ নতুন আরেকটা সিকিউরিটি সমস্যায় পড়ে গেছে কে.জি.বি.। ওখানে একটা ব্যাংক আছে, আর-সব ব্যাংকের মতই স্বাভাবিক টাকা-পয়সা লেনদেন করে। কিন্তু আসলে ওটা কে.জি.বি-র একটা ফ্রন্ট। কে.জি.বি. এজেন্ট যারা পশ্চিম ইউরোপে কাজ করছে, এবং যারা ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের ওপর নজর রাখছে তাদেরকে ফান্ড যোগান দেয় এই ব্যাংক। কে বা কারা ব্যাংকের ভেতর কিভাবে যেন রাতের বেলা ঢুকে পড়ে, দু'জন গার্ডকে গুলি করে মারে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দেয়, তারপর ডাকাতি করে নিয়ে যায় তিন লাখ বিরানব্বই হাজার মার্কিন ডলার। আরও বড় অঙ্কের ফ্রাঙ্ক, মার্ক, পাউন্ড ছিল, কিন্তু সে-সবে হাত দেয়া হয়নি।

কেন?

এ কোন্ ধরনের চোর বা ডাকাত যে নগদ ছয় লাখ পাউন্ড, চার লাখ মার্ক, আর বারো লাখ ফ্রাঙ্ক হাতে পেয়েও নিল না?

গ্রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটে জোরে টান দিয়ে জিভ প্রায় পুড়িয়ে ফেললেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মাথা ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন: হয় কে.জি.বি. বেলজিয়াম সেকশনে বিদেশী চর অনুপ্রবেশ করেছে, নয়তো সোভিয়েত এজেন্টদেরই কেউ টাকার লোভে মানুষ খুন করে বসেছে। খুনী যদি বিদেশী

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই সে আমেরিকান। আর সে যদি রাশিয়ান হয়, নিশ্চয়ই আমেরিকায় পালাবে।

এই নতুন দুঃসংবাদ অবশ্য কর্নেল বিকারেনকে স্পর্শ করল না। কারণ ছুটি নিয়ে কৃষ্ণ সাগর বেড়াতে গেছেন তিনি, পয়লা জুনের আগে ফিরবেন না।

এই পয়লা জুনেই উন্মাদ হয়ে গেল এলিস থেলার।

পরদিন দৈনিক ডেলভাব পোস্ট-এর রিপোর্টে বলা হলো, সময়টা ছিল কাঁটায় কাঁটায় দুটো পঁচিশ মিনিট। তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুস্থ দেখা গেছে এলিস থেলারকে। থেলার অটো রিপেয়ার কোম্পানীর একজন মেকানিক জানাল, শুধু সুস্থ আর স্বাভাবিক নয়, ফোন কলটা আসার আগে পর্যন্ত মালিককে রীতিমত হাসি-খুশি আর উৎফুল্ল দেখেছে তারা। আগামী মাসে লস অ্যাঞ্জেলস রেসিং কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এলিস থেলার, এবং মেকানিকদের আবদারে সাড়া দিয়ে রাতে সবাইকে ডিনার খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ঠিক তারপরই, দুটো পঁচিশ মিনিটে, ফোন কলটা আসে। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর তাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল—কি রকম যেন একটা ঘোরে রয়েছে। কারও সাথে কথা বলেনি। কারও দিকে ভুলেও তাকায়নি। নীল একটা ডজ প্যানেল ট্রাক ছিল তালা দেয়া ছোট্ট গ্যারেজে, সেটা নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। এই ট্রাকটা অনেক দিন থেকে ছিল গ্যারেজে, কাউকে ছুঁতে দিত না থেলার, চাবিটা সব সময় নিজের কাছে রাখত।

শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ইউ.এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস। সরাসরি সেখানে চলে যায় থেলার। গেটে তাকে বাধা দেয়া হয়, সেন্ট্রি তাকে পাস দেখাতে বলে। শান্তিপ্রিয়, সবার প্রিয়পাত্র এলিস থেলার পকেট থেকে পাস নয়, সেভেন-মিলিমিটার পিস্তল বের করে সরাসরি সেন্ট্রির মাথায় গুলি করে। কয়েক সেকেন্ড পর আরও দু'জন গার্ডের মাথা পাকা আততায়ীর মত নিপুণ লক্ষ্যভেদে ফুটো করে দেয় সে। এরপর থেলার সোজা রাস্তা ধরে দেড় মাইল ট্রাক চালিয়ে চলে আসে বিল্ডিং এম পর্যন্ত। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। গাড়িটা সবেগে গিয়ে ধাক্কা খায় জানালাবিহীন ওয়্যারহাউসে।

তারপর যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তা থেকে আন্দাজ করা চলে, ট্রাকটায় হাই এক্সপ্লোসিভ ঠাসা ছিল। আরও ছিল ট্যাংক ভর্তি নাপাম, বিস্ফোরণের পরপরই লকলকে আগুনের শিখা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আগুন আর কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ কয়েক মাইল দূর থেকে দেখতে পায় মানুষ। কিন্তু এলিস থেলারকে কোথাও দেখা গেল না।

তাকে দেখা গেল টেলিভিশনে, সন্ধ্যার খবর পড়ার সময়। দর্শকরা তার লাশ দেখল। অগ্নিদগ্ধ, বিধ্বস্ত ভবনটার মতই চেহারা হয়েছে তার। বিস্ফোরণ ঘটবার পর তাকে পালাতে দেখে মিলিটারি পুলিস একেবারে শেষ মুহূর্তে

অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে দেহটা।

ভাবতে গেলে অনেক দিক থেকেই ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। গণতন্ত্রের দেশে অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়, তার সাংবিধানিক অধিকারের কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মিলিটারি পুলিস গুলি করে মেরে ফেলায় এলিস থেলার তার উকিলকে ফোন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

তাছাড়া, কোন সাইকিয়াট্রিস্ট তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেল না। ছোটবেলায় হয়তো খুব অশান্তিময় জীবন কাটিয়েছে এলিস থেলার, ছেলেবেলার অতৃপ্তি বা ক্ষোভ এত দিন হয়তো জমা ছিল তার মনের ভেতর, আজ হঠাৎ করে বিস্ফোরণের সাথে বেরিয়ে এসেছিল সব। এই আকস্মিক উন্মত্ততার কোন কারণ না থেকে পারে না, তাকে সামনে পেলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়তো কারণটা আবিষ্কার করতে পারত।

এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে অনেক লোকই বিবৃতি দিল, প্রেস রিলিজ প্রকাশ করল কেমিক্যাল করপোরেশন। বেশিরভাগ প্রেস রিলিজ যেমন হয়ে থাকে, এটাও সেরকম হলো, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এম বিল্ডিঙে যে জার্ম ওয়ারফেয়ারের কাজে ব্যবহার যোগ্য অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আর মেশিনারি ছিল, প্রেস রিলিজে বেমালুম চেপে যাওয়া হলো সেটা। এম বিল্ডিঙ মাত্র তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের ডিপো ছিল, সে প্রসঙ্গেও একটা টুঁ-শব্দ হলো না। কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রেস রিলিজ, লোকাল পুলিসের বিবৃতি, আর দমকল বাহিনী প্রধানের মন্তব্য, এই তিনটেকে ভিত্তি করে একটা রিপোর্ট তৈরি হলো, সেটাই ছাপা হলো গোটা দেশের পত্র-পত্রিকায়। নিউ ইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম পাতায় ছাপল খবরটা। এই কাগজ দুটো থেকেই খবরটা কেটে মাইক্রোফিল্ম তৈরি করলেন রুশ দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে, অন্যান্য আরও জিনিসের সাথে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। মস্কোয় পৌঁছে যাবে ওটা।

তিন

মাইক্রোফিল্মটা মস্কোয় পৌঁছুবার পরদিন আলবামার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বিরুদ্ধে অষ্টাদশী এক কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে, মেরিন বায়োলজির ছাত্রী, কোর্টে অভিযোগ তুলল, গভর্নর রেপ করায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনায় শতাধিক লোক মারা যাওয়ায় শোকে কাতর হলো পত্রিকা পাঠকরা। হপ্তা শেষ হবার আগে প্যারিস সাবওয়ে, আর রোম বাস ড্রাইভার এসোসিয়েশন ধর্মঘটে গেল, ব্রিটিশ ডক শ্রমিকরা শুরু করল অনির্দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি। খবর পাওয়া গেল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হিটলারের ঘনিষ্ঠ একজন সহচর মেক্সিকোর এক রেস্তোরাঁয় সিগারেট-গার্ল হিসেবে আত্মগোপন করে আছে। মার্কিন নারকোটিক কন্ট্রোল এজেন্সি একটা জাহাজ থেকে উদ্ধার করল দুশো তেইশ পাউন্ড হেরোইন। সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কারণ রুশ ব্যালেরিনা ভোলিন স্বপক্ষ ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। এই সব নাটকীয় এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবরের তলায় চাপা পড়ে গেল ডেনভারের ঘটনাটা, সাংবাদিকরা নানা দিকে এত বেশি ব্যস্ত থাকল যে কেমিক্যাল করপোরেশনের বিস্ফোরণ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই তারা পেল না। ব্যাপারটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করল অন্তত সাতানব্বই জন লোক, কারণ এতে করে তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে তদন্ত চালানো সম্ভব হবে। এরা সবাই হয় বন গিলবার্ট, নয়তো স্টুয়ার্ট কুপারের লোকজন।

মেজর জেনারেল বন গিলবার্ট ইউ.এস. আর্মি কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স-এর কমান্ডার। আর মি. স্টুয়ার্ট কুপার এফ.বি.আই-এর নতুন ডিরেক্টর। দুই ভদ্রলোকই যার যার পেশায় দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ, এলিস খেলার সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব জানার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় বলা হয়েছে, এলিস খেলার হয় উন্মাদ ছিল, নয়তো গোপনে কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল—কিন্তু ওঁরা দু'জন কেউ তা বিশ্বাস করলেন না।

বন গিলবার্ট বললেন, 'সারা জীবন স্বাভাবিক থাকল একজন লোক, হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গিয়ে দেশের একটা নার্ভ-পয়েন্টে আঘাত করল—এ হতে পারে না। আর, লোকটা অন্তর্ঘাতক ছিল তার প্রমাণ কই?' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর সাথে একমত হলেন চীফ অভ স্টাফ।

স্টুয়ার্ট কুপার কম কথার মানুষ, তিনি শুধু বললেন, 'গোটা ব্যাপারটা রহস্যময় এবং সন্দেহজনক।' আর কে না জানে যে রহস্য থাকলে এফ.বি.আই. সেটা ভেদ করার দায়িত্ব নেবে। সন্দেহ নেই, এফ.বি.আই-এর সে যোগ্যতা আছেও।

নিউজ মিডিয়াগুলো যখন আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর নিয়ে ব্যস্ত, এই দুই ফেডারেল এজেন্সি তখন এলিস খেলারের ব্যাপারে ব্যাপক ইনভেস্টিগেশন শুরু করল। ফান্ড এবং লোকবল, কোনটারই তাদের অভাব নেই।

রুটিন চেক নয়, ফুল ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো। রাত দুপুরে কয়েকশো লোকের দরজায় টোকা পড়ল। সাবজেক্টের প্রাক্তন স্কুল মাস্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, প্রতিবেশীদের সাথে বৈঠক হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মেয়র আর মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের জেরা করা হলো। এদের বেশিরভাগই বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, এলিস খেলারের মত মানুষ কি করে ফেডারেল এজেন্সির সাবজেক্ট হতে পারে! ছায়াছবি বা টিভি নাটক দেখে তাদের ধারণা হয়েছে—নীচ, ধনী, রুচিহীন, ম্যানিয়াক লোকেরাই সাবজেক্ট হয়। এলিস খেলার তো তাদের কারও মত ছিল না! নিয়মিত চার্চে যেত সে, রেজিস্টারড রিপাবলিকান ছিল, বড় যে-কোন ধরনের চ্যারিটি ফান্ডে দান

করত। কেউ বলল না যে তার কোন শত্রু ছিল। শিশুদের ভালবাসত খেলার, প্রতি রোববারে বুড়োবুড়িদের ক্লাবে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার পাঠাত। লালচুলো এক মেয়ে জানাল, এলিস খেলার ক্রিসমাস ডে বা তার জন্মদিনে উপহার পাঠাতে ভুল করত না কখনও, আর কি হপ্তায় একবার আসা চাই-ই। মেয়েটার চোখে ভালবাসার যে আলো দেখা গেল, প্রতি হপ্তায় তার সাথে দেখা করার পিছনে সেটার ভূমিকা কম নয়।

এত বছর ধরে কলোরাডোয় ছিল খেলার, গাড়ি চালাবার সময় কখনও অ্যাক্সিডেন্ট করেনি বা ট্রাফিক আইন লংঘন করে টিকিট পায়নি। লোকাল এবং ফেডারেল, দু'তরফের ট্যাক্সই সময় হলে পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে গেছে। মদ খেত, কিন্তু পরিমাণে খুবই সামান্য। প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তাকে মাতাল হতে দেখেনি কখনও। ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন বাইবেল পড়ত সে। শনিবার ওয়েস্টার্ন গান ক্লাবে যেত, রাইফেল আর হ্যান্ডগানে হাতের গ্রিপ ঠিক রাখার জন্যে প্র্যাকটিস করত।

চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী কোন গ্রুপের সাথে তার সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায় না। নেশাখোর, যৌন-অপরাধী, কোক ডাস্টিং সোসাইটি, জুয়াড়ী, ঠকবাজ, প্রতারক, সাইকো-অ্যানালিস্ট, কবি, ব্ল্যাক-ম্যাজিশিয়ান, কিংবা অসামাজিক কোন লোকের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কোন লাইব্রেরীর সদস্য ছিল না সে, বিদেশী ছায়াছবি একেবারেই দেখত না। একজন ইনভেস্টিগেটর তার নোটবুকে লিখল, 'এ-ধরনের নিকগুণ একজন মানুষ, রাজ্যের আইন সভায় কেন যে নির্বাচিত হয়নি সেটাই আশ্চর্য।' আসলে এলিস খেলার ভাল বক্তৃতা দিতে পারত না, আর তাছাড়া চেহারাটা তার ঠিক সুদর্শন ছিল না।

দু'মুখো তদন্ত চলতে থাকল। আর্মি তার সার্ভিস রেকর্ড ঘাঁটতে শুরু করল, আর এফ.বি.আই. তার আর্থিক অবস্থার গভীরে কিছু লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ নিতে লাগল। এফ.বি.আই. জানতে পারল, খেলারের ট্যাক্স পেমেন্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে। সময়টা হলো—তার ডেনভারে আসার আগের তিন বছর। তারপর জানা গেল, শুধু ট্যাক্স পেমেন্ট নয়, বাকি অন্যান্য সমস্ত রিপোর্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে, অথচ কেউ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। খেলার চিরকুমার ছিল, তার মা-বাবা এবং ওর বড় একমাত্র বোনটা অনেক বছর আগেই মারা গেছে। আর্মি ইন্টেলিজেন্স যা আবিষ্কার করল তা তিন বছর রহস্যের চেয়ে আরও বিভ্রান্তিকর। সতেরো বছর আগে এলিস খেলার একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, এবং তার লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানী তার মাকে পঁচিশ হাজার ডলার ক্লেইমও পেমেন্ট করেছে, বুড়ি মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে।

'আমি জানতাম সান-অভ-আ-বীচ আসলেই একটা সান-অভ-আ-বীচ,' আবিষ্কারের আনন্দে উল্লাসের সাথে বললেন বন গিলবার্ট। 'এখন আমাদের জানতে হবে সান-অভ-আ-বীচটা সত্যি সত্যি কে ছিল।' এলিস খেলার

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

উনিশশো ত্রিশ সালে ভেটনে জন্মগ্রহণ করে, কোরিয়ান যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে করপোরাল হিসেবে ছিল সে। আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেল ঘোড়া থেকার আর সদা নিহত খেলার এক ব্যক্তি নয়, দ্বিতীয় খেলার কোরিয়ায় যুদ্ধই করেনি। এরপর এফ.বি.আই. আবিষ্কার করল, তিনবছর গ্যাপের পর ট্যাক্স রিটার্নে যে সই দেয়া হয়, তিন বছর আগে দেয়া সইগুলোর সাথে তার কোন মিল নেই। সদা নিহত লোকটা এলিস খেলার নয়, এটা নিশ্চিতভাবে জানার পর আমেরিকার বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে তার সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হলো। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, এ-ধরনের কেস মীমাংসার জন্যে এফ.বি.আই-ই সবচেয়ে উপযুক্ত সংস্থা।

সেটা উনিশে জুনের ঘটনা।

বিশ তারিখে লিজা আইভারসন নামে চল্লিশোর্ধ এক মহিলা নিখোঁজ হলো। মহিলা লিজা'স গ্রুপ-এর মালিক, অগাস্টার দুটো জনপ্রিয় বিউটি শপের একটা ওটা। কোটিপতি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী ইলিনা লোপেজের চুল বড় করছিল সে, এই সময় টেলিফোনটা আসে। পাঁচ মিনিট পর লিজা আইভারসন নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্যাংকে যায়, সেফটি ডিপোজিট বক্স থেকে একটা প্যাকেট বের করে সে। আলবানি, নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে ডিপোজিট বক্সটা ভাড়া নেয়া ছিল তার, বারো বছর ধরে। ব্যাংক রিপোর্ট অনুসারে, এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায় লিজা আইভারসন।

তারপর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সরু একটা গলিতে পাওয়া গেল গাড়িটা, আগুন লাগার জায়গাটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আগুন লাগার ফলে জেট ফাইটার বেসের প্রায় সবটুকু তেল পুড়ে যায়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে উত্তর-পূর্ব আমেরিকার ওপর শত্রু বিমান হানা দেয়ার কোন হুমকি সেদিন বা পরবর্তী তিন দিন ছিল না। চার চারটে দিন আমেরিকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাময়িক একটা ফুটো তৈরি হয়েছিল—মহামূল্যবান ছাতায় সাময়িক ছোট্ট একটা ফুটো—তারপর চব্বিশ তারিখ বিকেলে ফুয়েল ট্রাক পৌঁছে গেলে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটে। ইউ.এস. এয়ারফোর্স অফিস থেকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম পাঠানো হলো, টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা আগুনের কারণ, কে দায়ী, ইত্যাদি জানার জন্যে তদন্ত চালাবে। কিন্তু আগুন লাগার সাথে লিজা আইভারসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা ওরা কেউ এক করে দেখল না।

অগাস্টা থেকে কমবেশি হাজার মাইল দূরে লাক দু ফ্লামবিউ। প্রায় নির্জন, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছড়াছড়ি, ফিল্ম-মেকারদের জন্যে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখানে কেউ ছবি করতে আসে না, কারণ উত্তর-ঘেঁষা উইসকনসিন বনভূমির ভেতর লাক দু ফ্লামবিউ ছোট্ট একটা শহর। উইসকনসিন

বনভূমিতে, শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে রয়েছে একটা ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এই ইন্ডিয়ানদের তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, এমনকি তারা মারমুখোও নয়; কাজেই অল্প দু'চারজন শিকারী বা ট্যুরিস্ট এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করলেও ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের দিকে পা বাড়ায় না। দূরে রয়েছে রেইনবো রিজার্ভেশন, আর দক্ষিণে উইলো রিজার্ভেশন। এ-দুটোও মানুষকে আকৃষ্ট করে না। আদি এবং অকৃত্রিম লাক দু ফ্লামবিউ প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, একমাত্র আধুনিক কাঠামো বলতে বোঝায় বিশাল এলাকা জুড়ে টোয়াঙ্গ ন্যাভাল কমিউনিকেশনস স্টেশন। নামকরণটা করা হয়েছে একজন অ্যাডমিরালের নামে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এই বীর পুরুষ উনিশশো উনষাট সালে চীফ অভ ন্যাভাল অপারেশনস ছিলেন। সে বছরই টোয়াঙ্গ তৈরি করা হয়।

তৈরি করা হয় না বলে, বলা উচিত বোঁড়া হয়। কারণ এই অসাধারণ সামরিক স্থাপনার মূল অংশই হলো মাটির নিচে লুকানো তার। সব মিলিয়ে একশো আঠারো মাইল। বিশাল এবং সুকৌশল নৈপুণ্যের সাথে ডিজাইন করা গ্রিডটা দৈত্যাকৃতি অ্যান্টেনার আকৃতি নিয়ে রয়েছে, এটার কাজ হলো চার থেকে বারো হাজার মাইল দূরে টহলরত মার্কিন পোলারিস সাবমেরিনগুলোকে চূড়ান্ত পর্যায়ের শর্টওয়েভ সিগন্যাল পাঠানো। টোয়াঙ্গ গ্রিড থেকে পাঠানো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট বা জ্যাম করা সম্ভব নয়, গোপনীয়তা রক্ষার পেন্টাগন নীতির স্বার্থে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনও যদি কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে থার্মোনিউক্লিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার নির্দেশ দিতে হয়, তাহলে এই টোয়াঙ্গ গ্রিডের মাধ্যমে মোবাইল সাবমেরিনগুলোকে আন্তারসী রকেট নিক্ষেপ করার অর্ডার দেবেন তিনি। টোয়াঙ্গ গ্রিড সম্পর্কে বিশদ খুব কম আমেরিকানই জানে, তবে রাশিয়ার সবটুকুই জানা আছে। টোয়াঙ্গ গ্রিড সম্পর্কে একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে তাদের।

মার্কিন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট টোয়াঙ্গ গ্রিডের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। গোটা স্থাপনাকে তিন প্রস্থ ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া বৃত্তাকারে ঘিরে আছে। পেরিমিটারে রয়েছে অসংখ্য সেন্ট্রি পোস্ট, একটা মাইন ফিল্ড, এবং ভ্রাম্যমাণ জীপ বহর। সারা দিন এবং সারা রাত ধরে হেলিকপ্টার গান-শিপ বেড়া ধরে উড়ে যায়, অনিয়মিত বিরতি দিয়ে।

টোয়াঙ্গ কমিউনিকেশন স্টেশনকে নিয়ে লাক দু ফ্লামবিউয়ের কারও কোন মাথাব্যথা বা আগ্রহ নেই, কারণ নেভির লোকজন শহরে বড় একটা আসে না। টেকনিশিয়ানদের জন্যে স্টেশন এলাকাতেই রয়েছে খেলার মাঠ, সিনেমা হল, সুপার মার্কেট, হাসপাতাল, সুইমিং পুল, ইত্যাদি। কেউ যখন আসে বা যায়, নিজেদের এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার করে তারা। আশপাশে অবশ্য আরও কয়েকটা এয়ারফিল্ড রয়েছে, কিন্তু সেগুলোয় স্টেশনের কোন প্লেন কখনও ল্যান্ড করে না। শহরে লোক বসতি কম, শহরের বাইরে আরও দূরে দূরে বাস করে মানুষ। ইন্ডিয়ানদের এত টাকা নেই যে কেনাকাটা করতে

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

প্লেনে চড়বে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিকারী, অ্যাংলার, বা টুরিস্ট যারা আসে তারাই ব্যবহার করে এয়ারফিল্ডগুলো। আশপাশে অনেক লেক আছে, ভাল মাছ পাওয়া যায়, এয়ারফিল্ডগুলোও লেকগুলোর কাছাকাছি। বেশিরভাগ লোকই হালকা প্লেন চার্টার করে আসে, উঠতে-নামতে অসুবিধে হয় না। পাইলটরা সবাই জানে টৌব্যাগের ওপরকার আকাশ নিষিদ্ধ এলাকা, কিন্তু সেটা কোন সমস্যা নয়, কারণ খালি আকাশের বিস্তৃতি প্রায় সীমাহীন। ইচ্ছে করলেই ঘাঁটি এলাকা এড়িয়ে প্লেন চালানো যায়।

নিষিদ্ধ আকাশ সীমা সম্পর্কে অবশ্যই জানা ছিল বেন কুইকের। ভুলাথ-এ থাকে সে, সেখান থেকে ছোট একটা প্লেন সার্ভিস চালিয়ে আসছে আজ অনেক বছর হলো। ভুলাথ এবং অন্যান্য শহর থেকে শিকারী বা অ্যাংলারদের নিয়ে লেক ঘেঁষে অমন কয়েকশো বার এদিকে এসেছে। এলাকাটা সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে সে, কারণ তার স্ত্রীর শরীরে অর্ধেক ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে। স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ইন্ডিয়ানদের গ্রামে বেড়াতে আসে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বছরে পাঁচ-সাতবার তো বটেই।

অক্টোবর জুন, সকাল। নিজের বাড়ির পিছনে, গ্যারেজে ছিল বেন কুইক, লনমোয়ারে ফুয়েল ঢালছিল, এই সময় ফোন কলটা এল। এর প্রায় নব্বই সেকেন্ড পর তার স্ত্রী এসে বলল যে ড. টোবি টমপল নামে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, উদ্দেশ্য বেন কুইককে বিকেল চারটের লেক টোমাহক ফ্লাইটের কথা মনে করিয়ে দেয়া।

'ভাল করে শুনেছ, ঠিক এই কথাগুলোই বললেন তিনি?'

'হুবহু, বেন। মেসেজের ব্যাপারে তুমি কেমন খুঁতখুঁতে জানি বলে প্রতিটি শব্দ মনে করে রেখেছি,' মিসেস বেন কুইক স্ত্রী-সুলভ হাসল।

'তাহলে বরং প্লেনটা একবার চেক করে আসি।' গম্ভীর দেখাল বেন কুইককে, কেমন যেন অন্যমনস্ক। তবে, রওনা হবার আগে স্ত্রীকে চুমো খেল সে, বলা যায় একটু বেশি সময় নিয়েই এবং একটু বুঝি বেশি আবেগের সাথে—মাত্র আট ঘণ্টার জন্যে ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে, সে-কথা ভেবে স্বামীর আচরণ একটু যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো স্ত্রীর কাছে। প্রেম-ভালবাসার এ-ধরনের খোলামেলা প্রকাশ অন্তত দিনের বেলা পাইলট সাহেবের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না, আকস্মিক এই ঢল ভালই লাগল তার। মনে মনে ভাবল, মা হবার আশা এবার হয়তো তার পূরণ হতে পারে। অনেক বছর ধরেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে আসছে বেন কুইক।

স্টেশন ওয়াগন নিয়ে সী-প্লেন বেসে চলে এল বেন কুইক, অ্যামফিবিয়ানটা ভালভাবে চেক করে নিয়ে বেলা একটার আগেই টেক-অফ করল। বিকেল চারটে পর্যন্ত বা ড. টোবি টেমপলের জন্যে অপেক্ষা করল না সে। লেক টোমাহকের উদ্দেশে একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করল, রওনা হলো নরমাল রুট ধরে।

অন্যান্যবার যা করে, এবার তা করল না বেন কুইক—টৌব্যাগকে ঘিরে

চক্কর দিল না। তার বদলে সী-প্লেনটাকে হঠাৎ মাটির মাত্র একশো ফিট ওপরে নামিয়ে আনল, তারপর টপ স্পীডে ছুটল নিষিদ্ধ এলাকার দিকে।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এল প্লেন। নতুন লো-স্ক্যান রাডারে ধরা পড়ল সেটা। অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। নয় নম্বর সেন্ট্রি পোস্টে একজন মেরিন প্রাইভেট খপ করে ধরে ফোনের রিসিভার তুলল।

'হট পিস্টল! হট পিস্টল!' আর্তনাদ শুরু করল সে। 'অচেনা এয়ারক্রাফট সরাসরি কমান্ড পোস্টের দিকে যাচ্ছে! বেয়ারিং ডেল্টা, খুব নিচে দিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে!'

'হট পিস্টল' সত্যিকার বিপদ সংকেত কোড, প্রতি দু'হপ্তা পরপর যে মহড়া হয় তার সাথে এই কোডের কোন সম্পর্ক নেই। এর আগে কখনও টৌব্যাগে হট পিস্টল পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। কমান্ড পোস্টে কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট তাই তিন সেকেন্ড ইতস্তত করল। এই তিন সেকেন্ডেই ঘেমে গোসল হয়ে গেল সে। কি করবে বুঝতে পারছে না। খুব সম্ভব চার্টারড প্লেনের কোন হাবাগোবা পাইলট বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সিভিলিয়ান প্লেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই—কারণ ইউ.এস. বা কানাডিয়ান রাডারকে ফাঁকি দিয়ে টৌব্যাগের হাজার মাইলের মধ্যে শত্রুপক্ষের কোন বৈরী সামরিক বিমান ঢুকতে পারবে না। তিন সেকেন্ড সময়ের শেষ দিকে লেফটেন্যান্টের চেহারা ভূতের মত কালো হয়ে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে কাঁধ ঝাঁকাল সে, তারপর যা করার ট্রেনিং পেয়েছে তাই করল।

ডেস্কের দিকে মুখ করা কনসোলে অনেক বোতাম, তার একটা টিপে দিল সে। গোটা টৌব্যাগে চরম সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল। এ এমন একটা পিলে চমকানো আওয়াজ, অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। কমান্ড পোস্ট থেকে প্রায় নব্বই গজ দূরে ছিল সার্জেন্ট ডেভিড কপার, চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। হাতল ঘুরিয়ে সে তার রেড-আই মিসাইল লঞ্চার ওপর দিকে তুলল, আরেক ঝাঁকিতে বসিয়ে নিল নিজের কাঁধে, তারপর পেরিমিটারের দিকে মারমুখো দৃষ্টিতে তাকাল।

'কী সব্বোনাশ!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল সে। গাছপালার মাথার আড়াল থেকে প্লেনটাকে বেরিয়ে আসতে দেখছে।

ঠিক ওই সময় একটা মাইক্রোফোনে হড়বড় করে কথা বলছে লেফটেন্যান্ট। উদ্দেশ্য প্লেনটার ফ্রিকোয়েন্সি জানতে পারলে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেবে। হয় সে ফ্রিকোয়েন্সি পেল না, নয়তো পাইলট শুনছে না। প্লেনটা তুমুল বেগে এগোতেই থাকল। সোজা হলুদ বিল্ডিংটার দিকে যাচ্ছে ওটা। ওই বিল্ডিংটাই কমান্ড পোস্ট, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ইকুইপমেন্ট রাখা আছে ওখানে।

'কী সব্বোনাশ!' সার্জেন্ট কপার আবার স্বগতোক্তি করল, তারপর ঈশ্বরের নাম জপে টিপে দিল রেডআই রকেটের ট্রিগার।

চোখের পলকে সী-প্লেনটা আগুনের একটা বল হয়ে গেল। সারফেস-টু-

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এয়ার মিসাইল আঘাত করেছে ওটাকে। আগুনের বলটা মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটল, উত্তপ্ত ধাতব পিণ্ড ছড়িয়ে পড়ল আধ মাইল এলাকা জুড়ে। তারপরই আরেকটা বিস্ফোরণ, তৈরি হলো নব্বই গজ ডায়ামিটার জুড়ে পুরোপুরি ছ'ফিট গভীর একটা গর্ত।

ঘটনা সম্পর্কে যথাসময়ে সরকারী একটা ভাষ্য পাওয়া গেল। সেটা ছাপাও হলো পত্রিকায়। আকাশে থাকা অবস্থায় একটা টুইনএঞ্জিন প্রপপ্যান আমফিবিয়ানে আগুন ধরে যায়। চার্টারড ফ্লাইটে লেক টোমাহকে যাচ্ছিল ওটা। সিভিলিয়ান পাইলট টোয়াল ট্রিপে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিঙের জন্যে চেষ্টা করে।

প্লেনে এক্সপ্লোসিভ কার্গো ছিল, কিন্তু প্রেসনোটে তার কোন উল্লেখ থাকল না।

অফিশিয়ালি ঘটনাটা তদন্ত করার দায়িত্ব পেল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স। নেভির পাবলিক রিলেশন্স বিশেষজ্ঞরা একাধারে অস্বস্তি ও অপ্রতিভ বোধ করল। ঘটনাটা যদি সামরিক কোন ষড়যন্ত্রের অংশ না হয়ে থাকে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনাবিহীন এই শান্তিময় সময়ে একটা অসামরিক প্লেনকে পাইলট সহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পিছনে কোন যুক্তি ধোপে টিকবে না। পাইলট যদি স্রেফ ভুল করে থাকে, জনসাধারণ ব্যাপারটা জানতে পারলে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু মেরিন কমান্ড্যান্ট জেনারেল গারি হিনম্যানের প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

'সার্জেন্ট কপারকে এই মুহূর্তে লাইনে চাই!' হুকুম করলেন তিনি।

লাইনে আসতে চার মিনিট লেগে গেল সার্জেন্টের।

'সার্জেন্ট কপার, দিস ইজ দি কমান্ড্যান্ট।'

'ইয়েস, স্যার!'

'কপার, নেভির পাবলিক রিলেশন্স তোমার সাড়ে সর্বনাশ করার পায়তারা কষছে। আজ বিকেলে তুমি যা করেছ–বীরত্ব নয় কাপুরুষতা বলে মনে করছে ওরা। এখন ঠিক কি ঘটেছে সব আমাকে খুলে বলো–খবরদার–কিছুই লুকাবে না! ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যার! আমি আমার পজিশনে ছিলাম, স্যার। গর্তের ভেতর, চারধারে বালি ভর্তি বস্তা–সিকিউরিটি পজিশন, স্যার। সিকিউরিটি ডিউটিতে ছিলাম, জেনারেল। ইনটেরিয়র সিকিউরিটি, স্যার। পোস্ট নাইনটিন, সি.পি. থেকে আধ মাইলের মত দূরে, স্যার। তেমন কিছু ঘটেনি, যদি জানেন ঠিক কি বলতে চাইছি...'

'বাংকারে বসে পাছা চুলকাচ্ছিলে। তারপর কি হলো?'

'কী সব্বোনাশ! বিপদ-সঙ্কেত গ্যাঁ গ্যাঁ করে উঠল! টেস্ট সিগন্যাল নয়, স্যার। হট পিস্টল সিগন্যাল।'

'হ্যাঁ, জানি। বলে যাও।'

'রেডআই কাঁধে তুললাম। কী সব্বোনাশ, দেখি কি গাছের ওপর দিয়ে

তেড়ে আসছে ওটা। ঠাট্টা বলে মনে হলো না, স্যার। ক্ষেপে চোখ রেখে দেখে নিলাম একবার, সেই সাথে ঢুকিয়ে দিলাম ঝামেলা। সে-অর্ডারই আমাকে দেয়া হয়েছে, স্যার। ওভাবে বিপদ সঙ্কেত বাজলে আমার কাজ হবে এয়ারক্রেন ধ্বংস করা, আর ঠিক তাই আমি করেছি।'

'বিউটিফুল,' মন্তব্য করলেন জেনারেল। 'বিউটিফুল শুটিং। মাত্র এক রাউন্ড, তাতেই আকাশ থেকে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিনন্দন, সার্জেন্ট। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত, এবং ওরা যতই পাঁয়তারা কষুক তা নিয়ে তোমার কোন চিন্তা নেই।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আমি চাই না তুমি কোন রিপোর্টারের সাথে কথা বলো, কপার। পরবর্তী প্লেনে চড়ে অ্যানড্রু বিমান ঘাঁটিতে চলে যাও। ওদিকে আজ যদি কোন প্লেন না যায়, ওদের বলো তোমার জন্যে স্পেশাল একটার ব্যবস্থা করতে। দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

তিন ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনের কাছে অ্যানড্রু এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছে গেল সার্জেন্ট ডেভিড কপার, ঠিক ওই সময় নরফোক লেফটেন্যান্ট নিকিতা কুরাডিন ডকুমেন্ট 'অডিট'-এর ফলাফল নিয়ে কর্নেল বিকারেনের অফিস ঘরে ঢুকল। কাজটা শুরু করা হয়েছিল নিকোলাই ডালচিমস্কি নিখোঁজ হওয়ার পর। সর্বশেষ আইটেমগুলোর সর্বশেষ তালিকা চেক করা হয়েছে। কে জানে সব ঠিকঠাক পাওয়া গেছে কিনা।

না, সব ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি। ভল্টে বেশ ক'টা ডকুমেন্ট নেই।

নিঃশব্দে রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল বিকারেন। আবার পড়লেন তিনি, তারপর আবার একবার। চোখ বুজে ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি। শিউরে উঠলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেল। জেনারেল কায়কোভস্কির প্রাইভেট লাইনের দিকে হাত বাড়ালেন, আঙুলগুলো কাঁপছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে ভুলে গেলেন তিনি, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিলিঙের দিকে। একটা টিকটিকি ডেকে উঠতে সংবিৎ ফিরে পেলেন।

'জেনারেল কমরেড কায়কোভস্কি মীটিঙে রয়েছেন,' জেনারেলের এইড, এক মহিলা ক্যাপটেন ব্যাখ্যা করল।

'তা থাকুন, বলো জরুরী ব্যাপার, এখুনি তাঁর সাথে আমার কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু কর্নেল কমরেড, সিনিয়র অফিসারদের সাথে মীটিং করছেন তিনি...।'

'আমি তোমাকে হুকুম করছি জেনারেলকে খবরটা দাও–এই মুহূর্তে!' টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল বিকারেন। 'জেনারেল গুরুত্ব না দিলে বলো তাঁর ছেলেরা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে!'

নব্বই সেকেন্ড পর লাইনে এলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'আবার কি

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হলো, আনাতোলি? ক্যাপটেন ইলিনা বলল, তুমি নাকি অস্থির হয়ে আছ। আরেকটা ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছ নাকি?'

'তারচেয়েও খারাপ।'

'তারচেয়ে খারাপ? তারচেয়ে খারাপ কি হতে পারে?'

রুটমট করে লেফটেন্যান্ট কুরাডিনের দিকে তাকালেন কর্নেল, মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন নিঃশব্দে। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

'আনাতোলি, কি ব্যাপার?' অপরপ্রান্তে ধৈর্য হারালেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'এক সেকেন্ড...ঠিক আছে, এখন আমি একা। শুনুন। জেনারেল, আপনার মনে আছে চোদ্দ বছর আগে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম–আমি আর আপনি?'

'চোদ্দ বছর আগে? কোন প্রজেক্টের কথা বলছ?'

'টেলি-বম।'

অপরপ্রান্তে ষাড়া দশ সেকেন্ড কোন শব্দ নেই।

'মনে আছে, জেনারেল?'

এবার কথা বললেন জেনারেল, 'কেউ জানে?'

'ডকুমেন্ট অডিট শেষ করেছি আমরা, জেনারেল কমরেড। টেলি-বম বুকটা পাওয়া যায়নি।'

চার

ক্লিক।

স্ক্রীনে দাগহীন, রোদে পোড়া, একটু ফোলা ফোলা একটা মুখের ছবি ফুটে উঠল। পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স। মার্কিনী ধাঁচে কাটা চুল, নেকটাইটা আমেরিকান।

এ-সবই এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর মনের মুকুরে গেঁথে নিল অতিথি গুপ্তচর। একটা ফাইটার বম্বারের কাঠামো বা পোলারিস সাবমেরিনের কায়া দেখামাত্র চিনে নিতেও এরচেয়ে বেশি সময় লাগে না তার। মানুষ হিসেবে তার অনেক দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু মাথাটা কাজ করে বিদ্যুৎবেগে। ভাগ্যের অকৃপণ সহায়তা পেয়েছে সে, প্রকৃতি তাকে বারবার অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছে বিপদ থেকে, আর সেই সাথে বেড়েছে তার অভিজ্ঞতা। কৃতিত্ব আর সাফল্যের তালিকা দেখে মনে হতে পারে সে বোধহয় অতিমানব–সুপারম্যান–কিন্তু আসলে তা নয়। লোকে তার সাফল্যের খবর জানে, কিন্তু ব্যর্থতার খবর তাদের জানানো হয় না।

অথচ সাফল্যের চেয়ে তার ব্যর্থতার সংখ্যা কম নয়। তবে এ-কথা ঠিক যে এসপিওনাজ জগতের আর সবার থেকে সে আলাদা। কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে চর্চা করে নৈপুণ্য আর দক্ষতা অর্জন করেছে সে। কঠোর অনুশীলনে বিশ্বাসী, অমানুষিক পরিশ্রম করতে জানে। আর আছে ঝুঁকি নেয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা। ভাগ্য, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন, পরিশ্রম, এবং মেধা–সব মিলিয়ে তাকে করে তুলেছে প্রায় অজেয়, কিংবদন্তীর নায়ক।

'বলুন!' অন্ধকার ঘরে কর্নেল বিকারেনের গলা পাওয়া গেল।

'কি বলব,' জবাব দিল মাসুদ রানা। 'ওকে আমি চিনি না।'

ক্লিক।

স্ক্রীনে এবার এক মহিলার মুখ।

'একেও চিনি না,' বলল রানা। 'কারা এরা? বোঝা যাচ্ছে আমেরিকান, কিন্তু...'

ক্লিক, ক্লিক।

প্রজেক্টর অফ হয়ে গেল, আলো জ্বলে উঠল ঘরে। জেনারেল কায়কোভস্কিকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল রানা।

'চোদ্দ বছর আগে অপারেশনটা শুরু হয়,' রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন জেনারেল। 'আমেরিকান ইউ-টু স্পাই ফ্লাইটের কথা মনে আছে আপনার? তার পরের ঘটনা।' পঙ্কুকেশ বৃদ্ধের চেহারা দেখে মনে হতে পারে এই মাত্র কুইনাইন খেয়েছেন। 'তখন আমাদের মনে হয়েছিল, আমেরিকানরা বোধহয় আঘাত হানার জন্যে টার্গেট খুঁজছে। মনে হচ্ছিল, একটা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে যাওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই এই প্রজেক্টটায় হাত দেই আমরা–টেলি-বম।'

মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু বারবার ছুটে যাচ্ছে মনোযোগ। অনেক দুর্বলতার একটা হলো, ধূমপানের ব্যাপারে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। জানে ক্ষতিকর, মাঝে মধ্যে অনেক কষ্ট করে ছেড়েও দেয়, কিন্তু তারপর আবার ধরে। এই মুহূর্তে গলা বুক সব যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে বলে মনে হলো, সিগারেট ধরাতে পারলে বড় শান্তি পেত। কিন্তু জেনারেল কায়কোভস্কি বস্ রাহাত খানের বন্ধু মানুষ, তার সামনে ধরায় কি করে! নাকি ধরিয়ে বসবে?–ভাবছে রানা।

'টেলি-বম। আগে কখনও শুনিনি, জেনারেল,' বলল রানা।

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে জেনারেল বললেন, 'সিগারেট, মি. রানা?'

'জ্বী-না, ইচ্ছে করছে না–ধন্যবাদ,' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো, তারপরই গাল দিয়ে ভূত ছাড়াল নিজের। এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে!

'আপনার শোনার কথাও নয়,' রানার কথার খেই ধরে আবার শুরু করলেন জেনারেল। 'এ-ব্যাপারে গোপনীয়তার মাত্রা টপ সিক্রেটকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটার ভিত্তি ছিল এক দল ডীপ-কভার এজেন্ট। এ-ধরনের ত্রুটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট আর কোন দেশ তৈরি

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবে বলে মনে হয় না।' হঠাৎ মুখ তুলে ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'আনাতোলি, নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট কাকে বলে?' কৌতুকের সাথে নয়, অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উত্তরের জন্যে জেনারেল অপেক্ষা না করায় মোটেও অবাক হলো না রানা। জেনারেলরা সাধারণত অতটা ধৈর্যের পরিচয় দেন না।

'নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট,' বলে চললেন জেনারেল, 'হলো, যে জানে না সে ডীপ-কভার এজেন্ট। যত যাই বলো, আনাতোলি, আইডিয়াটা কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট ছিল! ব্রিলিয়ান্ট!'

'সে-সময় এর পিছনে যুক্তি ছিল,' বিনয়ের সাথে বললেন কর্নেল বিকারেন।

'হিপনোসিস,' চুরুটের ডগাটা ছাইদানির মাঝখানে ঘষে ঘষে আগুন নেভালেন জেনারেল। 'চারশো ত্রিশজন মেধাবী লোককে এক জায়গায় জড়ো করি আমরা। কেউ কখনও দেশের বাইরে কোথাও যায়নি। সবাই ভাল ইংরেজি জানত। আমেরিকান লাইফ-স্টাইল সম্পর্কে ওদের আমরা ট্রেনিং দেই, ড্রাগ-অ্যাসিস্টেড হিপনোসিসের মাধ্যমে। এক একজনের পিছনে টাকার পাহাড় খরচ হয়ে গেল, সময়ও লাগল প্রচুর, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। ট্রেনিং শেষ হবার পর দেখা গেল, ওরা প্রত্যেকে নিজেকে সত্যি সত্যি আমেরিকান বলে বিশ্বাস করছে, সাথের কাগজ-পত্রে যা লেখা আছে সে-সবকে একমাত্র সত্য বলে জানছে। ওদেরকে আমরা পাঠিয়ে দিলাম। সবাইকে নয়, শুধু বাছাই করা কিছু ছেলে আর মেয়েকে। পিছনে কোন সূত্র না রেখে প্রত্যেকেই ওরা নির্বিঘ্নে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করল।'

'ফ্যানটাসটিক!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। সিগারেটের কথা ভুলে গেছে ও। চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ।

'সবাই ওরা স্বাস্থ্যবান, স্যাবোটাজে কমপ্লিট ট্রেনিং পাওয়া লোক। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারি বা ন্যাভাল টার্গেট স্থির করা ছিল, সবাই যে যার টার্গেট এরিয়ায় সাফল্যের সাথে ঢুকে পড়ে। কারও মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি না করে ওই এলাকায় শান্তিতে বসবাস করতে থাকে ওরা। সচেতনভাবে ওরা জানে না জায়গাগুলো বা শহরগুলো কেন তাদের এত ভাল লাগে বা আকর্ষণ করে। যে যেখানে গেল সেখানেই রয়ে গেল, তার মনে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে জাগল না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যে যার জায়গায় অপেক্ষা করছে ওরা।'

'কিসের জন্যে?'

'কোড সঙ্কেত,' ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল বিকারেন। 'প্রত্যেক এজেন্টের মনের গভীরে খোদাই করা আছে একটা কোড সঙ্কেত। সেটা শুধু আমরা ব্যবহার করব, কখনও যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধে। টেলি-বম আক্রমণ শুরু করার অধিকার বা ক্ষমতা শুধু একজনেরই আছে—প্রিমিয়ারের। এজেন্টদের

কারও কারও মিশন এতই বিপজ্জনক যে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'মৃত্যুকে হাসিমুখে মেনে নেয়ার জন্যে সবাই তৈরি হয়ে আছে ওরা,' বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। সময় নিয়ে নতুন একটা চুরুট ধরালেন তিনি। 'মৃত্যুর এই ইচ্ছেটাও তাদের মনে সুপ্ত অবস্থায় আছে। যার যার এলাকায় বসবাস শুরু করল ওরা, ঠিক এক বছর পর সবাই ওরা একটা করে ভিউকার্ড পাঠাল—কানাডায় আর মেক্সিকোয়, আগে ঠিক করা ঠিকানায়। পরে ওদেরকে একটা করে প্যাকেট পাঠাই আমরা। অবচেতন মনের নির্দেশে যে যার প্যাকেট লুকিয়ে রাখে।'

'এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ধোঁয়া আড়াল সৃষ্টি করায় মাথাটা একটু কাত করে রানার দিকে তাকালেন। 'ছ'মাস পরপর লোকাল টেলিফোন গাইড চেক করে দেখে নিই আমরা, এজেন্টদের নম্বর ঠিক আছে, না বদলেছে। সরাসরি যোগাযোগ রাখা হয়নি, কারণটা পরিষ্কার। কোন রকম ঝুঁকিই আমরা নেইনি, কাজেই ওদের পরিচয় কোন দিনই ফাঁস হবে না।'

ষাড়া ত্রিশ সেকেন্ড চিন্তা-ভাবনা করল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। সত্যি, কোথাও কোন ফাঁক দেখা যাচ্ছে না। 'প্ল্যানটা চমৎকার, কমপ্লিটলি ওয়াটার-টাইট। ত্রুটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট ওরা, সন্দেহ নেই। বেশ, তারপর? ওদের আপনারা বের করে আনতে চান?'

জেনারেল আর কর্নেল দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন কর্নেল বিকারেন, 'ভয়ঙ্কর ঝুঁকি না নিয়ে ওদেরকে বের করে আনা সম্ভব নয়। ঝুঁকি নিলেও বের করে আনা সম্ভব কিনা তাও আমরা জানি না। কিন্তু সমস্যা ঠিক এটা নয়, আরও বড় সমস্যায় পড়েছি আমরা।'

'গ্রীনে যাদের ছবি দেখলাম, ওরা কারা?'

'মেয়েটাকে অগাস্টার সবাই লিজা আইভারসন হিসেবে চেনে,' প্রাক্তন পদাতিক সৈনিক বললেন। 'আর লোকটাকে ডেনভারের মানুষ জানে এলিস থেলার হিসেবে। এজেন্টদের মধ্যে সেরা দু'জন। দু'জনেই মারা গেছে—গেল মাসে।' একটু বিরতি নিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে বললেন আবার, 'ওদের জন্যে আমি গর্বিত। বীরের মত মরেছে ওরা...'

'ওদের মৃত্যু অর্থহীন আর দুঃখজনক, আনাতোলি,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'খাতাটা উদ্ধার করা না গেলে বাকিরাও এই অর্থহীন মৃত্যুর শিকার হবে। এবার সব বলো ওকে,' নির্দেশ দিলেন তিনি।

কর্নেলের দিকে তাকাল রানা।

'তেমন জটিল কোন ব্যাপার নয়,' বেসুরো গলায় বললেন কর্নেল। 'সব ক'জন ডীপ-কভার এজেন্টের নাম আর ফোন নম্বর একটা ছোট খাতায় লেখা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আছে, আমরা সেটাকে টেলি-বম বুক বলি।'

'কোড সঙ্কেত সহ।'

'হ্যাঁ। একই খাতা মোট তিনটে। একটা আছে কে.জি.বি.রেসিডেন্ট-এর কাছে, উনি আমেরিকায় কে.জি.বি-র সমস্ত অপারেশন কন্ট্রোল করেন। খাতাটা আছে একটা অ্যাটাচি কেসে, তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করার ইকুইপমেন্ট সহ। দ্বিতীয়টা আছে রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের প্রাইভেট সেফে, রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স পাহারা দেয় সেফটাকে।'

'শেষটা?'

ইতস্তত করতে লাগলেন কর্নেল বিকারেন। রানার ব্যাপারে এখনও তাঁর মনে দ্বিধা রয়ে গেছে। টেলি-বম এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার, এর সাথে রাশিয়ার জীবন-মরণ প্রশ্ন জড়িত, রানার মত বিদেশী একজন স্পাইকে সব কথা জানানো কি উচিত হচ্ছে? সব জানার পর রানা যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়?

কর্নেলকে ইতস্তত করতে দেখে মনে মনে রাগলেও জেনারেলের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি নিজেই শুরু করলেন তিনি, 'শেষ খাতাটা এখানে ছিল। একটা বার্গলার-প্রুফ ভল্টে, ওটায় কে.জি.বি-র গুরুত্বপূর্ণ টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট রাখা হয়। সম্ভাব্য সব রকম আধুনিক অ্যালার্ম আর সিকিউরিটি ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও ভল্ট থেকে কিছু ডকুমেন্ট চুরি গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেলি-বম বুক।'

'কিভাবে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

জেনারেল কায়কোভস্কি হয় এত বেশি ভয় পেয়েছেন নয়তো এত বেশি রেগে গেছেন যে কথাই বলতে পারলেন না। জ্বলন্ত চুরুটের শলতে ডগার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন তিনি।

সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে রানার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল বিকারেন, 'খাতাটা কে চুরি করেছে আমরা তা আন্দাজ করতে পারি।'

'কে?'

'তার নাম নিকোলাই ডালচিমস্কি—এখানকার একজন ডকুমেন্টস এক্সপার্ট। আমাদের বিশ্বাস পালাবার সময় ওটা নিয়ে গেছে সে। এপ্রিল মাসের ঘটনা।'

'হঠাৎ পালাল কেন?'

'সম্ভবত বুঝতে পারে তার গ্রুপটা ধরা পড়তে যাচ্ছে…।'

'সি.আই.এ.?'

'না, স্ট্যালিনিস্ট। জেনারেল সেক্রেটারি সহ আরও অনেক লোককে খুন করার প্ল্যান করেছিল ওরা।'

'গুড গড!'

'কয়েকটা পাসপোর্ট আর বিদেশে আমাদের একটা ব্যাংকের সিকিউরিটি

ও অ্যালার্ম সিস্টেমের ড্রইং-ও নিয়ে গেছে ডালচিমস্কি। নিয়ে গেছে মানে সে অদৃশ্য হবার পর থেকে ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাংকটা থেকে বেশ কিছু মার্কিন ডলারও ডাকাতি হয়েছে। দু'জন গার্ডকে খুন করা হয় ওখানে।'

'তারমানে নৈতিক কোন বাধা নেই তার মনে,' বলল রানা। 'কি চায় সে?'

'জানায়নি। যোগাযোগ করেনি।'

'আপনাদের ধারণা জানতে চাইছি।'

'লোকটা পাগলা কুকুর হয়ে গেছে, মি. রানা,' শুরু করলেন কর্নেল।

তাকে বাধা দিয়ে জেনারেল বললেন, 'চিরকাল তাই ছিল, কিন্তু আমরা দেখেও দেখিনি।'

'সেটা মেয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তা-ও গুজবের মত শোনাত—কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি।'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,' বললেন কর্নেল। 'ডালচিমস্কি মেয়েদের ওপর নাকি অত্যাচার করত। তার সহকারিণীরা কেউই তার সাথে বেশিদিন কাজ করতে পারত না। স্যাডিস্ট ক্যারেক্টার বলতে পারেন।'

জেনারেল বললেন, 'সেক্স ম্যানিয়াক।'

'সে তাহলে পাসপোর্ট আর টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে…।'

'সাথে করে নিয়ে গেছে টেলি-বম খাতাটা,' বললেন কর্নেল বিকারেন।

'আমাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে আমেরিকায় রয়েছে সে, মি. রানা। দুটো ব্যাপারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই, কারণ আমরা জানি। ব্যাংক ডাকাতির পর টেলি-বমদের নামগুলো চেক করি আমরা, কমপিউটারের সাহায্যে। জানতে পারি, পয়লা জুনে একটা মার্কিন আর্মি কেমিক্যাল ওয়রফেয়ার ঘাঁটিতে গুলি খেয়ে মারা যায় এলিস খেলার—মিশন কমপ্লিট করার পর। ওখানে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট থাকার কথা, কিন্তু ছিল না। তারপর খবর পেলাম অগাস্টার হেট ফাইটার বেসে বড়সড় একটা আগুন লেগেছে—যেদিন লিজা আইভারসন নিখোঁজ হয়।'

'তারমানে আপনাদের হিউম্যান টাইম বোমাগুলোকে এক এক করে…'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, ফাটিয়ে দিচ্ছে।'

জেনারেলের দিকে তাকাল রানা। ভদ্রলোক চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছেন ওর দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর প্রশ্নটা করল রানা, 'আপনারা ঠিক কি চান আমার কাছ থেকে?'

কঠিন একটা প্রশ্ন, সাথে সাথে জবাব দিতে পারলেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। প্রথম থেকেই তিনি জানতেন, বি.সি.আই-এর সাহায্য পেতে হলে তিনটে বাধা টপকাতে হবে তাঁকে। প্রথম বাধা ছিল, বন্ধু মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খানকে রাজি করানো। প্রায় একমাস ধরে তাঁর সাথে গোপনে এ-ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তিনি। তারপর যখন

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সাহায্যের আবেদনটা প্রকাশ্যে জানালেন, আচমকা বেঁকে বসলেন রাহাত খান। বি.সি.আই. চীফ অজুহাত দেখালেন, অন্য কোন এজেন্টকে চাইলে ভেবে দেখতে পারি—যদিও কথা দিচ্ছি না—কিন্তু মাসুদ রানাকে হাতছাড়া করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে নিয়ে আমার অন্য রকম প্ল্যান আছে। সবশেষে তিনি তাঁর রুশ বন্ধুকে বললেন, 'তুমি তো জানোই আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু হয়ে যাবার আগে কিছু কিছু দায়িত্ব ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি…।'

কথা শুনে জেনারেল কায়কোভস্কি বন্ধুর ওপর সাংঘাতিক চটে গেলেন। 'এ তোমার একটা খোঁড়া অজুহাত, রাহাত। তুমি আমার সমস্যাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছ না। বাইরের সাহায্য কেন দরকার হচ্ছে আমাদের, সেটা তুমি বুঝেছ কি?'

'হ্যাঁ, স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীরা যারা ধরা পড়েনি তাদের মধ্যে অনেক কে.জি.বি. এজেন্ট আছে বলে সন্দেহ করেছ তোমরা,' বললেন রাহাত খান। 'তাদের পরিচয় তোমার জানা নেই, তাই বিশ্বাস করে এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টটা তাদের কারও ওপর দিতে পারছ না—এই তো? কিন্তু আরও তো মিত্র দেশ আছে তোমাদের, তাদের ইন্টেলিজেন্স…'

রাহাত খানকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল, 'তুমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছ। আমরা বি.সি.আই-কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কে.জি.বি. আজ যে বিপদে পড়েছে মাত্র ক'দিন আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও সেই একই ধরনের বিপদে পড়েছিল—তোমরা উৎসাহের সাথে তাদের সাহায্য করেছ। করোনি?'

'হ্যাঁ, মানে—করেছি।'

'তোমরা আমেরিকাকে হর-হামেশা সাহায্য করছ—করছ না?'

'হ্যাঁ…।'

'রাহাত, স্বাধীনতা যুদ্ধে কে তোমাদের সাহায্য করেছিল?'

প্রাইভেট টেলিফোনের অপরপ্রান্তে রাহাত খান চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'রানা ছাড়া আর কাউকে হলে চলে না তোমাদের?'

'না।'

'ঠিক আছে, দেখি কত দূর কি করতে পারি…।'

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি জানতে চাইলেন, 'ইয়েস অর নো?'

চটে গেলেন রাহাত খান। বললেন, 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—না? একটু সময় তো দেবে। বুঝতে পারছ না কেন, রানার নিজস্ব একটা মতামত আছে…।'

'তুমি অর্ডার করলে তার আবার কি বলবার থাকে?'

'কথাটা তোমার মুখে মানাল না, দুদভিক,' ক্ষোভের সাথে বললেন

রাহাত খান। 'বিশেষ করে রানা সম্পর্কে যখন অনেক কিছুই জানো তুমি। ওকে আমি হুকুম করতে পারি, হুকুম মানবেও সে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা সেরকম নয়। ওর ব্যক্তিগত মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া, হুকুম করব কোন যুক্তিতে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ এমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট রানার যেখানে করার কিছুই থাকবে না। কোথায় কোন এক ম্যানিয়াক আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে রানা খুঁজে বের করবে কিভাবে, বিশেষ করে তোমরা যখন তেমন কোন সূত্রও দিতে পারছ না?'

'বুঝলাম, তুমি সন্দেহ করছ, রানা অ্যাসাইনমেন্টটা নিতে রাজি হবে না,' বললেন জেনারেল। 'ঠিক আছে, ওকে তুমি শুধু মস্কোয় পাঠিয়ে দাও, রাজি করানোর দায়িত্ব আমাদের।'

এভাবে প্রথম বাধাটা টপকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি। দ্বিতীয় বাধা ছিল কে.জি.বি. অফিসাররা। সবাইকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন তিনি। প্রথমে আলোচনা হলো অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব কে.জি.বি. এজেন্টদের দেয়া উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে। প্রায় সবাই একবাক্যে জানান, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। কারণ, হয়তো দেখা যাবে, যাকে বিশ্বাস করে কাজটা করতে দেয়া হয়েছে সে বিদ্রোহীদেরই একজন। সেক্ষেত্রে আরেকজন ডাবলক্রসের জন্ম দেয়া হবে মাত্র। না, যত দিন না বিদ্রোহীদের সবার পরিচয় জানা যায় ততদিন রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কোন অ্যাসাইনমেন্ট কে.জি.বি. এজেন্টদের দিয়ে করানো ঠিক হবে না।

এরপর আলোচনা হলো, বিদেশী কোন ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য চাওয়া যায় তাই নিয়ে। প্রথমেই, মৃদু কণ্ঠে, সরাসরি বি.সি.আই. এজেন্ট মাসুদ রানার নামে প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। তুমুল হৈ-চৈ শুরু হলো। কে.জি.বি-র প্রথম সারির কর্মকর্তারা সবাই মাসুদ রানার পরিচয় জানেন। তার সাহায্য নিতে কেউ তাঁরা রাজি নন।

কেন রাজি নন, এ-প্রশ্ন আর তুললেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। মিত্র দেশের আরও চার-পাঁচ জন এজেন্টের নাম বললেন তিনি। একেক বার একেক জনকে নিয়ে আলোচনা হলো।

একজন আফগান এজেন্টের পক্ষে প্রস্তাব তুললেন কর্নেল রিকারেন। কর্নেল মুস্তাকভ জানালেন, এই আফগান যুবক জীবনে কখনও আমেরিকায় যায়নি। সাথে সাথে তার নাম বাদ পড়ে গেল।

পোলিশ এজেন্ট? আমেরিকায় বার কয়েক গেছে, বুদ্ধিমান, সাহসী, নির্লোভ—কিন্তু তার ইংরেজি তেমন চোস্ত নয়। বাদ।

চেকোস্লাভ স্পাই? সব দিক থেকে যোগ্য সে। ভাল ইংরেজি জানে, চেহারাও অনেকটা আমেরিকানদের মত। আমেরিকায় গেছেও বেশ ক'বার। সবাই বলল, একে দিয়েই কাজ উদ্ধার হবে। রাশিয়ার হয়ে দু'একটা অ্যাসাইনমেন্ট আগে করেছে। তাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জেনারেল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

কায়কোভস্কি সবাইকে হতাশ করলেন। জানালেন, 'তোমরা যার কথা আলোচনা করছ সে এখন হাসপাতালে। রোড অ্যাক্সিডেন্ট।'

বিখ্যাত এক যুগোস্লাভ লন টেনিস তারকাকে নিয়েও আলোচনা হলো। কিন্তু আমেরিকায় খেলার মধ্যে রয়েছে সে, সেখান থেকে ডেকে আনলে লোকের সন্দেহ হবে। প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তার ফাইনালে খেলার।

আরও এক ঘণ্টা কাটল, সবাই যখন হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নতুন করে আবার রানার নামটা তুললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। বললেন, 'ওর সাহায্য নিতে কার কি আপত্তি আছে শোনা যাক।'

প্রথম আপত্তি জানালেন কর্নেল বিকারেন, 'রানা আমেরিকান আর ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করে...।'

'তার কারণ আমেরিকা আর ব্রিটেন তার সাহায্য চায়,' বললেন কে.জি.বি. চিফ। 'আমরা বিশেষ চাই না, কিন্তু চাইলে পাই না, একথা সত্য নয়। বেশ কয়েকবার আমরা তার সাহায্য পেয়েছি অতীতে।'

'কিন্তু এ-কথা তো ঠিক যে ওদের হয়ে কাজ করতে করতে ওদের একজন হয়ে গেছে রানা,' বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'আমরা তাকে গোপন কিছু জানালে সে হয়তো আমেরিকা বা ব্রিটেনের কাছে ফাঁস করে দেবে।'

'রানার বিরুদ্ধে এ-ধরনের কোন রেকর্ড আছে বলে শুনিনি। হয়তো আপনারা ভাল বলতে পারবেন।'

অপেক্ষায় থাকলেন জেনারেল, কিন্তু কেউ কোন রেকর্ডের কথা বলতে পারলেন না। 'আর কি অভিযোগ?'

কর্নেল মুস্তাফত বললেন, 'রাশিয়ার স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছে রানা, রেকর্ড আছে।'

'কি শুনি?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে যায় সে...।'

'তা না হলে ওটা ইসরায়েলিরা নিয়ে যেত, সেটা ঠেকাবার জন্যে কাজটা করে রানা,' ধমকের সুরে বললেন জেনারেল। 'রেকর্ড পত্রে যে অভিযোগই থাক, তা সত্যি নয়। সে-সময় যিনি কে.জি.বি. চীফ ছিলেন তিনি তাঁর নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে সমস্ত দোষ রানার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন—আমার ধারণা ছিল, এ-সব আপনারাও জানেন।'

কর্নেল বিকারেন বললেন, 'যে-সব কারণে অন্যান্য এজেন্টরা বাদ পড়ল, সেই একই কারণে মাসুদ রানাও বাদ পড়তে পারে। সে কোথায় আছে আমরা জানি না, এই মুহূর্তে নিজেদের কোন কাজে ব্যস্ত কিনা তাও আমাদের জানা নেই...।'

এত সহজে দ্বিতীয় বাধাটা টপকাতে পারবেন, ধারণা ছিল না জেনারেল কায়কোভস্কির। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'রাহাত খানকে আগেই আমি রাজি করিয়েছি। রানা কোথায় আমি জানি। ডাকলেই মস্কোয় চলে আসবে সে। কিন্তু কাজটা করতে রাজি হবে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ।'

রানাকে রাজি করানো, তৃতীয় এবং শেষ বাধা। এই মুহূর্তে সেই বাধার সামনেই পড়েছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

রানার প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল বললেন, 'আমরা চাই, ডানচিমস্কিকে খুঁজে বের করুন আপনি, মি. রানা।'

'খুঁজে বের করুন, এবং খুন করুন,' হিংস্র ভঙ্গিতে যোগ করলেন কর্নেল বিকারেন।

'আর খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিন আমাদের।' পাকা চুলে আঙুল চালালেন জেনারেল। 'সময় নেই, মি. রানা, সময় নেই। দেরি করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডানচিমস্কি!'

রানার চোখে পলক পড়ছে না।

কর্নেল ভাবছেন, রানা যদি আমেরিকানদের হাতে ধরাও পড়ে, রাশিয়া অস্বীকার করে বলবে, তার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

জেনারেল ভাবছেন, ডানচিমস্কি এভাবে যদি একের পর এক টেলি-বম ফাটাতে থাকে, আমেরিকা জানবে বিনা উস্কানিতে রাশিয়া তাদেরকে ধ্বংস করার প্ল্যান করেছে। পাল্টা আঘাত হানবে তারা...।

'আপনারা আমাকে সংখ্যা জানাননি,' বলল রানা। 'আপনাদের ক'জন ডীপ-কভার এজেন্ট রয়েছে আমেরিকায়?'

কর্নেল বিকারেন তাড়াতাড়ি বললেন, 'অনেক...এই ধরুন ত্রিশ-চল্লিশ জনের মত।'

'একশো ছত্রিশ জন, আনাতোলি,' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন জেনারেল। 'গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে, একশো ছত্রিশ জন।'

'ডানচিমস্কিকে খুঁজে বের করতে পারলে এদের ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' শুরু করলেন কর্নেল বিকারেন। 'টেলিফোনে কোড সিগন্যাল না পাঠালে ওরা কেউ বিপজ্জনক নয়...।'

'একান্ত যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে ওদের নাম-ঠিকানা আপনাকে জানানো যেতে পারে।' একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে ওর মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'আপনার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ, জেনারেল,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিন্তু জানেন তো, অনেকগুলো রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দুশো বিশ মিলিয়ন মানুষ বাস করে তিন মিলিয়ন স্কয়্যার মাইলের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে—বলতে পারেন, আপনাদের ডানচিমস্কিকে কোথায় আমি খুঁজব?'

ওঁরা কেউ জবাব দিলেন না।

'আপনারা বোধহয় ধরে নিয়েছেন আমি একজন জাদুকর, জেনারেল।'

প্রসঙ্গটা আপাতত কৌশলে এড়িয়ে গেলেন কে.জি.বি. চীফ। হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুকনো আলাপ আর কতক্ষণ, আনাতোলি?' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে? কাউকে ডাকো, লাঞ্চটা এখানেই সেরে নিই। ঠিক আছে, মি.

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রানা?'

খট্ করে রানার সামনে সিগারেটের একটা প্যাকেট ধরলেন কর্নেল বিকারেন। রানার প্রিয় ব্র্যান্ড। 'ততক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিন, মি. রানা।'

তবু রানা হাসতে পারল না।

পাঁচ

রানাকে মস্কোয় পাঠাবার আগে মেজর জেনারেল রাহাত খান বলে দিয়েছেন, বড় কোন বাধা না থাকলে কাজটা ওদের করে দিয়ো।

কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারে জেনারেল আর কর্নেলের সাথে লাঞ্চ খেতে বসে গোটা ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখল রানা। বড় কোন বাধা এখন পর্যন্ত দেখছে না ও। কিন্তু তবু কাজটা নিতে মন চাইছে না ওর। বিশাল মরুভূমিতে একটা পিন হারিয়ে গেলে দেখে কে সেটা খোঁজার দায়িত্ব নিতে চায়?

ডালচিমস্কি যে সত্যি সত্যি গুরুতর একটা হুমকি তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একশো ছত্রিশটা সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে পারে সে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কিভাবে, কোথেকে তাকে খুঁজে বের করবে রানা?

তারপর ভাবল, সে যদি কাজটা না করে তাহলে কি হবে? বসের বন্ধু, কে.জি.বি. চীফ অসন্তুষ্ট হবেন। অন্য কারও ঘাড়ে চাপানো হবে অ্যাসাইনমেন্ট। তাকেও এই একই সমস্যায় পড়তে হবে–কোথায় খুঁজবে সে ডালচিমস্কিকে? খুঁজে বের করতে হলে বহু লোককে ডালচিমস্কি এবং টেলি-বমের কথা বলতে হবে, এবং ভুল লোককে বললে এফ.বি.আই. বা সি.আই.এ. টের পেয়ে যাবে ব্যাপারটা। রুশ এজেন্ট যদি ধরা পড়ে, আমেরিকানরা তার কাছ থেকে ঠিকই একশো ছত্রিশ জনের নাম-ঠিকানা আদায় করে নেবে।

একশো ছত্রিশ জন নিরীহ মানুষ। তারা জানে না তারা ডীপ-কভার এজেন্ট। চোদ্দ বছর ধরে সুন্দর, শান্তিময় জীবনযাপন করছে সবাই। কেউ কেউ বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে। হঠাৎ টেলিফোনে একটা কোড সিগন্যাল পেয়ে হয়ে উঠবে মূর্তিমান বিভীষিকা, শুরু করে দেবে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। তারা নিজেরাও প্রায় সবাই মারা পড়বে।

মনে মনে শিউরে উঠল রানা। অন্তত এই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে কাজটা নেয়া উচিত ওর। এদের বাঁচানো সম্ভব হলে বড় একটা মানবিক কাজ করা হবে।

লাঞ্চের পর কফির কাপে চুমুক দিয়ে রানাই নতুন করে প্রসঙ্গটা তুলল, 'আমেরিকায় আপনাদের অনেক এজেন্ট আছে, আমি কি প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিতে পারব?'

মনে মনে ভারি খুশি হলেও জেনারেল কায়কোভস্কির চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। রানার কথাতেই বোঝা গেছে, সে রাজি। 'কিন্তু আমি যতদূর জানি,' অবাক সুরে বললেন তিনি, 'আপনি একা কাজ করতে পছন্দ করেন, মি. রানা?'

'তা করি,' বলল রানা। 'কিন্তু অল্প সময়ে ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা আমার একার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'দেশে বা দেশের বাইরে পরিস্থিতি এখনও নাজুক, মি. রানা। স্ট্যালিনপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের কথা নিশ্চয়ই আপনি আপনার বসের মুখ থেকে শুনেছেন...।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল।

কর্নেল বললেন, 'কে.জি.বি. এজেন্টদের সাহায্য নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তারচেয়ে এফ.বি.আই-এর সাহায্য চাওয়াও বোধহয় ভাল।' বোঝা গেল এটা তাঁর রাগ আর ক্ষোভের কথা।

'আমার বিশ্বাস আরও বেটার কোন আইডিয়া আপনি পেয়ে যাবেন, মি. রানা,' আস্থা প্রকাশ করলেন জেনারেল। 'আমরা চাই না আপনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানুক। এবং আপনাকে সব কথা জানাবার আগে আমরা চাইব, একটা দাঁতের ভেতর আপনি সায়ানাইড পিল রাখবেন।'

'কেন?'

'আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি, মি. রানা,' আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'বিশ্বাস করি, আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়লেও সহজে আপনি মুখ খুলবেন না। কিন্তু সব মানুষেরই রেজিস্ট্যান্সের একটা সীমা আছে। ওদের ইন্টারোগেশন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানি। যে-কোন মানুষকে ওরা কথা বলাতে পারে।'

'আপনারা চান ধরা পড়লে আমি আত্মহত্যা করব?'

'চাই এবং জানি আপনি তা করবেন। জানি বলেই আপনার সাহায্য চেয়েছি আমরা, মি. রানা। সম্ভব হলে আজই অপারেশন করে আপনার একটা দাঁত তোলা যেতে পারে, তার জায়গায় নতুন একটা...'

'সায়ানাইড পিল সহ কৃত্রিম একটা দাঁত আমার আছে,' বলল রানা।

রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। তারপর মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'গুড।'

'আপনি সরাসরি কে.জি.বি. রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করবেন, মি. রানা,' বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর।

'অধীনে মানে?' একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

তাড়াতাড়ি রানার দিকে আরেকবার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল বিকারেন। 'মানে যোগাযোগ রাখবেন এর কী দরকার হতে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আপনাকে তিনি পরামর্শ দেবেন, আপনি তাঁর কাছে রিপোর্ট করবেন···।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি স্বাধীনভাবে কাজ করব,' শান্তভাবে বলল ও।

কর্নেল এবং জেনারেল দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'আপনাদের জানার কথা, কিন্তু কারও অধীনে আমি কাজ করি না,' আবার বলল রানা। 'আমার ওপর আপনাদের পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকলে···,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল ও।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মি. রানা,' বললেন বিকারেন। 'ভেবে দেখুন না···।'

'ভেবে দেখার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে। আপনারা চাইছেন কে.জি.বি. রেসিডেন্ট আমার ওপর নজর রাখুক, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করুক। কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থেই আমি কারও সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই না।'

'প্লীজ, মি. রানা!' আবেদনের সুরে বললেন কর্নেল। 'আপনি কতদূর এগোলেন, আপনার সাহায্য দরকার আছে কিনা, এ-সব আমাদের জানতে হবে না?'

'সেক্ষেত্রে মস্কো থেকে রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন···।'

'ভেবে আপনারা দেখুন। আমি চাই না কে.জি.বি. রেসিডেন্ট জানুক আমি কোথায়, কখন, কি চেহারা নিয়ে আছি।'

আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন ওঁরা। কর্নেলের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' রানার প্রস্তাব কবুল করে বললেন কর্নেল।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে জেনারেল বললেন, 'তবে, আমাদের একজন এজেন্ট আপনার সাথে থাকবে। প্লীজ, মি. রানা, আমাকে আগে শেষ করতে দিন। আপনার কোন ব্যাপারে ভুলেও নাক গলাবে না সে। প্রয়োজনে যে-কোন কাজে তাকে আপনি নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারবেন। মেয়েটা খুবই স্মার্ট এবং বিশ্বস্ত। একেবারে একা থাকবেন, একজন সঙ্গিনী থাকলে মন্দ কি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু যদি দেখি আমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাকে আমি বাদ দিতে পারব তো?'

'অবশ্যই, অবশ্যই বাদ দিতে পারবেন,' সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন জেনারেল। 'বিশ্বস্ত, কিন্তু তবু তাকেও আপনি সব কথা বলবেন না—টেলি-বমের কথা তো নয়ই। জানি, একা কেন, এক হাজার লোকের পক্ষেও কাজটা কঠিন। কিন্তু আমাদের কোন উপায় নেই, মি. রানা। ডালচিমস্কি এবং টেলি-বম সম্পর্কে আপনাকে না জানালেই নয়, তাই জানাচ্ছি। আর কাউকে জানাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'মিশনটা পাগলামি ছাড়া কি বলুন! যাচ্ছি হচ্ছি শুধু ওই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে···।'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'আমাদের প্রিমিয়ারের কাছ থেকে টেলি-বম বুকটা আনানো হয়েছে, মি. রানা। অন্যান্য কাগজ-পত্র সহ পাশের কামরায় আপনার জন্যে রাখা আছে সেটা।'

'আর তিন নম্বর কপিটা?' জানতে চাইল রানা। 'যেটা রেড আর্মি চীফের সেফে আছে? আপনারা বলেছেন, এক-র লোকজন পাহারা দেয় ওটাকে।'

'আপনি বোধহয় আসলে জানতে চাইছেন আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডালচিমস্কির ব্যাপারটা জানে কিনা, তাই না, মি. রানা?'

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। গম্ভীর। 'হ্যাঁ।'

খুব সাবধানে উত্তর দিলেন জেনারেল, 'ওরা এখনও কেউ কিছু জানে না। জানার পর কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে পরামর্শ করবে। মোট কথা, ওদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কোন দরকার নেই আপনার।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমি?' চেয়ার ছেড়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাল সকাল পাঁচটায় আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নেয়া হবে।'

পাশের কামরার দরজার দিকে এগোল রানা, কর্নেল বিকারেন ওর পাশেই রয়েছেন। পিছন থেকে জেনারেল কায়কোভস্কি আবার বললেন, 'সাথে ব্যাগ-ট্যাগ নেয়ার দরকার নেই, মি. রানা।'

দরজার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা। 'লাগেজ ছাড়া কেনেডি এয়ারপোর্টে নামলে লোকে সন্দেহ করবে না?'

'আপনি কেনেডি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন না। গুডবাই, কমরেড, অ্যান্ড গুড হান্টিং।'

দরজা খুলে ধরলেন কর্নেল, পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল রানা।

ডেস্কের কাছে ফিরে এসে কর্নেল বিকারেন জেনারেলকে বললেন, 'কি যে ঘটতে যাচ্ছে জানি না। একেবারে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া কি উচিত হচ্ছে?'

'ওকে দিয়ে কাজটা করাতে হলে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল, 'এছাড়া উপায় নেই। মেয়েটাকে সব কথা জানাবার ঝুঁকি সত্যি আমরা নিতে পারি না।'

'কিন্তু রানার গতিবিধি সম্পর্কে রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করতে পারবে না সে?'

'পারবে, তবে উচিত হবে না। আসলে নির্ভর করবে মেয়েটার ওপর···।' নতুন একটা রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ধরালেন জেনারেল। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, আনাতোলি।'

'বলুন।'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে জেনারেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সাথে আমরা কোন পরামর্শ করলাম না। এর-র (জি.আর.ইউ.) নতুন চীফ টেলি-বম সম্পর্কে কতটুকু কি জানে ঠিক বলতে পারছি না। তবে ডালচিমস্কি যে আমাদের খাতাটা নিয়ে পালিয়েছে, এ-কথা এখনও বোধহয় তার জানা নেই...।'

'আমেরিকায় যা ঘটছে সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই রিপোর্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক। হয়তো নতুন বলেই তার সাথে টেলি-বমের সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছেন না।'

'যত নতুনই হোক, আরও দু'একটা ঘটনা ঘটলে ঠিকই টের পেয়ে যাবে। তখন যে কি ঘটবে তাই ভাবছি।'

'যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, জেনারেল কমরেড,' বললেন কর্নেল। 'এখন রানার ব্যাপারটা ভাবুন। ও কি পারবে? ধরুন, ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে না পারে...।'

'কাজটা কঠিন নয়, আনাতোলি, অসম্ভব-অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি।' চোখ বুজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'সেজন্যেই রানা রানা করে জান দিচ্ছিলাম। যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে। এ-ও আমার একটা বিশ্বাস। কোন সূত্র নেই, কারও কোন সাহায্য নেয়া যাবে না...,' এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

'ট্রিপটা সম্পর্কে সব কথা ওকে বললেই বোধহয় ভাল হত...।'

'বলবে বৈকি, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে...।'

'কিন্তু আমাদের প্ল্যান যদি পছন্দ না করে? যদি বেঁকে বসে?'

'বেঁকে বসবে না,' এতক্ষণে হাসি দেখা গেল জেনারেলের মুখে। 'বললে না কি বলল? শুধু একশো ছত্রিশজনের কথা ভেবে যেতে রাজি হয়েছে। ওর ডোশিয়ে পড়োনি? মানবিক দিকগুলো খুব বড় করে দেখে...।'

'তাহলে তো ওর ঘাড়ে আমরা জোর করে প্রেসিডেন্টকে চাপিয়ে দিতে পারতাম!'

'তা পারতাম না,' বললেন জেনারেল। 'এ-ধরনের ব্যাপারে আপোষ করা ওর ধাতে নেই।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন কর্নেল বিকারেন। 'আমি আমেরিকানদের কথাও ভাবছি, জেনারেল কমরেড।'

'হ্যাঁ, আমিও ওদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। ঘটনাগুলো যে অ্যাক্সিডেন্ট নয়, আগে বা পরে ঠিকই ওরা বুঝে ফেলবে। তখন কি হবে? কি করবে ওরা?'

মোটামুটি তিন হাজার চারশো বাষট্টি মাইল দূরে-যদি পোলার রুট ধরে হিসেব করা হয়-টি এইট্টি-থ্রী নামে পরিচিত বিল্ডিঙের তিনতলায় বসে চুরুট ফুঁকছে মেজর জেফ অ্যাডামস। এ-ধরনের আরও অনেক বিল্ডিং আছে, সবগুলোকে টেমপো বলা হয়, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল এগুলো, তার মধ্যে আজও কয়েকটা খাড়া হয়ে

আছে। ভার্জিনিয়ার এই টেমপোটা এয়ারফোর্স দখল করে আছে, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন-এর কয়েকটা ল্যাবরেটরি রয়েছে এখানে। জেনারেল কায়কোভস্কির মত মেজর অ্যাডামসও রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট চুরুট খায়, কিন্তু কিউবার এই চুরুট আমেরিকায় স্বাগত নয় বলে, ফলে রুশ জেনারেলের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিতে হয় আমেরিকান মেজরকে।

আপন মনে মাথা ঝাঁকাল মেজর। নো-নাইন, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

টাইমিং মেকানিজম দেখার পর জিনিসটা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারা গেল। ফসফরাসের অবশ্য বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কারণ রুশ ব্লকের অনেক ইন্টেলিজেন্সই এ-ধরনের ডিভাইসে ফসফরাস কম্পাউন্ড ব্যবহার করে। আসলে বিশেষ এই টাইমিং ডিভাইসটা শুধু মাত্র নো-নাইনেই ব্যবহার করা হয়। উনিশশো আটান্ন সালে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ন্যাটো হেডকোয়ার্টারে একটা মীটিঙে বসেছিল, সেই মীটিঙে এই স্যাবোটাজ ডিভাইসের নামকরণ করা হয় নো-নাইন। নো-র মানে হলো, মস্কোর পুব দিকে নোগিনস্ক প্ল্যান্টে তৈরি করা হয়েছে অস্ত্রটা, আর নাইন শব্দটার অর্থ এই সিরিজে এর আগে আরও আটটা সংস্করণ আছে।

'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,' জেফ অ্যাডামস সরলভাবে স্বীকার করল।

উনিশশো সাতষট্টি সালের পর রাশিয়ার বাইরে কেউ এই নো-নাইন দেখেনি, ভিয়েৎনাম যুদ্ধেও এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান হেড, মেরিল্যান্ডে নেভির এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল স্কুল রয়েছে, সেখানে শো-কেসের ভেতর একজোড়া নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, তাও স্রেফ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ওগুলো রাখা হয়েছে ওখানে।

'আমি বুঝছি না, হয়তো অন্য কেউ বুঝবে,' আপনমনে আবার বিড়বিড় করল মেজর অ্যাডামস। ভাবল, একটা রিপোর্ট লিখে পেন্টাগনের এ-টু-তে পাঠিয়ে দেয়া যাক, ওখানে অনেক বড় বড় মাথা আছে, তারা হয়তো রহস্যটা ভেদ করতে পারবে। কিংবা তারাও হয়তো তার মত গালে হাত দিয়ে ভাববে, এ কিভাবে সম্ভব? অগাস্টার ফাইটার বেসে কয়েকটা নো-নাইন আসে কি করে? আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ফুয়েল ট্যাংকের পাশেই পাওয়া গেছে ওগুলো-এল কোত্থেকে?

ছয়

ভোর পাঁচটায় রানাকে গাড়িতে তুলে নিলেন কর্নেল বিকারেন। কে.জি.বি. সাধারণত মস্কোভা ব্যবহার করে, তবে ছোট একটা পোবেদা নিয়ে এলেন কর্নেল। রাজধানীর ঘুম ভাঙেনি, রাস্তা-ঘাট প্রায় নির্জন। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পথে মাত্র দশ-বারোটা গাড়ি দেখল রানা।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'পুরো তালিকাটা মুখস্থ করেছেন, তাই না?' প্রাক্তন পদাতিক জিজ্ঞেস করলেন। সাবধানী লোক তিনি, স্পীড লিমিটের চেয়ে পাঁচ কিলোমিটার কম গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। সমস্ত ব্যাপারেই শুধু খোঁজ নিয়ে ক্ষান্ত হন না, আবার খোঁজ নেন।

'হ্যাঁ। সবগুলো নাম, ঠিকানা, আর টেলিফোন নম্বর।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'সায়ানাইড পিলটা আরেকবার চেক করে নিয়েছেন তো?'

হাসি চেপে রানা বলল, 'নিয়েছি। তবে আপনাদের এই কাজটা করতে গিয়ে মরার আগ্রহ আমার নেই।'

'দুঃখিত, তা ঠিক বোঝাতে চাইনি আমি, মি. রানা। আশা করি সে-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে না। বুঝতেই তো পারেন, আমরা খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকব। আপনার ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ঝুঁকির। আমেরিকানদের হাতে আপনি ধরা পড়তে পারেন। যদি ধরা পড়েনই, আমরা আশা করব তালিকাটা ওরা পাবে না।'

'পাবে না,' কথা দিল রানা। 'আমি জানি, তালিকাটা আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন বিকারেন, 'মেয়েটা···মানে, খুব সুন্দরী। অন্য কিছু মীন করছি না, বলতে চাইছি, ওর সঙ্গ আপনার ভাল লাগবে। আমেরিকান মেয়ে এত প্র্যাকটিকাল হতে পারে, ভাবা যায় না।'

'ভাল হত যদি ওর সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দিতে পারতেন···।'

'আপনাকে যা বলেছি, তার বেশি আমরা বিশেষ কিছু জানি না, মি. রানা,' এয়ারপোর্টের দিকে বাঁক নিয়ে বললেন কর্নেল। 'ওখানে পৌঁছে অবশ্য জানতে পারবেন, কিন্তু তাহলে কে.জি.বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে। মেয়েটার ডোশিয়ে শুধু তার কাছেই আছে।'

সামনে ওরা হ্যাঙ্গারের চাদ দেখতে পেল।

'আমার সীটটা জানালার ধারে হলে ভাল হয়,' অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে বলল রানা।

হেসে ফেললেন কর্নেল। 'আপনার জন্যে তারচেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে, মি. রানা। আপনার পছন্দমত যে-কোন জানালার ধারে বসতে পারবেন।'

বড়সড় ইলিউশিন জেটে উঠে রানা আবিষ্কার করল, কর্নেল ঠাট্টা করেননি। প্লেনে আর কোন আরোহী নেই। গোটা প্লেনটা রানা আর ওর লাগেজের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। দু'সারি সীটের মাঝখানের প্যাসেজে দুটো লেদার স্যুটকেস দেখল রানা, সম্ভবত আমেরিকান কাপড়চোপড় আর অতিরিক্ত কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে ওগুলোয়। একটা সুটকেসের গায়ে দু'প্রস্থ টেপ দিয়ে এক অক্ষরটা তৈরি করা হয়েছে।

কেবিন লাউডস্পীকার ঘরঘর করে উঠল, তারপরই একটা যান্ত্রিক

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তিন মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করব আমরা।' চোখ তুলে তাকাল রানা। যেন হঠাৎ করে আবিষ্কার করল, প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে কোথাও ফ্লাইট বা ফ্লাইটেস নেই। সম্পূর্ণ একা সে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আয়োজনটা এমনভাবে করা হয়েছে এয়ারপোর্টের কোন কর্মী বা প্লেনের কোন ক্রু যাতে ওর চেহারা দেখতে না পায়। সিকিউরিটি, সন্দেহ নেই।

সাবলীল ভঙ্গিতে টেক-অফ করল জেট, একবার চক্কর দিয়ে পশ্চিম মুখো হলো। বিশ মিনিট পর আবার শোনা গেল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'বারো নম্বর সীটে দুটো থার্মোস কনটেইনার আর একটা ফুড বক্স আছে।'

থার্মোস কনটেইনারে চা আর কফি পাওয়া গেল। ফুড বক্সে স্যান্ডউইচ আর সীল করা একটা এনভেলাপ। এনভেলাপের ভেতর থেকে বেরুল আমেরিকান সিগারেট, ম্যাচ-বক্স, আর একটা চিঠি। কফি খেয়ে চিঠিটা পড়ল রানা। তথ্য এবং পরামর্শগুলো মনে গেঁথে নিয়ে সিগারেট ধরাল একটা, বারো নম্বর সীটের অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরাল চিঠিতে। সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল তিন ঘণ্টা পর স্পীকারের ঘরঘর আওয়াজে।

'আপনি এখন খেয়ে নিতে পারেন। আমাদের শিডিউল ঠিক আছে, নিচে নামতে শুরু করার এক ঘণ্টা আগে আপনাকে আমরা সতর্ক করব। বর্তমান অলটিচ্যুড একত্রিশ হাজার ফিট, বাতাসে অস্বাভাবিক কোন আলোড়ন নেই।'

একজোড়া স্যান্ডউইচের সাথে এক কাপ কফি খেল রানা। খালি কেবিনের চারদিকে তাকাল, কাঁধ ঝাঁকাল আপনমনে, তারপর সীট ছেড়ে টয়লেটের দিকে এগোল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার ঘরঘর করে উঠল স্পীকার, 'এক ঘণ্টা···আর এক ঘণ্টা পর আমরা নিচে নামতে শুরু করব।'

এক্স চিহ্নিত সুটকেসটা খুলে প্যারাস্যুট বের করল রানা। পরিচিত মডেল, আগেও কয়েকবার ব্যবহার করেছে ও। দ্বিতীয় সুটকেস থেকে বেরুল ডুবা গিয়ার। নিশ্চয়ই ওর গায়ের মাপ মত হবে। এ-সব ব্যাপারে কর্নেল বিকারেনের ওপর ভরসা করা যায়।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সুটকেস থেকে বের করে পাশের সীটে রাখল প্যারাস্যুট। গা থেকে একটা করে কাপড় খুলে ভাঁজ করল, যত্ন করে রেখে দিল সদ্য খালি সুটকেসে। পরনে যখন শুধু আন্ডারপ্যান্ট, কেবিনের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে হেসে ফেলল ও। এটাই বোধহয় প্রথম এবং শেষ রেগুলার অ্যারোফ্লট ফ্লাইট, মস্কো থেকে মনট্রিঅল পর্যন্ত মাত্র একজন আরোহীকে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিচ্ছদটাও কোমর থেকে নামিয়ে ফেলল, দিগম্বর হয়ে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলল বার কয়েক। ডুবা গিয়ার পরে একটা সিগারেট ধরাল। ঠিক মতই ফিট করেছে, কোন অংশই রাশিয়ায় তৈরি নয়। লেবেলে ইটালিয়ান কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে, সারা দুনিয়ায় ওরাই ডুবা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পিয়ার সরবরাহ করে, সবচেয়ে বড় খরিদ্দার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'নিচে নামতে আর ত্রিশ মিনিট। ত্রিশ। বিশেষ অলটিচ্যুডে দশ মিনিট উড়ব আমরা। দশ।'

ঝাঁটি এয়ারলাইনের ভাষা। সহজ করে সরাসরি কিছু বলা হয় না। সন্দেহ নেই, নর্থ আটলান্টিক রুটের আঠারোশো ফিট কমার্শিয়াল ফ্লাইটের জন্যে বিশেষ অলটিচ্যুড বটে, কিন্তু কথাটা অন্য ভাবেও বলা যেত। একটা প্লাস্টিক ব্যাগে কোল্ড পয়েন্ট থ্রী-টু ভরে নিল রানা, গিট দিয়ে মুড়ল মুখটা, তারপর সেটা আরেকটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরল। দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ একই ভাবে বন্ধ করে গোটা প্যাকেটটা শোল্ডার-পাউচে ঢুকিয়ে দিল, বেল্ট টেনে বন্ধ করল পাউচের গলা। এরপর ওয়াটারপ্রুফ ডাইভার ওয়াচটা পরল হাতে।

ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না। বিসমিল্লাতেই পটল তুলতে পারে মাসুদ রানা। অনেকগুলো যদি-র ওপর নির্ভর করছে ওর আমেরিকায় পৌঁছানো।

যদি প্যারাস্যুট ঠিকমত খোলে।

যদি হারনেসের সাথে আটকানো মিনি ট্রান্সমিটারটা কাজ করে।

যদি ওরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারে।

প্ল্যানটা হলো, বড়সড় প্লেনটা আঠারোশো ফিট পর্যন্ত নামবে, তারপর যতটা সম্ভব স্পীড কমিয়ে রানাকে লাফ দেয়ার সুযোগ করে দেবে পাইলট। দরজাটা তার দিয়ে আটকানো আছে, কাজেই কয়েক ফিটের বেশি খুলবে না, রানা লাফ দেয়ার পর দু'জন ক্রু যাতে ঠেলে আবার বন্ধ করতে পারে সেটা। দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করবে প্লেন, ত্রিশ হাজার ফিট উঠে বাকি পঁচাত্তর মাইল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে কানাডিয়ান উপকূলে। মিলিটারি এয়ারক্রাফট হলে রানার জন্যে লাফ দেয়া সহজ হত, কিন্তু মন্ট্রিঅলে লেড এয়ারফোর্সের একটা দূর পাল্লার মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট বা বম্বারের উপস্থিতি বিপুল মার্কিনী এবং কানাডিয়ান কৌতূহলের উদ্রেক করত। কাজেই ঝুঁকিটা রানার ওপর দিয়ে যাচ্ছে–প্লেনের লেজে বাড়ি খেয়ে পটল তুলতে পারে ও।

'নামতে আর পাঁচ মিনিট। কেবিন প্রেশার কমতে যাচ্ছে।'

হাত দিয়ে বুক স্পর্শ করল রানা, ভুয়া পরিচয়-পত্র ইত্যাদি সহ ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা নিতে ভুল করেনি। যে দরজাটা ব্যবহার করবে তার কাছাকাছি একটা সীটে বসল ও। অনুভব করল, প্রায় ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে প্লেন। কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ একটানা শব্দ হলো–বদলে যাচ্ছে কেবিন প্রেশার।

'বিশেষ অলটিচ্যুডে নেমেছি আমরা···লেভেল অবস্থায় রয়েছি···কোর্স আর সিডিউল ঠিকঠাক আছে।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল রানা, কিন্তু একটা বলতে পেরে

অকারণেই খুশি হয়ে উঠল মনটা।

প্রতি মুহূর্তে স্পীড কমছে প্লেনের। লাফ দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে। দ্রুত, দক্ষ হাতে প্যারাস্যুট পরল ও; হারনেস আর স্ট্র্যাপগুলো কয়েকবার করে পরীক্ষা করে নিল। খালি কেবিনটা আরেকবার, শেষবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগোল ও। হাতল ধরে ঘোরাল ধীরে ধীরে।

দুই তৃতীয়াংশ খুলে গেল দরজা। তীব্র বাতাস বিরামহীন হাতুড়ির বাড়ির মত আঘাত করছে ওকে। ঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলাল রানা।

এখনই সময়।

ঠোঁট নড়ে উঠল, লাফ দিল ও। লেজের সাথে ধাক্কা খেল না। পাঁচ পর্যন্ত গুনল। টান দিল রিপ-কর্ডে। একটা ঝাঁকি খেল, হুস করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে, সেই সাথে খুলে গেল প্যারাস্যুট।

নিচে কোল পেতে আছে সাগর। সাগরের রঙ কালচে-সবুজ। ঝপাৎ করে পড়ল রানা। ঠাণ্ডা খেলো–হিমশীতল। রাবার স্যুট ভেদ করে কাঁপিয়ে দিল হাড়। পা ছুঁড়ে চারদিকে পানি ছিটাতে লাগল রানা। বিস্বাদ খেল, নোনা স্বাদে ভরে গেল মুখের ভেতরটা, কোন রকমে চেপে রাখল বমি বমি ভাবটাকে। ধক ধক করে কাশল বার কয়েক।

মিনি ট্রান্সমিটারের বোতাম টিপল রানা। রিসিভারে ওর লোকেশন ধরা পড়বে। ব্লিপের রেঞ্জ পনেরো মাইল, এর মধ্যে ওরা থাকলে হয়। ক্রুরা পিয়ার পরে থাকলে কি হবে, এই কনকনে শীতে বিশ মিনিটও বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

পুলকের একটা ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরে। ওই তো, আধ মাইল দূরে রয়েছে ওরা–শুধু কোনিং টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে। রুশ সাবমেরিন। নিউক্লিয়ার। পানি কেটে এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

সত্যি রুশ তো?

ওটা আরও কাছে আসার পর কোনিং টাওয়ারে একজোড়া মাথা দেখতে পেল রানা। মানুষের আকৃতি, কিন্তু অবয়ব দানবের। আরও কাছাকাছি আসার পর বোঝা গেল, ওদের চোখে বিনকিউলার রয়েছে। শীতে হি হি করছে রানা, ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের সাথে ডেকে উঠে এল শরীরটা। মইটা কোনিং টাওয়ারের গা ঘেঁষে মাথার দিকে উঠে গেছে। মই বেয়ে খানিক দূর উঠতে হলো রানাকে, লোক দু'জন ওকে ধরে ফেলল।

রানাকে টাওয়ারে উঠিয়ে এনে এক পাশে সরে দাঁড়াল ওরা, হ্যাচ কাভার সরাল। মই বেয়ে সাবমেরিনের ভেতরে নামল রানা।

খোলের ভেতরটা গরম। তবু কাঁপুনি থামানো গেল না।

'আপনি সুহ?' একজন প্রশ্ন করল।

রানা কিছু বলার আগেই অপর লোকটা হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে মাইক্রোফোন/টেলিফোনে বলল, 'আরোহী নিরাপদে পৌঁছেছে। হ্যাচ বন্ধ।' প্রায় সাথে সাথে ডাইভ দিল সাবমেরিন। একটু পর রানা যখন ক্যাপটেনের

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হাত থেকে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে, ওদের বাহন তখন আটলান্টিকের সারফেস থেকে নব্বই ফিট নিচে নেমে এসেছে।

রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুমরভ ব্যাপারটা দেরিতে জানলেন, কিন্তু খুব বেশি পিছিয়ে নয়। তাঁর মস্ত একটা গুণ, এক ঢিলে একাধিক পাখি মারতে পারেন, এবং চট্‌ করে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান বলে অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব রেডি করে ফেলেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিন মিনিট ভাবলেন তিনি, তারপরই কে.জি.বি-র বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্রেমলিনে ডাক পড়ল, আরও আধ ঘণ্টা পর বেজার চেহারা নিয়ে হাজির হলেন জেনারেল কায়কোভস্কি আর কর্নেল বিকারেন। রেড আর্মি চীফ মার্শাল লিউ ওনায়েভ ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মার্শাল ওনায়েভ মিষ্টভাষী নন, তাঁর হুল ফোটানো মন্তব্য আর বদ মেজাজকে ভয় পায় না এমন লোক সেনাবাহিনী বা ইন্টেলিজেন্সে নেই। ওঁদের ওপর ভয়ানক খেপে আছেন ভদ্রলোক। এমনকি অফিস কামরায় ঢোকার পর ওঁদের তিনি বসতে পর্যন্ত বললেন না।

'টেলি-বম,' কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কে.জি.বি. অফিসাররা একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'স্কীমটা রাম-ছাগলের মাথা থেকে বেরিয়েছিল,' গম গম করে উঠল মার্শালের কণ্ঠস্বর। তিনি মাথা নাড়তে, চোখের চশমায় ঝিক্ করে উঠল বিকেলের রোদ।

'মার্শাল কমরেড, তখনকার রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ স্কীমটা অনুমোদন করেছিলেন,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায়! কিংবা খবর নিলে জানতে পারবেন, বুড়ো বয়েসে নাতনীর বয়েসী কারও সাথে প্রেম করছিলেন। খানিক আগে প্রিমিয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমার সাথে একমত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তার আগে শুনতে চাই, এই বিপর্যয় কাটাবার জন্যে আপনারা কি করতে চাইছেন?'

'বেঈমানকে ধরার জন্যে অত্যন্ত যোগ্য একজন এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে...।'

'যোগ্য এজেন্ট? কি করে বুঝলেন সে স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীদের একজন নয়? ভেবেছেন কোন খবরই আমরা রাখি না? অস্বীকার করতে পারবেন, কে.জি.বি. চুরমার হয়ে গেছে?'

'সে কে.জি.বি. এজেন্ট নয়,' ঠাণ্ডা গলায় জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন। 'বি.সি.আই. এজেন্ট মাসুদ রানা...।'

'অর্থাৎ তার সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না। তার ওপর আপনাদের কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই।' তারপরই বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন মার্শাল ওনায়েভ।

'কি চান কি আপনারা? দেশটাকে বিক্রি করে দেবেন?'

জেনারেল কায়কোভস্কি চুপ করে থাকলেন।

ওঁদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল। তারপর হঠাৎ পিস্তলের মত আঙুল তাক করলেন কর্নেল বিকারেনের দিকে। 'বিকা...বিকারেন, তাই না? সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালের দিকে আপনি আমাদের একজন ক্যাপটেন ছিলেন, ঠিক?'

'মার্শাল কমরেডের স্মরণশক্তি...'

'ব্যস, ব্যস। আপনি ভাল একজন সৈনিক ছিলেন, বিকারেন। এখানে রাম-ছাগলদের সাথে করছেনটা কি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বিকারেন। 'ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি, কমরেড মার্শাল।'

'স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রটা আপনিই উদ্‌ঘাটন করেন, হ্যাঁ,' মনে পড়ল মার্শালের। 'প্রশংসা করতে হয়।'

'টেলি-বম যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, কমরেড মার্শাল।'

'আপনার উচিত ছিল আর্মিতে থেকে যাওয়া,' মন্তব্য করলেন মার্শাল ওনায়েভ।

'মা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই,' বললেন বিকারেন। 'কিন্তু রোগ-শোকের চেয়ে অনেক বড় শত্রু মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদকে, তাই আমি সৈনিক হই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ হতে দেরি হচ্ছে দেখে এসপিওনাজে ঢুকে পড়ি...।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্শাল ওনায়েভ। হঠাৎ করে হাত ঝাপটা দিয়ে ওঁদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। 'শুনুন, আমরা আসলে আমেরিকার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাইছি। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা না গেলে পৃথিবীর বুকে শান্তি বা ন্যায় বিচার আসবে না, এ-কথা এখন আর পার্টির কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে আমরা ব্যবসা করব, সাংস্কৃতিক দল বিনিময় করব, মহাশূন্যে যৌথ উদ্যোগে অভিযানে বেরুব, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি করব, আবার একই সাথে তাদেরকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা কষব, এ হয় না। ওরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি আছে, আমরা যদি ওদেরকে শান্তিতে থাকতে দেই। কিন্তু আপনাদের টেলি-বম সব ভণ্ডুল করে দিতে যাচ্ছে। যেভাবে হোক, থামান ওটা।'

'আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি, কমরেড মার্শাল,' আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'কিন্তু আপনাদের সাধ্য কতটুকু সবারই তা জানা। আরও দু'একটা ঘটনা ঘটলেই আমেরিকানরা জানতে পারবে কে এ-সব করাচ্ছে। তারপর কি হবে ভাবতে পারেন? ওরা যদি পাল্টা আঘাত হানে, ওদের দোষ দিতে পারবেন? এবং সেই পাল্টা আঘাতটা কি ধরনের হবে আন্দাজ করতে পারেন?'

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বসকে বাঁচাবার জন্যে মার্শালের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন কর্নেল বিকারেন, 'কমরেড মার্শাল, আমরা আশা করছি...'

এমনভাবে চিৎকার করে উঠলেন মার্শাল, যেন গায়ে কোথাও আগুন ধরে গেছে। 'আপনারা জাতির কলঙ্ক! আপনারা অযোগ্য! টেবিলে ঘুসি মেরে প্রিমিয়ার বলেছেন, যে-ই এর জন্যে দায়ী হোক, তার তিনি বারোটা বাজাবেন। কান খুলে শুনুন—প্রিমিয়ার আমাকে অর্ডার দিতে বলেছেন, এই মুহূর্তে টেলি-বম থামাতে হবে। তার কেটে দিন। জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলুন। ক'জন মরবে তাতে কিছু এসে যায় না।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'আপনি ওকে ব্যাখ্যা করে বলুন, বিকারেন,' গর্জে উঠলেন মার্শাল।

'রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ এবং প্রিমিয়ারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে আর কোন উপায় না থাকলে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে টেলি-বম এজেন্টদের নাম খরচের খাতায় লিখে রাখা যেতে পারে।'

'আপনি সিরিয়াস নন,' প্রতিবাদের সুরে বললেন কায়কোভস্কি।

'সিরিয়াস।'

'একশোর বেশি দুর্লভ এজেন্ট, আমাদের নাগরিক, যুদ্ধের সময় অমূল্য উপকারে আসবে—আপনি তাদের মেরে ফেলতে বলছেন?'

'কায়কোভস্কি, আপনি হয়তো আপোষহীন দেশপ্রেমিক, আপনি হয়তো নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট,' বললেন মার্শাল ওনারেভ। 'কিন্তু আপনি সমরবিশারদ নন। বললেন, যুদ্ধের সময়। কোথায় যুদ্ধ? এ-বছর, আগামী বছর, সম্ভবত এ যুগে আমেরিকার সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধছে না। আমরা সবাই যদি সুমতির পরিচয় দেই, আগামী পঞ্চাশ বছরেও যুদ্ধ বাধার কোন কথা নয়।'

জেনারেল কায়কোভস্কির দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল, জানালা দিয়ে তাকিয়ে অনেক দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্রেমলিনের গম্বুজ আকৃতির ছাদ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না।

'জেনারেল কায়কোভস্কি, সে-সময় টেলি-বম আইডিয়াটার গুরুত্ব ছিল,' স্বীকার করলেন মার্শাল। 'কিন্তু পরিস্থিতি বদলাবার সাথে সাথে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আপনি আপনার ডীপ-কভার এজেন্টদের ফিরিয়ে আনতে পারেন কি?'

জেনারেল ইতস্তত করতে লাগলেন, কর্নেলের পেশী শক্ত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়,' কায়কোভস্কি মিথ্যে কথা বললেন।

'দ্রুত?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন মার্শাল।

'যদি প্রয়োজন হয়,' আবার মিথ্যে বললেন জেনারেল। অপারেশনটাকে বেঈমান বা আমেরিকান অনুপ্রবেশকারীদের কবল থেকে বাঁচাবার স্বার্থে টেলি-বম প্ল্যানে কোন বোতাম রাখা হয়নি, যেটা টিপে এজেন্টদের নিউট্রাল করা যাবে। একটাই কোড সিগন্যাল শেখানো হয়েছে তাদের, টেলিফোনের

মাধ্যমে সেটা পেলে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেবে তারা। দ্বিতীয় কোন কোড সিগন্যাল তারা শেখেনি।

'ওদের ফিরিয়ে আনুন। যতটা সম্ভব সাবধানে, কেউ যাতে কিছু টের না পায়,' বললেন মার্শাল। 'এটা আমার অফিশিয়াল অর্ডার।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল।

'আমি আশা করব, যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ওদেরকে আপনারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তা না হলে...তা না হলে কি হবে সেটা আর বললাম না। আপনিও জানেন, আমিও জানি। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না।'

কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারে ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ ওঁরা কোন কথা বললেন না। জেনারেলের অফিস কামরাটা হপ্তায় দু'বার আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে চেক করা হয়।

'ওঁকে আপনার মিথ্যে বলা উচিত হয়নি, জেনারেল কমরেড।'

'জানি,' তিক্ত হেসে বললেন কায়কোভস্কি। ডেস্ক লাইটার তুলে চুরুট ধরালেন একটা। 'কিন্তু আমি নির্ভর করছি রানার ওপর। ও যদি ভালচিমস্কিকে ধরতে পারে, তাহলে আর...'

'মার্শাল ওনারেভ জানতে পারলে আপনার অসুবিধে হবে...।'

'হয়তো। কিন্তু ওপর মহলে আমারও লোকজন আছে। দরকার হলে বড় ভাইকে নিয়ে প্রিমিয়ারকে ধরব...।' কর্নেল বিকারেন জানেন, জেনারেলের বড় ভাই-ও একজন মার্শাল। 'কিন্তু যাই বলো, এ-ধরনের একটা কথা বলা উচিত হয়নি মার্শালের। ওরা আমাদের নিজেদের এজেন্ট। ওদের আমরা মেরে ফেলব?'

'চাইলেও কি তা সম্ভব!'

'ওদের পক্ষে সম্ভব,' বিড়বিড় করে বললেন জেনারেল।

'মানে?'

'তুমি বুঝতে পারোনি? মার্শালকে উসকে দিয়েছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-গ্রু। ইচ্ছে করলে ওরা আমেরিকায় লোক পাঠাতে পারে। আমেরিকায়, আমেরিকার আশপাশে ওদের কমান্ডো ইউনিট আছে—ছদ্মবেশে। এজেন্টদের তালিকা দিয়ে আততায়ীদের পাঠালে কি করার থাকবে আমাদের?'

কয়েক সেকেন্ড পর মুখ খুললেন কর্নেল, 'কিন্তু মার্শালের কথাও ঠিক। প্রতি মুহূর্তে এজেন্টগুলো দানব হয়ে উঠছে। বড় বেশি ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, জেনারেল। লোকসান যদি হয়-ই, তা সেটা যত বড়ই হোক, আমাদের মেনে নিতে হবে।'

'তুমিও তাহলে ওদের দলে!' হতাশ ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল।

'প্লীজ, জেনারেল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটা

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'আমরা ইচ্ছে করলে দু'এক হপ্তা সময় নিতে পারি...,' শুরু করলেন জেনারেল।

তাঁকে বাধা দিয়ে কর্নেল জানতে চাইলেন, 'কিন্তু ডালটিমস্কি যদি সময় না দেয়?'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অটল মূর্তির মত বসে থাকলেন ওঁরা। অবশেষে প্রথমে নড়লেন জেনারেল, দেরাজ খুলে ভদকার একটা বোতল বের করলেন তিনি। তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল। এই প্রথম অফিসে ভদকা খেতে দেখছেন তিনি জেনারেলকে।

'এসো,' তিক্ত হাসির সাথে বললেন কায়কোভস্কি। 'মাসুদ রানার নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কামনা করি আমরা। এখন সে-ই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

পাশের কামরায় অপেক্ষা করছিলেন জেনারেল ইগর কুদরভ। জেনারেল কায়কোভস্কি এবং কর্নেল বিকারেন বিদায় নেয়ার পরপরই তাঁকে নিজের অফিসে ডেকে নিলেন মার্শাল ওনায়েভ।

খুব সংক্ষিপ্ত এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হলো ওঁদের মধ্যে। আলোচ্য বিষয় হিসেবে টেলি-বম যতটা না গুরুত্ব পেল তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেল মাসুদ রানা।

রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল রানা, সেই ঘটনায় রুশ সেনাবাহিনী এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের যে-সব অফিসাররা অপমান বোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল কুদরভ। এতদিন প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, আজ হঠাৎ ভাগ্যগুণে সুযোগ এবং ক্ষমতা দুটোই তাঁর হাতে এসে গেছে।

কিন্তু তিনি কৌশলী মানুষ, হঠাৎ করে মুখ খুললেন না। প্রথমে তিনি মার্শালের বক্তব্য শুনলেন।

মার্শাল থামতে জেনারেল কুদরভ বললেন, 'তাহা মিথ্যে কথা বলেছেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মার্শাল কমরেড। টেলি-বম এজেন্টদের ফিরিয়ে আনার কোন পথ রাখা হয়নি, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। আর, ডালটিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে যাকে ওঁরা পাঠিয়েছেন—মাসুদ রানা—সে তো রাশিয়ার এক নম্বর শত্রু।'

সাদা ভুরু কুঁচকে মার্শাল ওনায়েভ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারমানে?'

'এ তো সেই লোক, যে আমাদের মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়েছিল,' বললেন জেনারেল। 'রাশিয়ার মুখে চুনকালি দিয়েছিল, মনে নেই আপনার? দুনিয়ার সবার চোখে আমরা ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া...'

'তাছাড়া?'

সবজান্তার হাসি হাসলেন জেনারেল কুদরভ। 'আমার কাছে ভয়ঙ্কর

একটা খবর আছে, মার্শাল ওনায়েভ। শুনলে যে-কেউ আঁতকে উঠবে।'

মার্শাল কর্কশ সুরে বললেন, 'নাটকের অংশটুকু বাদ দেয়া যায় না?'

'বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, মার্শাল, মাসুদ রানা আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে।'

ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল ওনায়েভ। 'জানেন তো, তথ্যে যদি ভুল থাকে...।'

'জানি, মার্শাল কমরেড,' মৃদু হেসে বললেন জেনারেল। 'এবং জানি কার সামনে বসে কথা বলছি আমি। আমার খবরের উৎস খোদ সি.আই.এ.। ওখানে আমার এজেন্ট আছে। সে নিঃসন্দেহ হয়ে তারপর জানিয়েছে আমাকে—আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে রানা। আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি।'

'প্রমাণ, জেনারেল কুদরভ? মাসুদ রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?'

পকেট থেকে একটা টেলেক্স পেপার বের করলেন জেনারেল কুদরভ। 'এরচেয়ে ভাল প্রমাণ এই মুহূর্তে আপনাকে আমি দিতে পারব না। এটা এসেছে মন্ট্রিঅল থেকে, আমাদের রেসিডেন্ট এজেন্টের কাছ থেকে। সি.আই.এ. থেকে আমার এজেন্ট রেডিও মারফত যা জানিয়েছে, রেসিডেন্ট হুবহু তাই টেলেক্স করে পাঠিয়েছে আমাকে।' পেপারটা মার্শালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

পড়লেন মার্শাল। 'মাসুদ রানার সাথে আমেরিকানদের যোগাযোগ হয়েছে। আর কিছু জানতে পারিনি। চ্যাপেল।'

'কে এই চ্যাপেল? মন্ট্রিঅল এজেন্ট?'

'না। সি.আই.এ-তে আমার লোক।'

টেলেক্স মেসেজটা আবার পড়লেন মার্শাল ওনায়েভ। তাঁর কপালের পাশের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফাল। তারপর তিনি মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, পরিস্থিতি গুরুতর।'

'রানা টেলি-বমগুলোর নাম-ঠিকানা জানে বলেই আমার বিশ্বাস,' বললেন জেনারেল কুদরভ। 'অর্থাৎ ডালটিমস্কি একা নয়, বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে রানাও।'

দু'জনেই একমত হলেন, রানার অপরাধ নিষিদ্ধ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে রানা রাশিয়ার জন্যে মস্ত একটা হুমকি। দু'জন এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, ওঁরা যেন মাসুদ রানার বিচার করতে বসেছেন। বি.সি.আই. এজেন্ট আর ডালটিমস্কিকে একই চোখে দেখলেন ওঁরা। এরপর আর রায় নিয়ে কেউই দ্বিধায় ভুগলেন না।

মৃত্যুদণ্ড।

কিভাবে কার্যকরী করা হবে তাও বিস্তারিত আলোচনা হলো। তিনটে দল পাঠানো হবে। প্রথম দল দণ্ড কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় দল চেষ্টা

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করবে, দ্বিতীয় দল ব্যর্থ হলে তৃতীয় দল।

একই সাথে একশো ছত্রিশ জনের বিচারও হয়ে গেল। রায় সেই একই। মৃত্যুদণ্ড।

আততায়ীদের চারটে দল পাঠানো হবে।

আরেকটা দল যাবে ভালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে।

ঠিক হলো, রাল্ফকে মারার জন্যে মস্কো থেকে লোক পাঠানো হবে। ফলে আমেরিকায় পৌঁছুতে কিছুটা সময় নেবে তারা।

তবে একশো ছত্রিশ জনের দণ্ড কার্যকরী করার জন্যে আততায়ী গ্রুপগুলো মেক্সিকো থেকে ঢুকবে আমেরিকায়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে তারা।

মনে মনে আনন্দে ডিগবাজি খেলেন জেনারেল কুদরভ। মার্শাল ওনায়েভকে দিয়ে মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন তিনি। প্রতিশোধের স্বপ্নটা তাঁর পূরণ হতে যাচ্ছে।

সাত

আটলান্টিকের দিকে মুখ করে থাকা লং আইল্যান্ডে একাধিক হ্যাম্পটন রয়েছে। ব্রিজ হ্যাম্পটন, সাউথ হ্যাম্পটন, ওয়েস্ট হ্যাম্পটন, আর ইস্ট হ্যাম্পটন। লং আইল্যান্ডের সবখানে ধনকুবেরদের বসবাস, তবে তাদের মধ্যে যারা গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ তারাই ঠাঁই পেয়েছে ইস্ট হ্যাম্পটনে। রাস্তায় লেটেস্ট মডেলের রোলস-রয়েস, ক্যাডিলাক আর মার্সিডিজ ছাড়া গাড়ি খুব কমই দেখা যায়। উঠতি বড়লোক, যারা জাঁকজমক আর বিলাসিতায় গা ভাসাতে চায়, তাদের জন্যে ইস্ট হ্যাম্পটন মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ বিশেষ। বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিক, নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট, টিভি প্রযোজক, গার্মেন্টস কোম্পানীর ডিরেক্টর, সংবাদপত্রের মালিক, বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক—বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক এবং লম্পট, ইস্ট হ্যাম্পটনে এক টুকরো জমি বা ছোট্ট একটা বাড়ি কেনার জন্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি।

গ্রীষ্মকালে ইস্ট হ্যাম্পটন সমুদ্রসৈকতে সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহীদের মেলা বসে যায়। তাজা পুঁই ডগার মত লকলকে যুবতীরা প্রতিযোগিতায় নামে, কে কার চেয়ে কত কম কাপড় রাখতে পারে গায়ে। এবারের গ্রীষ্মে, তেসরা জুলাইয়ের এই শনিবারে, দুঃসাহসিনীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে—সমুদ্র স্নানে মত্ত হাজার হাজার পুঁই ডগার মধ্যে অনেককেই দেখা যাচ্ছে টপলেস। ভিড়ের মধ্যে খুঁজলে দু'চারটে বটমলেসও বোধহয় পাওয়া যাবে। ধন্য বলতে হয় ইস্ট হ্যাম্পটনের সজনে ডাঁটা সদৃশ তরুণদের,

যৌবনের এই উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখে তারা মুগ্ধ হলো, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত বা উন্মাদ হলো না। কোথাও কোন হাঙ্গামা বা হট্টগোল নেই, কেউ শিস দিল না বা অশ্লীল কোন মন্তব্য ছুঁড়ল না। ইস্ট হ্যাম্পটনে শুধু যে বিত্ত আর বৈভবের সমাবেশ ঘটেছে তাই নয়, এখানে রুচি আর সৌন্দর্যবোধেরও চর্চা হয়।

নীল আকাশে ঝলমল করছে সোনার চাকতি সূর্যটা। মিষ্টি রোদ আর টানা বাতাস দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তোলে। বালুকাবেলায় কোথাও এক টুকরো ময়লা পড়ে নেই। সৈকতে কেউ কোন কাজ নিয়ে আসেনি, অথচ সবাই খুব ব্যস্ত। একটা মেয়ে হয়তো ছাতার নিচে মাথা দিয়ে সারা দেহে রোদ পোহাচ্ছে, যুবকরা তার শরীরের কোন অংশটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকছে সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত সে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে আরেক সুন্দরী, সে গুনছে ঘাড় ফিরিয়ে ক'জন লোক তার দিকে তাকাল। অনেকেই দল বেঁধে সাগরে নেমেছে, পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়তে ব্যস্ত তারা। অনেক ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় ডুব দিচ্ছে পানিতে—বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য ডুবে ডুবে পানি খাওয়া। বড়বড় ঢেউ আর তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে কেউ কেউ সাঁতরে অনেক দূর চলে গেছে, ছোট ছোট বোট পাঠিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে তাদের। পুরুষরা অনেকেই বাঘ বা সিংহের মুখোশ পরে ঘুর ঘুর করছে মেয়েদের আশপাশে—ধরে নেয়া যায়, এদের কারও বয়সই পঁয়তাল্লিশের কম নয়।

পাঁচটা বাজতে সামান্য ক'মিনিট বাকি থাকতে ডুবো গিয়ার পরা একটা শরীর পানির ওপর মাথাচাড়া দিল সৈকত থেকে ষাট গজ দূরে। কেউ তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না, কারণ কমপ্রেসড-এয়ার ট্যাংক সহ ওয়েট স্যুট পরা লোক ইস্ট হ্যাম্পটন সৈকতে নতুন কোন ব্যাপার নয়। ডুবো ডাইভার নিজের চারদিকে তাকাল, টুপ করে ডুব দিল, তারপর তীর থেকে বিশ গজ দূরে আবার মাথা তুলল পানি থেকে।

'রবিন! ওহ্ রবিন! নাহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! কোথায় ছিলে তুমি?' মেয়েটার বয়স হবে বাইশ কি তেইশ, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, পাকা আপেলের মত গায়ের রঙ। শরীরটা গোলগাল, কিন্তু মেদহীন। পরনে মিনি-বিকিনি, দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে পুরুষকে প্ররোচিত করার একটা ভাব। আনন্দে উদ্ভাসিত সুন্দর অবয়ব থেকে প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মায়াভরা চোখে শীতল বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। বালির শেষ প্রান্তে, পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, রাবার স্যুট পরা লোকটার দিকে কৃত্রিম রাগ আর অভিমান নিয়ে তাকিয়ে আছে। 'ফর গডস সেক, রবিন, উঠে এসো পানি থেকে! কই, এলে!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পানি থেকে উঠে এল ডুবো ডাইভার, পা থেকে রাবার ফিন আর মুখ থেকে ফেসমাস্ক খুলে ফেলল। সুদর্শন যুবক সে, সুঠাম স্বাস্থ্য, ঠোঁটের কোণে ভুবন ভোলানো হাসি।

'রবিন, রুথলেসরা বেগে বোম্ হয়ে যাবে,' অভিযোগের সুরে বলল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মেয়েটা। 'পরপর তিন দিন দেরি করলাম আমরা, আজ ওরা নির্ঘাত আমাদের বিষ খাওয়াবে।'

'মার্টিনিতে আর্সেনিক? উঁহুঁ, ওটা রুথম্যানদের স্টাইল নয়।' সাগর থেকে উঠে আসা যুবক মাথা নাড়ল। 'এরপর তুমি হয়তো বলবে মিলেস রুথম্যান ক্রেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে।' মেয়েটার কব্জি চেপে ধরল সে। 'চলো।'

'উফ, বরফ! ছাড়ো!' ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পা চালাল মেয়েটা। তিন পঞ্জ এগিয়ে থামল। ঝুঁকল সে, ট্রু-পাসটা তুলে নিল বালি থেকে।

সাগর থেকে উঠে আসা মাসুদ রানা আন্দাজ করল, ওই পার্সেই শর্ট-রেঞ্জ ট্রান্সমিটারটা আছে, গাইড করে তীর থেকে দেড় মাইলের মধ্যে নিয়ে এসেছিল সাবমেরিনকে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না ও। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মত ঘটছে, যেমন প্ল্যান করেছিলেন কর্নেল বিকারেন। সৈকত থেকে রাস্তায় উঠে এল ওরা, একধারে সাদা মার্বেল পাথরে কালো রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—ইজিপ্টস লেন। খানিকটা হেঁটে মেরুন কালারের একটা মাল্টিং কনভার্টিবল-এর সামনে থামল মেয়েটা।

'প্রভু, আমার বোলো না যে নিজের বাহনটাকেও চিনতে পারছ না,' বিদ্রূপ করল সে।

'এমন কি সেবাদাসীর নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছি আমি।'

হুইলের পিছনে উঠে বসল মেয়েটা। বাঁ হাত তুলে তিন প্যাঁচ দেয়া সোনার আংটিটা দেখাল রানাকে। 'প্রাণাধিক, আমি তোমার দুঃখিনী সহধর্মিনী লিলি—লিলিয়ান—আমাকে চিনতে পারছ না, নাথ?'

মাস্টাঙে উঠে মেয়েটার পাশে বসল রানা। 'লিলিয়ান? সহধর্মিনী? ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে, প্রিয়ে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'স্বর্গে বেশ আরামেই ছিলাম। হঠাৎ কি কুমতি হলো, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হয়ে গেলাম। এই মর্ত্যে কারও কোন উপকারে আসব কিনা জানি না, তবে তোমার মত সুন্দরী ভার্যা পাশে থাকলে সময়টা বোধহয় একেবারে মন্দ কাটবে না।'

খিলখিল করে হেসে উঠল মধুকণ্ঠী লিলিয়ান। 'শুনে ধন্য হলাম। কিন্তু পুরুষমানুষ তো, আদি এবং অকৃত্রিম রোমিও—মধুলোভী চঞ্চল ভ্রমর—আমার কি সাধ্য যে তোমাকে বাঁধতে পারি। তবে আমি আছি, সর্ব অঙ্গে যৌবন আর জ্বালা নিয়ে আমি আছি।'

পুরানো, বিশাল একটা ভবনকে পাশ কাটাল গাড়ি—মেইডস্টোন ক্লাব। রাস্তার দু'পাশে সার সার কাঁচমোড়া বাড়ি, প্রতিটি বাড়ির সামনে চোখ জুড়ানো বাগান। ইস্ট হ্যাম্পটনের খুদে শপিং এরিয়া পেরিয়ে এসে গাড়ির গতি কমল একটু, বাঁক নিয়ে ঢুকল রুট টোয়েনটি-সেভেনে। রুট টোয়েনটি-সেভেনেই, নিউ ইয়র্কের দিকে আরও দশ মাইল এগিয়ে, একটা হোটেলে রুম ভাড়া নিয়েছে লিলিয়ান। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্যে চমৎকার পরিবেশ।

চেয়ারে আর বিছানায় ফোম-রাবার, ড্রেসিঙ-টেবিল আর শোকেসে ফরমিকা। এয়ার কন্ডিশনিঙের বদৌলতে ঘরের তাপমাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা।

'বউ পেলাম, বিছানা জুটল, এবার কিছু আহার পেলে...'

'শরাব?' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকাল লিলি। 'স্কচ হুইস্কি?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের ওপর রাখা লম্বা একটা বোতলের দিকে তাকাল সে।

'তাহলে ভালই হত, লিলিয়ান,' ওয়েট স্যুট খুলতে শুরু করে বলল রানা।

'লিলি।' কাগজের তৈরি একটা কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে রানার হাতে দিল লিলিয়ান। 'অতীতের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে, ডিয়ার হাসব্যান্ড। অন্ধকার তুমি শুধু নামই শুনেছ, জীবনে কখনও জিভে ঠেকাওনি।'

'আপাদমস্তক আমেরিকান?'

'অবশ্যই। শুধু কি আমেরিকান? আমার স্বামী কখনও কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না—ট্রাফিক আইন মেনে চলে, নিয়মিত ট্যাক্স দেয়, বউকে নিয়ে উইক এন্ডে থিয়েটারে যায়...,' হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল লিলি, রানার খালি গা দেখে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল।

'মানে? কি হলো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'বোধহয় আমার নজর লেগে গেল,' জোর করে হাসল লিলি। 'মেড ইন ভাবখেস? মাশাল্লা, শরীর বটে একখানা! দেখেই কেমন যেন ধড়ফড় করে উঠল বুকের ভেতরটা।'

'সোনা বউরা কক্ষনো বেয়াড়া প্রশ্ন করে না।' ধড়ফড় রানার বুকটাও করে উঠল, কিন্তু চেহারায় তার কোন প্রতিফলন ঘটল না। দুই চুমুকে কাপটা খালি করে টেবিলে রাখল। 'ঠাণ্ডায় হি হি করছি, কিছু কাপড় পেলে পরম হতে পারতাম...।'

এক হাতে কাপ, অপর হাত দিয়ে ক্লজিটের হাতল ধরে টান দিল লিলিয়ান। নীল আর বাদামী রঙের দুটো স্যুট রয়েছে ভেতরে, পাশে হলুদ ব্লেজার, আর তিনটে শার্ট। ক্লজিটের মেঝেতে ভাঁজ করা কালো লোফার-এর ওপর এক সেট আন্ডারওয়্যার, আর এক সেট মোজা।

'রেডিওতে ওরা তোমার সাইজ জানিয়ে দিয়েছে,' ব্যাখ্যা করল লিলি। 'আশা করি আমার পছন্দ খুব একটা কনজারভেটিভ নয়।'

'তা নয়। হাতে টাকা এলে শহর থেকে আরও কিছু কাপড় কিনে নেয়া যাবে।'

ট্রু-ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে দামী একটা ওয়ালেট বের করল লিলিয়ান। 'পাঁচ হাজার ডলার আছে—একশো ডলারে আড়াই হাজার।'

ওয়ালেট খুলে টাকার বান্ডিলটা বের করল রানা। গুনল।

'নিজের বউকেও তুমি বিশ্বাস করো না?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, নিজেকে শক্ত করে বুকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো পাউচটা ধরে টান দিল রানা। উহ্ করে উঠল ব্যথায়। প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে সমস্ত ডকুমেন্ট বের করে এক এক করে ওয়ালেটে ভরল ও। 'ড্রাইভার'স লাইসেন্স, আমেরিকান এক্সপ্রেস, আর ব্যাঙ্ক আমেরিকার্ড। পাসপোর্ট। ব্লু ক্রস, আর ব্লু শীল্ড। এ.এ.এ.। এয়ারট্রাভেল কার্ডস। আর এটা হলো—ব্লেড ক্রস ব্লাড ডোনার'স কার্ড।'

সবজান্তার হাসি হেসে লিলিয়ান বলল, 'আমি তো বলেইছি, আমার স্বামী আদর্শ পুরুষ। কোন কাজে খুঁত রাখতে জানে না।'

কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে চুমুক দিল রানা। চিন্তিত। 'অস্ত্র, লিলি। আমার একটা অস্ত্র দরকার। আমারটা সাবমেরিনে রয়ে গেছে। ওয়েট স্যুটের ভেতরে করে আনলে বেঢপরকম ফুলে থাকত···।'

তালায় চাবি ঢুকিয়ে দেরাজ খুলল লিলি। ভেতর থেকে চকলেট রঙের এয়ারব্যাগ বেরুল। এক সেকেন্ড পর রানার দিকে ছোট একটা পয়েন্ট টুটু রিভলভার বাড়িয়ে দিল সে, সাথে ফিট করা সাইলেন্সার।

'সত্যি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে···।'

রানাকে বাধা দিয়ে হাত তুলে বাথরুমটা দেখাল লিলিয়ান। 'যাও, আগে গা থেকে লবণ ধুয়ে এসো।'

মাথা নাড়ল রানা। 'লেডিস ফার্স্ট।'

বাথরুমের দরজা বন্ধ হতে সিগারেট ধরাল রানা। পানির শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর প্রথমে সার্চ করল লিলিয়ানের ব্যাগ, সবশেষে ঘরটা। রুটিন, অবহেলা করা চলে না। রানা যখন খুদে মাইক্রোফোন, আড়িপাতা যন্ত্র বা লুকানো ক্যামেরা খুঁজছে, রুশ সাবমেরিন তখন একটা কোড মেসেজ ট্রান্সমিট করছে মস্কোর উদ্দেশে, 'রোমিও সময়মত পৌঁচেছে।' মেসেজটা একেবারেই সংক্ষিপ্ত, কি বা কোথেকে পাঠানো হলো নিখুঁতভাবে জানার কোন উপায় নেই, তবে অন্তত দু'জন লোক জানার চেষ্টা করল। তারা ইউ.এস. নেভি পেট্রল প্লেনের টেকনিশিয়ান। এধরনের প্লেনগুলোয় হাজার পাউন্ড ওজনের ইলেকট্রনিক্স গিয়ার থাকে, থাকে অগুনতি 'ব্ল্যাক বক্স,' যেগুলোর নাম পর্যন্ত ক্লাসিফায়েড। ট্রান্সমিটারটা কোথায় তা তারা বুঝতে না পারলেও, টেকনিশিয়ানদের ধারণা হলো, নরফোকের আটলান্টিক ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ব্যাপারটা শুনলে খুশি হতে পারে। বিদেশী একটা সাবমেরিন, লং আইল্যান্ডের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসেছিল, খুব একটা হালকা ব্যাপার কি?

জায়গা মত পৌঁছে গেল খবরটা।

ভিজে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লিলিয়ান। পরনে শুধু হালকা নীল প্যান্টি, বুক আর তলপেটের কাছে দু'হাতে ধরা শুকনো কাপড়চোপড়। নির্লিপ্ত চেহারা, একপাশে সরে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে

থাকল। 'অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না, এই মুহূর্তে দেখার কিছু নেই···।'

'টিপিকাল আমেরিকান ট্যুরিস্ট আমি, দেখার কিছু নেই বললে শুনব কেন?' গলা খাদে করে বলল রানা।

'শো শুরু হবে মাঝরাতের পর,' আশ্বাস দিল লিলিয়ান। 'টিকেট যোগাড় করতে পারলে···,' কথা অসমাপ্ত রেখে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'আরে, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম, আমেরিকায় সব কিছু পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।'

'হ্যাঁ, এটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়। ওখানে তো বিয়ের প্রথম দিনই নব-দম্পতিকে সরকারী উপহার হিসেবে সাজানো-গোছানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে দেয়া হয়, সারাটা জীবনের জন্যে ওখানে তারা সুখের নীড় বাঁধতে পারে। সামান্য কিছু ভাড়া দিতে হয়, ভাড়াটা পনেরো বছর আগে বেঁধে দেয়া হয়েছে, তারপর আর বাড়েনি।'

'আক্ষরিক অর্থেই সর্বহারাদের স্বর্গ,' মন্তব্য করল রানা।

'আমেরিকাও স্বর্গ, তবে বুর্জোয়াদের।'

'এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তুমি কোথাকার কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের সব কথা জানতে চায় না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল লিলিয়ান। 'শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকো, আমি আমেরিকান কমিউনিস্ট।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল, 'কে.জি.বি. ছয় নম্বর রুলটা যেন কি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনফিলট্রেশন এরিয়া ছেড়ে চলে যাও।'

'জানো, তবু তুমি দেরি করছ?'

বাথরুমে ঢুকল রানা, গোসল সেরে বেরিয়ে কাপড় পরছে এই ফাঁকে বিল মেটাবার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লিলিয়ান। মোটেল ক্লার্ককে রানার চেহারা দেখতে দেয়ার কোন মানে হয় না, না দেখলে পরে কাউকে চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে না।

পাঁচটা চল্লিশ। রাস্তায় যানবাহন কম। মাস্টাং নিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে যাচ্ছে ওরা।

'এ-ধরনের গাড়ি আগেও তুমি চালিয়েছ,' অনুমান করল লিলিয়ান।

'বাহান্ন ধরনের গাড়ি চালিয়েছি, ট্রেনিঙের অংশ,' বলল রানা।

'আর আটত্রিশ ধরনের বোট, হেলিকপ্টার।'

'হালকা প্লেনগুলোকে ধরলে উনত্রিশ···।'

'তোমার আসল দক্ষতা হ্যান্ডগান আর শর্ট আর্মসে।'

'সবচেয়ে বিরক্তিকর টেলিভিশন শো-গুলো···।'

'প্রতি ছ'মাসে ছাব্বিশ ঘণ্টা ভিডিও ক্যাসেট দেখতে হয়,' সহাস্যে বলল লিলিয়ান। 'আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান, আর ফ্রেঞ্চ জনপ্রিয় সিরিজগুলো একটাও বাদ যায় না। ওই চার দেশের সমস্ত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ তোমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। মেডিক্যাল শো-গুলো কেমন লাগে?' বলল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সম্পর্কে কিছু না জানলেও এ-সব তথ্য লিলিয়ানের পক্ষে দেয়া সম্ভব, কারণ সব কে.জি.বি. এজেন্টকেই প্রায় একই ধরনের ট্রেনিং নিতে হয়।

'উফ্, নিদারুণ একঘেয়ে···।' মাথা নাড়তে নাড়তে বাঁক নিল রানা, রাস্তার পাশে রোড-সাইন দেখা গেল—রিভারহেড অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক।

'তুমি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট, রবিন। সমাজতন্ত্রের জন্যে অনেক ত্যাগ আছে তোমার।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল রানার। 'সত্যি যদি দেশের জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম, জীবন ধন্য হত। বাদ দাও, বুঝলে। আমি কাজের কথা ভাবতে চাই।'

'ভাবো, কে তোমাকে নিষেধ করেছে?'

'কিন্তু কি ভাবব?' অসহায় দেখাল রানাকে। 'কি জানি আমি?'

চুপ করে থাকল লিলিয়ান।

'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে তুমি কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি তোমার বাধ্য স্ত্রী, এরই মধ্যে ভুলে গেছ? আমার কিছু জানার নেই, রবিন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তিন ইঞ্চি মাথা ঘুরিয়ে দেখল লিলিয়ান হাসছে। 'মজা পাচ্ছ, নাকি বিদ্রূপ করছ? শোনো, সব কথা জানার সত্যিই দরকার নেই তোমার। গোটা ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর, মিশনটাও ভয়ঙ্কর। নিয়েট গর্দভ ছাড়া এ-ধরনের মিশন নিয়ে কেউ আসে না···।'

'আমি জানি তুমি ঠিকই বলছ, হানি।'

কিন্তু রানা হাসল না। 'আর শোনো, আমার ভেতর যথেষ্ট উৎসাহ নেই, গোপনে এ-ধরনের কেনে অভিযোগ করতে যেয়ো না। আমার সাথে যতক্ষণ থাকছ, কোথাও কারও সাথে যোগাযোগ রাখা চলবে না। কাজটা যে প্রায় অসম্ভব, মস্কোয় সে-কথা আমি বলে এসেছি। ওদের কোন বিকল্প ছিল না বলে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।'

কথা না বলে পায়ের ওপর পা তুলে দিল লিলিয়ান, ফলে মিনি-স্কার্ট হাঁটুর ওপর আরও খানিক উঠে এল। ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা, এ-ধরনের ব্যাপার কখনোই ওর চোখ এড়ায় না।

'আমার সাথে তোমাকে ওরা ভিড়িয়ে দিল, কারণটা কি জানো?' লাল একটা ফেরারিকে ওভারটেক করল রানা।

'সম্ভবত আমি খুব হাসতে পারি, তাই,' মিটিমিটি হেসে বলল লিলিয়ান। 'আমার আরও অনেক গুণ আছে। পুরুষদের মন ভোলাতে পারি। নাচতে পারি, নাচাতে পারি। আনআর্মড কমবাটে ট্রেনিং নেয়া আছে, ভাল পিস্তল চালাতে জানি। জুডো শিখেছি, কারাতে শিখেছি। তোমার যা যা প্রয়োজন সব আমি মেটাতে পারব।'

'সস্তা হয়ে যাচ্ছ না?'

'নির্ভর করে ব্যাপারটাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার ওপর। আমি

একজন আমেরিকান কমিউনিস্ট, সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী। যদি দেখি তোমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছ, সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বাধা দেব। তার আগে পর্যন্ত আমি তোমার অনুগত···।'

'বুঝেছি। শোনো, এই মিশন সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে বলা যেতে পারে। আমার কাজ একজন লোককে খুঁজে বের করা। আমাদের লোক। সশস্ত্র, এবং সম্ভবত উন্মাদ।'

রাস্তার ধারের ফলকে লেখা রয়েছে লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেসওয়ে আর চার মাইল সামনে।

'উন্মাদ?'

'বিপজ্জনক, ম্যানিয়াক, বেঁচমান। কমিউনিজমের পরম শত্রু। বিশ্বশান্তির জন্যে বিরাট একটা হুমকি। অসন্তুষ্ট একটা দানব।'

'কোথায় সে?' চোখ পিট পিট করল লিলিয়ান। 'ওয়াশিংটনের কাছাকাছি কোন সি.আই.এ. সেফ হাউসে?'

'না, সে একাই থেকেছে। কোথায়?' রাস্তার ওপর চোখ রেখে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কেউ জানে না। টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, শিকাগো, লস এঞ্জেলস, মিশিগান, যে-কোন রাজ্যে হতে পারে। কিংবা হয়তো আমেরিকাতেই নেই, মন্ট্রিঅলের কোন হোটেলে বসে তা দিচ্ছে গোঁফে।'

অসম্ভব নয়। কানাডার সাথে আমেরিকার ডাইরেক্ট ডায়াল সিস্টেম রয়েছে, উত্তর সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার বুদের যে-কোন একটা থেকে টেলিফোন করতে পারে ডালটিমস্কি। পানির মত সহজ একটা কাজ। ঘাট কি সত্তর ডলার খুচরো পয়সা পকেটে থাকলে অনায়াসে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে লোকটা। অবশ্য যদি সন্ধ্যার পর ফোন করে, দিনে বেশি পয়সা লাগবে।

'তোমাকে কি ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমাকে সাহায্য করতে হবে। কোন প্রশ্ন করা চলবে না। কে.জি.বি. রেসিডেন্ট তোমাকে বলতে বলেছেন, গোটা কে.জি.বি. অ্যাপারাটাস···'

'ভুলে যাও। ওদের সাহায্য নেয়া সম্ভব নয়।'

লিলিয়ানের জোড়া ভুরু ধনুকের আকৃতি নিল। 'তুমি কি বলতে চাও এখানে আমাদের কে.জি.বি. নেটওয়ার্কে আমেরিকান কাউন্টার এসপিওনাজ অনুপ্রবেশ করেছে?'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায়? রেসিডেন্ট ক'জন লোককে নিয়ে কাজ করছে? পাঁচশো? এক হাজার? যেখানে এতগুলো লোক জড়িত, সেখানে তোমাকে ধরে নিতে হবে দু'একজন নিশ্চয়ই পেনিট্রেট করেছে।' দুষ্ট হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে মীন করছি না, প্রিয় বন্ধু।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'তোমাকে সবচেয়ে ভাল লাগে যখন নোংরা কথা বলো, ডিয়ার রবিন। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এমন একজন কেউ আমার জীবনে আসবে···।'

'কিন্তু আমরা স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না। আসল কথা হলো, তোমার লোকদের সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না।'

'তুমি চাও, কথাটা আমি প্রেসিডেন্টকে জানাই?'

'গোটা ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছ তুমি। একটু আগে বললাম, কারও সাথে যোগাযোগ করা চলবে না। এটা এক নম্বর নির্দেশ। দু'নম্বর নির্দেশ, যখন যা করতে বলব তখুনি তাই করবে, কোন প্রশ্ন করবে না।'

'যথা আজ্ঞা, হুজুর।'

'যদি বুঝি আমার কথা শুনছ না, সাথে সাথে বাদ দেয়া হবে তোমাকে।'

'এবং তোমার কথা আমাকে ভুলে যেতে হবে···।'

'সে দায়িত্ব পালন করবে মাথায় একটা বুলেট।'

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল লিলিয়ান। 'এত কঠিন তুমি হতে পারো, রবিন? বিশেষ করে মেয়েদের সাথে?'

'চকলেট আর ফুল আসবে পরে,' কথা দিল রানা। 'তার আগে নিজেকে বিশ্বস্ত আর অনুগত বলে প্রমাণ করো। মেয়েদের ব্যাপারে আমি শুধু নরম নই, উদারও। সেজন্যেই তো আমাদের নেতা আমাকে মহিলা সদস্য বাড়াবার দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'নেতা?'

'তুমি জানো না আমি একজন রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান?' হাত বাড়িয়ে গাড়ির রেডিওটা অন করল রানা। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা গেয়ে উঠল, ইউ মেক মি ফীল সো ইয়াং। রানার গায়ে হেলান দিল লিলিয়ান। ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল রানা।

রানা হাসছে, কিন্তু মস্কোয় কর্নেল বিকারেন সেই যে ভুলে গেছেন তারপর থেকে আর হাসতে পারছেন না। নিজের অফিসে গোমড়া মুখে বসে আছেন তিনি, ভালচিমস্কি যদি সফল হয় তাহলে মার্কিন মিসাইলের প্রথম ঝাঁকটা এই মস্কোতেই প্রথম আঘাত হানবে। কর্নেলের সামনে তিনটে মেসেজ রয়েছে, তিনটেই এই মাত্র দিয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট কুরাডিন। প্রথম মেসেজে বলা হয়েছে, ইস্ট হ্যাম্পটনের তীরে নিরাপদে পৌঁছেছে "রোমিও"। দ্বিতীয় মেসেজ একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—লাক ভু ফ্লামবিউতে, টোরাস ন্যাভাল কমিউনিকেশন সেন্টারে টেলি-বম আক্রমণ। তৃতীয় মেসেজটা শুধু দুঃসংবাদ নয়, ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কে.জি.বি-র নিজস্ব চর আছে, তার কাছ থেকে এসেছে খবরটা। গ্রু-র চারটে কমান্ডো গ্রুপ মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। শুধু তারিখ নয়, কোন্ রাজ্যের কোন্ এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে তারা তাও জানানো হয়েছে। কমান্ডো গ্রুপগুলোর উদ্দেশ্য—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে টেলি-

বমগুলোকে অকেজো করে দেয়া।

তারমানে একশো ছত্রিশ জন রুশ এজেন্টকে খুন করতে চাইছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স।

কর্নেল বিকারেনের মাথায় আগুন ধরে গেল। সেই সাথে অসহায় বোধ করলেন, কি করবেন বুঝতে পারছেন না। পনেরো মিনিট কাটল উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে। গ্রু-র সাথে আলোচনা করে লাভ নেই। রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভের পরামর্শ এবং নির্দেশ পেয়েই কাজ করছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। মার্শাল ওনায়েভ নিজের নীতিতে চলেন, কে.জি.বি-র কথা তিনি কানে তুলবেন না। এ-ব্যাপারে সম্ভবত প্রিমিয়ারের অনুমতিও নেয়া আছে তাঁর।

কিন্তু তাই বলে কে.জি.বি. তার একশো ছত্রিশ জন মূল্যবান এজেন্টকে এভাবে হারাতে পারে না। এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। মাসুদ রানাকে সময় দেয়া দরকার, সুদূর একটা সমাধান তার দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারে। ভালচিমস্কি ধরা পড়লে এই একশো ছত্রিশ জন আর হুমকি থাকে না। অন্তত রানা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

লাল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন কর্নেল বিকারেন। জেনারেল লুদভিক কায়কোভস্কির সাথে জরুরী বৈঠক করা দরকার। গ্রু-র গ্রুপগুলো সম্পর্কে রানাকে জানাতে হবে। দরকার হলে গ্রুপগুলোর অস্তিত্ব এফ.বি.আই-কে জানিয়ে দিতে পারে রানা। প্রতিটি গ্রুপে পাঁচজন করে থাকলে মোট বিশজন, একশো ছত্রিশ জনকে রক্ষার বদলে বিশজনকে যদি হারাতে হয়, তাতে ক্ষতি কি?

আট

'সেভেনটি-সিক্সথ স্ট্রীটে থাকি আমি,' কুইন্স-মিডটাউন টানেল থেকে বাস্ত ম্যানহাটনে বেরিয়ে এল মার্স্টাং, রানার কনুই ধরে একটু চাপ দিয়ে বলল লিলিয়ান।

'থাকো না, থাকতে।' থার্ড এভিনিউ-এ ঢুকবে রানা, ট্রাফিক আলো বদলাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে তুমি থাকতে চাও না?'

'সম্ভব হলে তোমার শহরেই থাকতে চাই না।'

'কারণ?' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে জানতে চাইল লিলিয়ান।

'কি ভুল-ভাল করে রেখেছ আমি জানি? জোর করে বলতে পারো, গত তিন মাস ধরে মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের কোন শাখা তোমার ওপর নজর রাখছে না?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'ভুলে যেয়ো না আমি একজন প্রফেশনাল…।'

'প্রফেশনালরা ভুল করে না?'

ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকল লিলিয়ান।

'এমনও হতে পারে,' শান্তভাবে আবার বলল রানা, 'হয়তো কে.জি.বি. রেসিডেন্ট-ই তোমার ওপর নজর রাখছে। আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলিয়ান। 'সান্ত্বনা এইটুকু যে স্বামী আমার অত্যন্ত সাবধানী লোক।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না রানা, একটা স্টেশন ওয়াগেনকে এড়াবার জন্যে গাড়ির স্পীড কমাল।

'সুখের নীড় তাহলে কোথায় আমরা…'

'ইস্ট ফিফটি-সিক্সথ-এ, হোটেল স্যাভয়।'

'গ্যাস স্টেশন থেকে তাহলে ওখানেই ফোন করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। দশ মিনিট পর হোটেল স্যাভয়ের আটশো আঠারো নম্বর কামরায় পৌঁছে গেল ওরা। সময় নষ্ট না করে সুটকেস খুলে কাপড় বের করল রানা, ক্লজিটের ভেতর ওয়ার্ডরোবে সাজিয়ে রাখল। লিলিয়ান কি ভাবছে বুঝতে পেরে বলল, 'ডিনারের পর তোমার জামা-কাপড় আনার ব্যবস্থা করা যাবে। রোজ গার্ডেনের স্টেক খুব ভাল, চলো আগে ওখানে যাই।'

রেস্তোরাঁটা সেকেন্ড এভিনিউয়ে। চলতি হওয়ায় যার নাম লিলিয়ান সে তার নিজের জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। স্পাই শিরোমণি মাসুদ রানা হতাশায় ভুগছে, কারণ মাথায় কোন বুদ্ধি আসছে না কোত্থেকে বা কিভাবে শুরু করবে কাজটা, তাই সিদ্ধান্ত নিল অ্যালকোহল স্পর্শ করবে না। তবে সঙ্গিনীকে যুক্তি দেখাল, 'ভদকায় অভাব আর কিছুতে কি মেটে!'

রানা লক্ষ করল, রাত যত বাড়ছে ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে লিলিয়ান। চেহারায়, দৃষ্টিতে, কথায়–আশ্চর্য একটা আনন্দ, আশ্চর্য এক উত্তেজনা। মানেটা কি? এ সবের মানেটা কি?

আদিম প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। নরম চোখে বারবার লিলিয়ানের দিকে তাকাচ্ছে রানা। একবার ভাবল, আমি যে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, ও কি তা টের পাচ্ছে?

যেহেতু স্বামী-স্ত্রী, একটাই ভাড়া নেয়া হয়েছে ঘর। নিজেকে তিরস্কার করল রানা। শালা!

আর লিলিয়ান ভাবছে, ওর আর কি দোষ, সব দোষ পরিবেশের! যখন রাশিয়ায় ছিল, এ-ধরনের কুচিন্তা ওকে স্পর্শই করতে পারেনি। কিন্তু এখন যে আমেরিকায় রয়েছে, সেক্স ফ্রী সোসাইটি, কাজেই লোভ-লালসার পাখা তো গজাবেই। আহা বেচারী, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা এসেছে, পাশে একটা মেয়ে থাকলে রিয়্যাকশন তো হবেই। তবে হাবভাবে যতই আদি রসের বাড়াবাড়ি থাকুক, হয়তো শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে। আর যদি

বিবাহিত হয় তাহলে ওর পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল লিলিয়ানের। ভাবল, আমি ওকে কোন সুযোগ দিতে চাই না, কিন্তু ও যদি সুযোগ নিতে চেষ্টা না করে, আমি বুঝব আমার নারীত্বকে অপমান করা হলো। মনে মনে স্বীকার করল সে, মেয়েরা বড় জটিল।

'তুমি বিবাহিত?' ভরপেট খেয়েদেয়ে রাত এগারোটায় রেস্তোরাঁ থেকে বেরুল ওরা, গাড়িতে চড়ার সময় মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লিলিয়ান।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিতে ব্যস্ত।

জোর করে হাসল লিলিয়ান। 'কি নাম তার? কেমন দেখতে সে?' শরীরের ভেতর রক্তস্রোত মন্থর হয়ে পড়ল। শিরশিরে অনুভূতিটা আর নেই।

জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল রানা। 'এখনও আশি ডিগ্রীর কম নয়,' জুলাইয়ের তাপমাত্রা আন্দাজ করল ও।

'হিউমিডিটি আরও বেশি হবে। উত্তর দেবে না?'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। 'তুমি জানো।'

'আরে না! তোমার সম্পর্কে তেমন কিছুই আমাকে জানানো হয়নি…,' পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, পুলকের আতিশয্যে অবশ হয়ে গেল লিলিয়ানের সারা শরীর। 'ঠাট্টা করো না তো?'

'না।'

'কাউকে ভালবাসো?'

'না।'

'কেউ তোমাকে…?'

'একজন বাসত, সে বেঁচে নেই।' মুহূর্তের জন্যে রেবেকার কথা মনে পড়ল রানার। 'আরেকজন ভালবাসে, কিন্তু সে অন্য রকম ভালবাসা।' মনটা কেমন যেন হয়ে গেল রানার–বেঁচে আছে, কিন্তু ওর জীবন থেকে যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে সোহানা।

রানার বিষণ্ন চেহারা দেখে এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াল না লিলিয়ান। ওর গাড়ি চালানো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'আমেরিকায় আগেও তুমি এসেছ।'

'বেশ ক'বার।'

উত্তর দিকে আরও খানিক এগিয়ে বাঁক নিয়ে থার্ড এভিনিউয়ে ঢুকল রানা, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে সিক্সটি-সিক্সথ স্ট্রীটে চলে এল।

রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার সময় লিলিয়ান বলেছিল দুশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সথ স্ট্রীটে থাকে সে, রিভারসাইড ড্রাইভের মুখ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, তিনতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে। সেন্ট্রাল পার্ক ধরে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'দুশো চুরাশি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কেন?'

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'প্রথমে বাড়িটার সামনে দিয়ে দু'তিনবার আসা-যাওয়া করব, কেমন?'

'সত্যি তুমি ধরে নিচ্ছ আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল লিলিয়ান।

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল লিলিয়ান। 'আমি তোমার সাথে তর্ক করতে যাচ্ছি না।'

'হানিমুনে বেরিয়ে কোন্ মেয়েই বা তা করে?'

আপ সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট থেকে সেভেনটি থার্ডে চলে এল মার্টাং, তারপর রিভারসাইড ড্রাইভের পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এসে সেভেনটি-সিক্সে ঢুকল। পর পর আরও দু'বার চক্কর দিল রানা। তারপর ওয়েস্ট এন্ড এভিনিউ আর সেভেনটি ফিফথ-এর মোড়ে নামিয়ে দিল লিলিয়ানকে। 'ঠিক পনেরো মিনিট সময় নেবে তুমি,' বলল ও। 'একটা কি দুটো সুটকেস, তার বেশি নয়। এগারোটা পঁচিশে বাড়িটার বাইরে থাকব আমি। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলিয়ান। যার যার হাতঘড়ি চেক করল ওরা। সেভেনটি-সিক্সথ স্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে লিলিয়ান, গাড়িটা ব্রডওয়েতে তুলে নিয়ে এসে পার্ক করল রানা। পরচুলা পরা একজোড়া কলগার্ল ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল, ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাদেরকে হতাশ করল ও। আমেরিকার সবগুলো বড় শহরের যে-কোন রাস্তায় এদেরকে দেখা যাবে, খদ্দেরের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। দেহ দানই এদের পেশা। রাশিয়ায় যা কল্পনাও করা যায় না।

মেয়ে দুটো মোড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, উল্টোদিকের পথ ধরল রানা। দুশো চুরাশি নম্বর বাড়িটা দূর থেকেই দেখা গেল, রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে কোন ডেলিভারি ভ্যান বা টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক আছে কিনা দেখে নিল ও। কারও ওপর নজর রাখার জন্যে সাধারণত এ-ধরনের বাহনই ব্যবহার করা হয়। নেই–কিন্তু তার মানে এই নয় যে সত্যি কেউ নজর রাখছে না। রানা লক্ষ করল, আশপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় একটা করে খিলান, খিলানের ভেতরটা অন্ধকার। ওই অন্ধকারে, বা কোন বাড়ির ছাদেও কেউ থাকতে পারে। কে জানে, হয়তো দুশো চুরাশি নম্বরের কোন জানালা দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ রাখছে কেউ। জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেলল রানা।

একটা কিশোরকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ও। নিগ্রো, হাভাতে। ম্রিয়মান চেহারা, গায়ে নোংরা কাপড়। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ডাস্টবিনের সামনে থামল। উঁকি দিয়ে দেখছে তুলে নেয়ার মত কিছু আছে কিনা ভেতরে। দুনিয়ার অন্যতম ধনী দেশ এমনকি আমেরিকাও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়, না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, কিশোরের আগমন শুভ-লক্ষণ নয়। ডাস্টবিনের ভেতর ঝুঁকে রয়েছে, সিধে হবার নাম নেই। সন্দেহটা আরও বাড়ল রানার। ছোকরা কাউকে সিগন্যাল দিচ্ছে না তো?

অন্ধকার একটা খিলান থেকে রাস্তার আলোয় বেরিয়ে এল দু'জন। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। মেয়েটার বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, ছেলেটার বিশ কি বাইশ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। সম্ভবত দু'জনেই মাতাল, স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারছে না। এত দীর্ঘ চুমো খেলে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুবে না?

হেসে ফেলল রানা।

আর ঠিক তখনই ডাস্টবিনের ভেতর থেকে মাথা তুলে সিধে হলো নিগ্রো কিশোর। ঘাড়ে ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেল রানা। পেছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ এল, 'সাবধান! নোড়ো না!'

'বেশ,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'কি চাও?' বেশ বুঝতে পারছে, ঘাড়ে ওটা ঠেকে আছে ছোরার চওড়া ফলা।

'ঘড়ি আর ওয়ালেট,' পিছন থেকে বলল ছিনতাইকারী। মদের গন্ধ পেল রানা। 'আগে ওয়ালেটটা। আস্তে করে বের করো পকেট থেকে, পিছন দিকে ফেলো।'

'তুমি ভুল করছ,' শান্তভাবে বলল রানা। লক্ষ করল, নিগ্রো ছেলেটা ঘন ঘন রাস্তার দু'পাশে তাকাচ্ছে। পুলিসের গাড়ি আসতে দেখলে সঙ্গীকে সাবধান করে দেবে সে।

'চোপ শালা! যা বলছি কর্!'

সদ্য রাশিয়া থেকে এসেছে বলেই সম্ভবত, সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিবাদী দুনিয়ার পার্থক্যটা বড় বেশি চোখে বাধছে রানার। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সারা বছরে গোটা রাশিয়ায় দশ কি বারোটার বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি, প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেয়েছে। আর আমেরিকায়? যে-কোন বড় শহরের প্রতিটি রাস্তায় প্রতিদিন কয়েক ডজন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে, সর্বস্ব খোয়াচ্ছে নিরীহ পথচারী, বাধা দিতে গেলে আহত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে, প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী ধরা পড়ে না। আর তৃতীয় বিশ্বের কথা চিন্তা না করাই ভাল। সেখানে অনেক দেশেই ছিনতাই হচ্ছে পুলিসের সাইড বিজনেস।

তিন সেকেন্ডের মধ্যে এসব চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়, ইতিমধ্যে পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে ফেলেছে ও।

'পিছন ফিরবে না, ওটা ফেলে দিয়ে দু'পা সামনে বাড়াও!'

ওয়ালেট ফেলে দিল রানা, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'পুলিস!' বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরল, দেখল হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার ওপারে নিগ্রো কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। রানার চালাকিটা বুঝতে পারার আগেই আধমন ওজনের একটা ঘুসি খেলো চ্যাপ্টা নাকে। অপর হাতটা দিয়ে তার বুকে ধাক্কা দিয়েছে রানা, ছিটকে গেল দেয়ালের দিকে, শক্ত ইটের সাথে ঠুকে গেল মাথা। ছোরাটা নর্দমায় পড়ে ডুবে গেল। নিজের জায়গা ছেড়ে রানা নড়ল না, শুধু ঝুঁকে তুলে নিল ওয়ালেটটা। 'ভাগো,' শান্ত গলায় বলল ও। 'বললাম না...

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ভুল করছ।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে সিধে হলো লোকটা। চল্লিশের কম নয় বয়স, হাড্ডিসার চেহারা। টলমল পা ফেলে চলে যাচ্ছে। কেন যেন মায়া লাগল রানার। রাস্তার ওপারে তাকাল ও। কিশোরটাকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যর্থ লোকটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা মর্মবেদনায় ছেয়ে গেল মনটা, লোকটার দিকে পিছন ফিরল ও।

সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটের বাড়িগুলোর জানালা, দোরগোড়া, আর পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল রানা। রিভারসাইড ড্রাইভের মোড়ে বাঁক নিচ্ছে একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভের দিকে শান্ত ভাবে এগোল ও। উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে সেভেনটি-সেভেনথ্ ঘুরে ব্রডওয়েতে মাস্টাঙের কাছে ফিরে এল। ষাট বছরের এক বুড়োর সাথে দর কষাকষি করছে পরচুলা পরা সেই মেয়ে দুটো। দুটো শব্দ কানে এল রানার–'জমজমাট পার্টি'। মাস্টাঙের দরজা খুলল ও।

ঠিক এগারোটা পঁচিশে ঘ্যাচ্ করে দুশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সের সামনে থামল গাড়ি। রূপালি জরির কাজ করা কালো একটা ঢোলা পোশাক পরে বেরিয়ে এল রহস্যময় নারী। হাইহিলের খটাখট পরিচিত আওয়াজ আর হাঁটার ভঙ্গি দেখে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কেউ মারা গেছে?'

'মানে?' অবাক হলো লিলিয়ান।

রানা কিছু বলল না।

'কি হলো? হঠাৎ---,' পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, সেই সাথে গম্ভীর হয়ে গেল লিলিয়ান। বলল, 'তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ, রবিন। অদ্ভুতভাবে কথা বলো। বুঝতে সময় লাগে।'

'বুঝতে যদি পেরে থাক তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

চোখ জোড়া হেসে উঠল লিলিয়ানের। 'কালো কাপড় পরলাম কেউ মারা গেছে বলে নয়। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ–শোকই প্রকাশ করছি আমি, আগাম।'

'মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বলতে চাও?'

'কাজ শেষ হলে মস্কোয় ফিরে যাবে তুমি, জীবনে আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। শোকে কাতর হবার মত একটা ব্যাপার নয়?'

'তা বটে,' মুখে বলল বটে রানা, কিন্তু মনে মনে ভাবল, মেয়েটার ট্রেনিঙে খুঁত থেকে গেছে। অতি নাটুকে হয়ে ওঠার প্রবণতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করে। মেয়েদের মন সত্যি বড় জটিল। পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে এখনও সময় নেবে এই মেয়ে।

একটা বুকস্টলের সামনে গাড়ি থামিয়ে কয়েকটা পেপারব্যাক কিনল রানা, ঘুম আনার জন্যে ওষুধের কাজ দিতে পারে। আরেক বার গাড়ি থামাল

একটা সুপারমার্কেটের সামনে। একা নেমে গেল রানা, ফিরে এল হাতে এক গোছা গোলাপ নিয়ে। লিলিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ রাতের জন্যে আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার।'

স্যাডলের নরম বিছানায় ওই গোলাপ দু'জনের মাঝখানে কাঁটা হয়ে থাকল। বিছানার ঠিক মাঝখানটায় ফুলগুলো রেখে এক ধারে শুয়ে পড়ল লিলিয়ান, রানা তখন চেয়ারে বসে বই পড়ছে। রাত একটার দিকে বই বন্ধ করল ও। আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠল। ফুলগুলো সরাল না। তখনও জেগে ছিল লিলিয়ান, কিন্তু রানাকে বুঝতে দিল না। ফুল ফুলের জায়গায় থাকবে বুঝতে পেরে একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল সে। ক্ষীণ একটু আশাহত হলেও, দেহে-মনে কোন টেনশন ছিল না। ঘুমটা হলো নিবিড়।

রানা অবশ্য আরও অনেকক্ষণ জেগে থাকল। এর আগের কোন অ্যাসাইনমেন্টে এতটা অসহায় বোধ করেনি ও। বুঝতেই পারছে না কোত্থেকে শুরু করবে কাজটা। এই পেশায় প্রথম যখন ঢোকে তখন প্রায়ই একটা ভয় অস্থির করে তুলত ওকে, অ্যাসাইনমেন্ট না ব্যর্থ হয়! সেই পুরানো ভয়টা আজ অনেক দিন পর ফিরে এসেছে মনে। কোথায় ডানাটিমকি? কোথায় তাকে খুঁজবে সে? কাউকে কিছু বলা চলবে না, কারও সাহায্য নেয়া যাবে না, তাহলে কিভাবে শুরু করবে?

কারও না কারও সাহায্য নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। খানিকটা সুস্থির হলো মন। ঘুম এল।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল মাথার চুলে আঙুলের আলতো স্পর্শে। ভান করে পড়ে থাকল রানা। একটু পর নরম ঠোঁটের স্পর্শ পেল কপালে। গোপনে আদর করে বিছানা থেকে নেমে গেল লিলিয়ান। রানার সারা শরীরে ভাললাগার মিষ্টি একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। তবু সেই সাথে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, হয়তো আরও ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারা যাবে না, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে আমাকে।

বাথরুম থেকে বেরুল লিলিয়ান, এই সময় নক হলো দরজায়। ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়েটার। তার সামনেই রানার বুকে হাত রেখে নাড়া দিল লিলিয়ান, 'আর কত ঘুমাবে, ডিয়ার!'

চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার ওপর উঠে বসল রানা। ফুলগুলো চেপ্টে গেছে, কার চাপে কে জানে।

ব্রেকফাস্টের শেষ দিকে, কফি খাবার সময়, রানার দৃষ্টি লক্ষ করে লিলিয়ান বলল, 'তুমি কাজ করছ।'

'সারাক্ষণ।'

'চৌঠা জুলাই, ন্যাশনাল হলিডেতেও, রবিন?' তাজা ফুলের সমস্ত কোমল ভাব ফুটে রয়েছে লিলিয়ানের চেহারায়। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, জীবন সুন্দর তার কারণ জীবনে যৌবন আছে।

'সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার এটা একটা

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

জানা।

'তারমানে কি কাজটায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে?'

'এইটুকু—কারও সাহায্য নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছি।'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে গিলিয়ান বলল, 'পুরস্কার ঘোষণা করছ না কেন?'

'কাকে দেব? চিন্তা কোরো না। দু'এক দিনের মধ্যে পথ একটা ঠিকই পেয়ে যাব। কে জানে, উন্মুকটা হয়তো ছুটি উপভোগ করছে। হয়তো সৈকতে রোদ পোহাচ্ছে, কিংবা মেয়েদের সাথে টেনিস খেলছে। কিংবা হয়তো বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে আছে ফিলাডেলফিয়ার কোন ব্রথেলে। উন্মাদটার পক্ষে সবই সম্ভব।'

নিকোলাই ডালচিমস্কি এই মুহূর্তে রোদও পোহাচ্ছে না, টেনিসও খেলছে না। বেভারলি-উইলশায়ার হোটেলের লাক্সারি স্যুইটে রয়েছে সে, আত্মপ্রেমে মগ্ন। ভিজে গা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা শুকনো তোয়ালে। এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে সে। আয়নায় একদৃষ্টে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্রুপের হাসি হাসল লোকটা। ওরা কেউ তাকে এতদিন চিনতে পারেনি। সে নিজেই কি নিজেকে চিনতে পেরেছিল? জানত, তার শিরায় শিরায় ধ্বংসের উন্মাদনা সুপ্ত হয়ে আছে?

আয়নায় প্রতিফলিত নগ্ন শরীরটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ডালচিমস্কি। মনে মনে স্বীকার করল, আমি একটা অতিকায় বনমানুষ। অতিকায়, কিন্তু মেদবহুল নয়। লালচে-কালো লোমে ঢাকা, লোমের গোড়াগুলোয় সোনালি একটু আভা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আপনমনে হাসল, তাকে এই অবস্থায় দেখে ভয় পাবে না-ই বা কেন মেয়েরা!

তার ভেতর যে পশুত্বের পরিমাণ আর সবার চেয়ে বেশি, এটা অনেক বছর আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে ডালচিমস্কি। এমন একটা ছকে বাঁধা, বিধিবদ্ধ সমাজে বড় হয়েছে সে যেখানে যে-কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়তে হয়। ছোটবেলা থেকেই অপরাধপ্রবণ হলেও, বয়স একটু বাড়ার সাথে সাথে অপরাধ গোপন করার কৌশল শিখে ফেলে সে। এ-ব্যাপারে তাকে পথ দেখায় তার বাবা।

তার বাবা অসম্ভব বদরাগী ছিল। বাবার সেই রাগ নগ্নভাবে প্রকাশ পেত। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অযথা মাকে মারধর করা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের গায়ে বাবা তখনও হাত তুলত না, শুধু চোখ রাঙাত আর দাঁত চাপত। কিন্তু অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা যখন চলে গেল, নতুন শিকার হিসেবে ছেলেমেয়েদের বেছে নিল বাবা।

সেই অল্প বয়েসেই নিজের ছোট দুই বোনকে দু'চোখে দেখতে পারত না ডালচিমস্কি। ওদের অপরাধ ছিল, ওরা তাকে এড়িয়ে চলত, তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকত। সে নাকি নোংরা, তার গায়ে নাকি উকুন, পা না ধুয়ে বিছানায়

ওঠে, পকেটে রুমাল রাখে না, ইত্যাদি হাজার রকম অভিযোগ। মা চলে যাবার পর ডালচিমস্কি লক্ষ করল, তার চেয়ে বোন দুটোর ওপরই বাবার বেশি রাগ। ডালচিমস্কি ন্যাড়া ছিল, কাজেই বাবা তার কান ধরত। কিন্তু বোন দুটোর ছিল লম্বা চুল, সেই চুল ধরে হিড়হিড় করে ওদের টেনে আনত বাবা। ডালচিমস্কি মার খেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত, কিন্তু তার চোখে কেউ কখনও পানি দেখেনি। বোন দুটো মার খেয়ে অঝোরে কাঁদত, কিন্তু কোন শব্দ করত না। শব্দ না করায় আরও উৎসাহ পেত বাবা।

ব্যাপারটা লক্ষ করে এক ঢিলে দুই পাখি মারার একটা সুযোগ দেখতে পেল ডালচিমস্কি। বাবা বাড়িতে ফিরলেই বোনদের নামে সত্যি-মিথ্যে অভিযোগ করত সে। বাবা তাকে সাহায্যকারী হিসেবে পেয়ে খুশিই হলো। কিছু দিন পর দেখা গেল বাড়ি ফিরেই বাবা ডালচিমস্কিকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, আজ কে কি অপরাধ করেছে, কার পড়া হয়নি, কাঁচের গ্লাসটা কার হাত থেকে পড়ে ভাঙল, নোংরা কাপড়গুলো ধোয়া হয়নি কেন, ইত্যাদি। দুই বোনের কে শাস্তি পাবে, সেটা নির্ভর করত ডালচিমস্কির ওপর। বাবা কার ওপর নির্যাতন চালাবে সেটা ঠিক করে দিত সে। বাবা যখন বেত দিয়ে বোনদের একজনকে বেদম পেটাত, অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চকর আনন্দে শিহরিত হত ডালচিমস্কি।

বোনেরা তাকে যমের মত ভয় করতে শুরু করল। এটা লক্ষ করে নতুন আরেক ধরনের উল্লাস বোধ করত ডালচিমস্কি। সে উপলব্ধি করল, মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালালে বিপদ হবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ মুখ বুজে সহ্য করাই ওদের স্বভাব। সম-বয়েসী বন্ধুদের চোটপাট দেখাতে গিয়ে উল্টো শিক্ষা পেয়েছে সে, তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

শুধু বাড়িতে নয়, স্কুলেও একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে সফল হলো ডালচিমস্কি। নিজে সে মেয়েদের সাথে লাগতে যেত না, তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ছেলেদেরকে খেপিয়ে তুলত। এভাবেই তার কৈশোর কাটল। যৌবনে আর কলেজে পা দিয়ে স্বমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ডালচিমস্কি। সে না চাইতেই মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর হবে না-ই বা কেন? হাজার লোকের ভিড়ে সবচেয়ে লম্বা দেখায় তাকে। সুদর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সব রকম খেলাধুলোয় কলেজের গর্ব। মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে শুরু করল ডালচিমস্কি। প্রথমে নরম আচরণ করে কাছে টানে, তারপর বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার চেষ্টা চালায়। নিজের ভেতর যে পশুত্ব আছে, তার স্বরূপ এই সময় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। সেই সাথে নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে সে। প্রতিবার একটা করে মেয়েকে বেছে নেয় ডালচিমস্কি। ঘনিষ্ঠ হবার পর নিজের ঘরে নিয়ে আসে তাকে। প্রথম প্রথম মেয়েটা বুঝতে পারে না তাকে আদর করা হচ্ছে নাকি নির্যাতন করা হচ্ছে। মেয়েটা ভাবে, প্রেম আর ভাবাবেগের গভীরতা খুব বেশি, তার সাথে যোগ হয়েছে গায়ে অসুরের শক্তি—সেজন্যেই কি এই বাড়াবাড়ি? কিছু দিন

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দিন যাবার পর তার ভুল ভাঙে। প্রথমে ডালচিমস্কি আদর দিয়ে শুরু করলেও, দিনে দিনে আদরের মাত্রা কমতে থাকে, বাড়তে থাকে নির্যাতনের মাত্রা। এমন সব কুরুচিপূর্ণ আদর করে সে, মেয়েটা বুঝতে পারে একটা সেক্স ম্যানিয়াকের খপ্পরে পড়ে গেছে সে। লোক লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না, তবে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারে, কারও কারও বেশ দেরি হয়ে যায়। তবে ডালচিমস্কির এ-ব্যাপারে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। একজন যেতে না যেতে আরেকজন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয়। কাজেই অত্যাচার চালাবার জন্যে মেয়ের কখনও অভাব হয় না তার।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ডকুমেন্টস তৈরির ওপর একটা দু'বছরের কোর্স কমপ্লিট করে ডালচিমস্কি। পররাষ্ট্র দফতরে তিন বছর চাকরি করে, বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণই ছিল প্রধান দায়িত্ব। এই চাকরি করার সময়ই ডকুমেন্টস কিভাবে জাল করতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে সে। এরপর তাকে বিদেশে পাঠানো হয়, বিভিন্ন দূতাবাসে চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্টের সহকারী হিসেবে কাজ করে সে। ব্রিটেনে দু'বছর, প্রাগে দেড় বছর, জার্মানীতে এক বছর, এবং আমেরিকায় এক বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে যোগ দেয় কে.জি.বি-তে।

পলিটিক্স নিয়ে আগ্রহ বা মাথাব্যথা, কোনটাই ছিল না ডালচিমস্কির। কিন্তু স্ট্যালিনপন্থী কিছু লোক মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা কিভাবে যেন জেনে ফেলে। দলে ভেড়ার জন্যে প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে। ডালচিমস্কি সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে, এই সময় তার পদোন্নতি ঘটে। তাকে জানানো হয়, স্ট্যালিনপন্থীরা চেয়েছে বলে তার এই পদোন্নতি হয়েছে। প্রস্তাবটা আবার দেয়া হয় তাকে, সেই সাথে বলা হয় মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা সংশ্লিষ্ট মহলের জানা আছে। আরও বলা হয়, ডালচিমস্কি রাজি হলে দলে মেয়ে সদস্য বাড়াবার দায়িত্বটা তাকেই দেয়া হবে। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজি হয়ে গেল ডালচিমস্কি।

মাথার ওপর প্রভাবশালী একটা মহলের ছত্রছায়া পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠল পিশাচটা। দু'জন পুরুষ সহকারী ছিল তার, তাদেরকে সরিয়ে মেয়ে সহকারী নিল। প্রথম বছরের ছ'টা মেয়েকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করে পাঠাল সে, তাদের বদলে নতুন মেয়েরা কাজে যোগ দিল। এক বছর পর আবার আমেরিকায় পাঠানো হলো তাকে। স্ট্যালিনপন্থী নেতারা এবার তার কাঁধে বড় একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। বিদেশে যারা কে.জি.বি. এজেন্ট আছে তাদেরকে দলে ভেড়াতে হবে, কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এমন বিদেশী লোকদের কাছেও তুলে ধরতে হবে স্ট্যালিনবাদের আদর্শ। ছ'মাস পর দেশে ফিরল ডালচিমস্কি, তার সাফল্য দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো স্ট্যালিনপন্থী নেতারা। বিশেষ করে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি আছে এমন কিছু আমেরিকান মেয়েকে স্ট্যালিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে

পেরেছে সে।

স্ট্যালিনপন্থীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিল ডালচিমস্কি, পালাতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি যে দেখা দিতে পারে, সে ধারণা তার আগে থেকেই ছিল। কাজেই পালাবার রাস্তা তৈরি ছিল তার। আমেরিকায় থাকতে হলে প্রচুর মার্কিন ডলার দরকার হবে, তাই নির্দিষ্ট একটা ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা লুঠ করার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সাথে নিল সে। আর নিল কে.জি.বি-র মূল্যবান দলিলগুলোর একটা—টেলি-বম খাতা।

তার ভেতরে যৌন-বিকৃতি আছে, এটা ডালচিমস্কি জানত। ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে দু'জনকে খুন করার সময় জানল তার ভেতরে একজন খুনীও বাস করে। ওদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে এমন অদ্ভুত উল্লাস বোধ করে সে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নয়, স্রেফ অকারণ প্রতিশোধ নেয়ার উন্মাদনা থেকে, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে কবচ হিসেবে কাজে লাগবে মনে করে দেশ ছেড়ে পালাবার সময় টেলি-বম বুকটা সাথে করে নেয় সে। তারপর, বিপজ্জনক এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপদ বোধ করার পর সে উপলব্ধি করল, ঘটনাচক্রে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক হয়ে পড়েছে সে। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল ডালচিমস্কি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, উল্লাস আর পুলক তাকে উন্মাদ করে তুলছে। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একশো চল্লিশটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে পারে সে, পারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে, যেগুলোর বেশিরভাগই সামরিক স্থাপনা—এই চিন্তাটা পাগল করে তুলল তাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটার নাম ডালচিমস্কি। আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারি।

ডেনভারে প্রথম টেলিফোনটা স্রেফ কৌতুক করার জন্যে করল ডালচিমস্কি। দেখি তো কি হয়, এই রকম একটা ভাব কাজ করেছিল তার ভেতর। টেলি-বম এলিস খেলার ইউ.এস. আর্মি কেমিক্যাল বেসে গিয়ে তিনজন লোককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল, তারপর ডিনামাইট ভর্তি ট্রাক নিয়ে ধাক্কা খেলো এম. নামে চিহ্নিত বিল্ডিংটার সাথে। এই ঘটনার পরপরই ডালচিমস্কি উপলব্ধি করল, তার ভেতরে ধ্বংস করার একটা প্রবণতা রয়েছে। ইউ.এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস বিস্ফোরিত হওয়ার খবর শুনে অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করল সে, যে পুলকের কাছে নারী-সম্ভোগের চরমানন্দও কিছু নয়।

ডালচিমস্কি জানে, তাকে খুঁজে বের করার জন্যে কে.জি.বি. লোক পাঠাবে আমেরিকায়। দুনিয়ার বুক থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না রাশিয়া। কিন্তু তার হাতে রয়েছে সকল মারণাস্ত্রের সেরা মারণাস্ত্র, টেলি-বম বুক—ছোট্ট একটা খাতা—তাকে রক্ষা করার জন্যে সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

তারপর আবার ফোন করল ডালচিমস্কি। একটা উদ্দেশ্য ছিল, যারা

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তাকে ধরতে আসবে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া। দ্বিতীয় কারণটা ছিল, আবার সেই পুলক অনুভব করার উদগ্র বাসনা।

এভাবে একের পর এক টেলি-বম বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে ফলাফল কি দাঁড়াবে ডালচিমস্কির তা ভাল করেই জানা আছে। প্রথম প্রথম মার্কিন ইন্টেলিজেন্সগুলো কিছু বুঝতে না পারলেও আরও দু'একটা ঘটনা ঘটলেই তারা আসল ব্যাপার টের পেয়ে যাবে। রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করেছে, আমেরিকাকে তারা ধ্বংস করতে চায়, ঠিক এই উপসংহারে পৌঁছুবে। তারপরই শুরু হবে আসল খেল। রাশিয়ার ভেতর স্যাবোটাজ চালাবার কোন না কোন আয়োজন নিশ্চয়ই মার্কিন সরকারও করে রেখেছে। পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করবে তারা। কিংবা তারা হয়তো রাশিয়ার এ-ধরনের হঠকারী আচরণে এমন রাগাই রাগবে, পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

সভ্যতা একদিন বিলীন হবেই, দুনিয়া অনন্তকাল টিকবে না, মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য, সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, তাহলে মন্দ কি! কয়েক যুগ ধরে আশঙ্কা করছে মানুষ, এই বুঝি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল, কিন্তু বাধেনি। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে কি ঘটবে কেউ তা জানে না, মানুষ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে। সে যদি যুদ্ধটা বাধিয়ে দিতে পারে, মানবজাতিকে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা করা হবে। উপরি পাওনা, নিজের জীবদ্দশায় পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞটা চাক্ষুষ করা হবে। এই সব যুক্তি খাড়া করে ডালচিমস্কি, আর মনে মনে পুলকিত হয়। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি পাগল? নাকি পশু?

নিজের ভেতর থেকে উত্তর আসে, মানুষ মাত্রই পশু কিন্তু মানুষ তা স্বীকার করে না।

আমি নিজেকে চিনেছি। নিজের পরিচয়টা অস্বীকার করি না।

আমি পশু।

একটা পশুর যে আচরণ করার কথা আমি ঠিক তাই করছি।

এ ধরনের চিন্তা ভাবনার ফলে মানবজাতির অনিষ্ট করার জন্যে নিজের কাছ থেকে একটা লাইসেন্স পেয়ে গেছে ডালচিমস্কি। তার কোন অপরাধবোধ নেই। মানুষকে সে ভালবাসে না।

কাল রাতে শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা মোটেলে ছিল ডালচিমস্কি। ভাল ঘুম হয়নি, বারবার শুধু মনে হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান আর বিপজ্জনক লোকটা তৃতীয় শ্রেণীর একটা মোটেলে রাত কাটাবে কেন! সকাল হতে না হতে তাই বেভারলি-উইলশায়ারে স্যুইট ভাড়া নিয়েছে সে। এই হোটেলের গল্প আগেই শুনেছিল, ইচ্ছেও ছিল সুযোগ পেলে এখানে একবার উঠবে। গল্পটা মিথ্যে নয়—হোটেলের লবি, লাউঞ্জ আর সুইমিং পুলে সারাক্ষণ সুন্দরী মেয়েদের ভিড় লেগে আছে। এখন অবশ্য কাজের কথা ভাবছে সে, তা না হলে সুন্দরী দেখে একটা মেয়েকে পটিয়ে-

পাটিয়ে ঘরে আনতে পারত। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ডালচিমস্কি অনুভব করল, উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে পা মুছে জাপড় পরে নিল ডালচিমস্কি। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল, সবুর করো বাছা, মজা করার আরও অনেক সময় পাবে। এখুনি তো আর দুনিয়াটা ধ্বংস করে দিচ্ছ না তুমি!

একটা কথা ভেবে খারাপ হয়ে গেল মনটা। বেভারলি-উইলশায়ারে মাত্র একটা দিন থাকতে পারবে সে। কিন্তু মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই, নিরাপত্তার খাতিরে নিয়ম মেনে চলতে হবে তাকে—চব্বিশ ঘণ্টার বেশি একটানা কোথাও তার থাকা চলবে না।

সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে কে.জি.বি. কর্তৃপক্ষ জেনে ফেলেছে টেলি-বম খাতাটা চুরি গেছে। কে চুরি করেছে তা-ও তারা জানে। ঘেমে গোসল হচ্ছে ব্যাটারা, আপনমনে হাসতে হাসতে ভাবল সে। যতই সময় পেরোবে ততই দিশেহারা বোধ করবে তারা, ততই অসহায় বোধ করবে। ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষের আরাম হারাম হয়ে যাবে।

হোটেলের কফিশপে নেমে এসে ভরপেট নাস্তা সারল ডালচিমস্কি। তারপর সুইমিং পুলের কিনারায় একটা চেয়ারে বসল কিছুক্ষণ। অর্ধনগ্ন নারী-দেহ আবার তাকে উত্তেজিত করতে শুরু করায় ওখান থেকে সরে এল সে। সাড়ে দশটা বাজে। একটু হাঁটার জন্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল—নিজেকে কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না, কিছুই যখন ভাল লাগছে না, আরেকটা টেলিফোন করা যাক।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে দশ মিনিট পর একটা বুদ দেখতে পেল ডালচিমস্কি। চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, কাঁচের দরজাটা বন্ধ করল সযত্নে। প্রথমে পকেট থেকে একপাদা খুচরো পয়সা বের করে কাউন্টারের ওপর সাজাল। তারপর ছোট একটা কালো নোটবুক বের করল। এটাই সেই সর্বনেশে খাতা। নম্বর আর নাম দেখে নিয়ে ডায়াল করতে যাবে, এই সময় টোকা পড়ল দরজায়।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল ডালচিমস্কি।

পানপাতা আকৃতির একটা মুখ, তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। হাসিতে মুক্তো ঝরছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি দেরি হবে, মিস্টার?'

ডালচিমস্কির মনে হলো, মেয়েটা ইচ্ছে করলে নায়িকা হতে পারে। চেহারায় কোন খুঁত নেই, গায়ের চামড়া আর দাঁত নিষ্কলঙ্ক। ফোন নাহয় পরে করা যাবে, তারচেয়ে মেয়েটার সাথে আলাপ জমানো যায় কিনা দেখা যাক। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করল সে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুললে চলবে কেন। নামটা সই না করে মেয়ে-টেয়ের কথা ভাববে না সে। মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'না, এই এক মিনিট।'

'ধন্যবাদ,' বলে একটু দূরে সরে গেল মেয়েটা।

তার দিকে পেছন ফিরে দ্রুত ডায়াল করল ডালচিমস্কি।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সেদিন সন্ধ্যা ছ'টায় পাশে 'সহধর্মিনী'-কে নিয়ে কালার টিভিতে আইউইটনেস নিউজ দেখছিল রানা। মার্কেটিং সেরে হোটেল স্যাভয়ের এই কামরায় খানিক আগে ফিরেছে ওরা। প্রথমে দেখানো হলো চ্যানিউট, ক্যানসাসে সেদিন বিকেলে কি ঘটেছে। ক্যানসাস টেলিফোন কোম্পানীর মেইন সুইচিং পয়েন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো। গোটা রাষ্ট্রের টেলিফোন নার্ভ সেন্টার বলা হয় ওটাকে। একের পর এক কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটেছে ওখানে। এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব করে তোলে যে সার্কিটগুলো তার সবগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। অন্যান্য আরও কয়েক ডজন কী লাইন কোন কাজ করছে না। রাষ্ট্রের তিনটে অন্যতম বিশাল টেলিভিশন নেটওঅর্কের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। টেলিফোন কোম্পানীর চার ধারে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তিরিশটার মত রোডব্লক খাড়া করা হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিস বিভাগের সদস্যদের জানানো হয়েছে, নীল মটরসাইকেল আরোহী কাউকে দেখামাত্র আটক করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, ঘটনাস্থল থেকে নীল মটরসাইকেল আরোহী একজন লোককে পালাতে দেখা গেছে। নিরপেক্ষ সংবাদদাতার সবশেষ রিপোর্ট এইমাত্র এসে পৌঁছুল। থাইয়ার শহর থেকে তিন মাইল দূরে এক খামার বাড়িতে স্টেট পুলিস ঘেরাও করে রেখেছে লোকটাকে।

'সবচেয়ে ভাল হয় লোকটা যদি সুইসাইড পিল খায়,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'তা না হলে গুলি খেয়ে মরুক। ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো লিলিয়ান, তবে রাগের কারণ বুঝতে না পারলেও কোন প্রশ্ন করল না। তার জানা নেই অন্তর্ঘাত ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন রুশ সেনাবাহিনীতে আর্টিলারির একজন ক্যাপটেন ছিল, যদিও সেটা অনেক দিন আগের কথা। এবার চিঠির পর্দার কাছ থেকে খামার বাড়িটাকে দেখানো হলো, অদৃশ্য একজন বক্তা ব্যাখ্যা করল, ঘটনাস্থল ক্যানসাস থেকে রিপোর্ট করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ক্যামেরা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন স্টেট আর লোকাল পুলিসকে দেখা গেল বৃত্তাকারে ঘিরে আছে খামার বাড়িটাকে। দ্রুত জুম করল ক্যামেরা, সদর দরজার পাশে একটা জানালা দেখানো হলো কাছ থেকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল, কেঁপে উঠল চোখের পাতা। ঝড়ের বেগে কথা বলে চলেছে রিপোর্টার। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, কিন্তু জানালার ভেতর কিছু দেখতে পাবার আগেই আরেক দিকে ফিরল ক্যামেরা। ক্যামেরা ফেরার আগে রানা শুধু দেখল জানালার পর্দা ঝাঁকি খেলো। তারপরই শোনা গেল পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ।

কয়েক সেকেন্ড আগে লোকটার মৃত্যু কামনা করলেও, কি ঘটছে বুঝতে পেরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার চেহারা, দু'হাতে মুখ ঢাকল ও।

'রবিন!' ফিসফিস করে ডাকল লিলিয়ান। কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা, সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল।

'তুমি নিশ্চয়ই এই লোকটাকে খুঁজতে আসোনি, রবিন?' জিজ্ঞেস করল লিলিয়ান।

মাথা নাড়ল রানা। লিলিয়ানকে বলা চলে না, বেচারা অসহায় একটা শিকার। আরও একজন। বলা চলে না, পুলিস যদি লোকটাকে মেরে ফেলে, সবার জন্যেই তা ভাল হবে। জীবিত ধরা পড়লে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে লোকটাকে। তার ওপর নির্যাতন চালানো হবে, এক সময় সব কথা ফাঁস করে দেবে সে। আমেরিকানরা জানবে, রাশিয়ানরা তাদের সাথে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে।

তারপর কি ঘটবে ভাবতেও ভয় হয়।

ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন জীবিত ধরা পড়লে সবচেয়ে খুশি হবে ম্যানিয়াক ভালচিমকি। সে-ও হয়তো এই মুহূর্তে টিভির সামনে বসে দৃশ্যটা দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

এবার রানা ঠিকই ভেবেছে। বেভারলি-উইলশায়ারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একুশ ইঞ্চি কালার টিভির পর্দার দৃশ্যটা চাক্ষুষ করছে ভালচিমকি। ক্যানসাস রিপোর্ট শেষ হতে সেট অফ করে দিল সে, কাপড় বদলে বেদিং স্যুট পড়ল। পুবদিকের ফ্লাইট ধরার আগে হাতে আধ ঘণ্টার মত সময় বেশি আছে, একটু সাঁতার কাটার সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না।

সকালের মধ্যে মস্কোয় পৌঁছে যাবে খবরটা।

খেমে নেয়ে উঠবে সবাই। হাহ্-হা!

নয়

'একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না,' ফিফথ এভিনিউ, একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা যেন নিজেকেই শোনাল রানা।

'কিসের প্যাটার্ন?'

লিলিয়ানের কথা রানা শুনতে পেল না। জাপানী রেস্তোরাঁ থেকে বেশ কিছুক্ষণ হলো বেরিয়েছে ওরা। কখনও হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, কখনও কোন দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, মাঝে মধ্যে টুক-টাক কেনাকাটাও চলছে। বার কয়েক মৃদু চেষ্টা করেছে লিলিয়ান, কিন্তু রানার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করতে পারেনি। রানা যেন মন দিয়ে শুধু নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলোই শুনছে।

'লোকটার মন আমি বুঝি। বেজন্মাটা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজ

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

করতে ভালবাসে। তার একটা প্ল্যান না থেকেই পারে না।'

খুক্ খুক্ করে কাশল লিলিয়ান।

'তালিকা আর শিডিউল তৈরি করা তার পেশার একটা অংশ ছিল...প্যাটার্ন একটা থাকতেই হবে।' আবার বলল রানা।

'তুমি কি ক্যানসাসের ওই লোকটার কথা...?'

'যদিও প্যাটার্নটা কি হতে পারে বুঝতে পারছি না,' বলল রানা, ওর ধারণা লিলিয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ও। 'নাম্বি কিছু একটা হবে, নাম্বি অ্যান্ড ট্রিকি—কিন্তু কি সেটা?'

'হ্যাপি বার্থডে!' আচমকা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল লিলিয়ান।

চোখ পিটপিট করল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লিলিয়ানের দিকে। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'ভাবলাম অবাক কিছু একটা বলি। দেখে তো মনে হচ্ছে না তুমি জানো পাশে কেউ আছে।'

'সরি...ক্যানসাসের ওই লোক? তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা কোরো না। এতক্ষণে ওরা তাকে সম্ভবত মেরে ফেলেছে, কিংবা সে নিজেই হয়তো আত্মহত্যা করেছে। অথচ শুধু শুধু। বেচারার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু করার কিছু নেই। প্রশ্ন হলো, তাকেই যে বেছে নেয়া হলো...কেন? হয়তো খাতা খুলে যার নামটা প্রথম চোখে পড়ছে তাকেই ফোন করছে। হয়তো আসলে কোন প্যাটার্নই নেই। কিংবা হয়তো প্যাটার্ন একটা থাকলেও, সেটাকে ঠিক প্যাটার্ন বলা যায় না।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল রানা। র‍্যাকে সাজানো বই-পত্রের দিকে মনোযোগ দিল।

'আমি তোমাকে একটা বই উপহার দিতে চাই,' ফিসফিস করে বলল লিলিয়ান।

'সেক্স ইন মিডনাইট?' একটা বইয়ের নাম পড়ল রানা।

'ওরে আমার সবজান্তা!' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল লিলিয়ান। বইটা শপিং ব্যাগে ভরে হাতে ঝুলিয়ে নিল সে। দাম চুকিয়ে ওখান থেকে সরে এল ওরা। রাস্তায় লোকজন কম, যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। জড়িয়ে ধরার মত একজন রানার পাশেও রয়েছে। কিন্তু উৎসাহ নেই।

'প্ল্যানটা হয়তো আমাকে বদলাতে হতে পারে,' বলল রানা, বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোল ও, ফিফটি-সিক্সথ স্ট্রীট ধরে।

'তোমার একটা প্ল্যান আছে তাই আমার জানা ছিল না।'

'ডলার দরকার। পঞ্চাশ হাজার।' কি যেন ভেবে কৌতুক অনুভব করল রানা। 'পারবে যোগাড় করতে?'

অনেক টাকা, তিন সেকেন্ড ইতস্তত করল লিলিয়ান। তারপর বলল, 'একটাই উৎস, রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝেছি, তুমি চাও না আমাদের এখানকার কারও সাথে আমি যোগাযোগ করি।'

'তা চাই না, কিন্তু টাকাটা আমার দরকার। তোমার পরিচয়

আমেরিকানদের কাছে যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে, দ্বিতীয়বার কিছু ফাঁস হবার থাকছে না। পঞ্চাশ হাজার, বিশ আর পঞ্চাশ ডলারের নোট।'

ট্রাফিক সিগন্যালে যানবাহন থেমে আছে, ছুটে রাস্তা পেরোল ওরা।

'রেসিডেন্টের সাথে কিভাবে আমার যোগাযোগ হয় শোনো,' রানাকে বলল লিলিয়ান। 'সোমবারে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পাই আমি, কোড করা মেসেজ। আমার কিছু বলার থাকলে একই জায়গায় আমার মেসেজ রেখে আসি।' রাস্তার ধারে মেয়েদের একটা টেইলারিং শপ দেখে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলো সে। 'কাল যদি ওখানে মেসেজ রেখে আসি, মঙ্গলবারে হয়তো আমি টাকাটা সংগ্রহ করতে পারব।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এ-ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপজ্জনক। কিন্তু তবু আমাদের ঝুঁকিটা নিতে হবে। ওখানে মেসেজ রেখে আসার পর, টাকাটা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে তুমি। অন্য কোন হোটেলে উঠবে। টাকা পাবার পর স্যাভয়ে ফোন করে মি. ম্যাট ইসটনের নামে একটা মেসেজ রেখে দেবে। তুমি ফোন করার দু'ঘণ্টা পর ঠিক এই জায়গা থেকে দক্ষিণ দিকে ফিফথ এভিনিউয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সোজা ক্যাথেড্রাল পর্যন্ত যাবে তুমি...কি যেন নাম ওটার?'

'সেন্ট প্যাট্রিক?'

'হ্যাঁ। ক্যাথেড্রালে ঢুকে দশ মিনিট প্রার্থনা করবে। ওখানে যদি আমাকে না দেখো, পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরে থারটি রকফেলার প্লাজা পর্যন্ত যাবে, আইস স্কেটিং রিং পেরিয়ে। এন.বি.সি. বিল্ডিঙের আশপাশে সারাক্ষণ প্রচুর লোকজন থাকে, ওটাই তোমার দ্বিতীয় চেক-পয়েন্ট। লক্ষ্য রাখবে কেউ তোমার পিছু নিয়েছে কিনা। যদি নেয়, ওই ভিড়ের মধ্যে তাকে তুমি খসাতে পারবে।'

'ওখানে আমি আমার হারানো স্বামীকে খুঁজে পাব?'

'না। ফরটি-এইটথ বা ফরটি-নাইনথ, দুটোর কোথাও মেট্রোপোল বার দেখতে পাবে—টপলেসের জন্যে বিখ্যাত। ওরা আবার পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভেও অংশ গ্রহণ করে। ওখানে।'

'আমি চাই না আমার স্বামী ওসব দেখুক, পাম কোর্টে থাকলেই তো পারো!'

'টপলেস পর্যন্ত সইতে পারব, কিন্তু বটমলেস...,' হাত জোড় করে মাপ চাওয়ার ভঙ্গি করল রানা।

'এ মা, ছি, ওখানেও...জানতাম না তো!'

'বিশ্বাস না হয় তো চলো এখুনি একবার ঢুঁ মেরে আসি,' প্রস্তাব করল রানা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল লিলিয়ান। 'না। আমি ঘরে যাব।'

'ওহ্-হো,' হেসে উঠে বলল রানা, 'ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি একটা বই কিনেছ।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রানার হাতের উল্টো পিঠে একটা রাম চিমটি কাটল লিলিয়ান। 'ওটা তোমাকে উপহার দেয়া হয়েছে, হাঁদারাম।'

জোরে পা চালাল লিলিয়ান, তার পাশে থাকার জন্যে রানাও হাঁটার গতি দ্রুত করল। 'সোমবারে কোথায় তুমি মেসেজ পৌছে দেবে?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা।'

'আহা, আমাকে জানালে দোষের কিছু নেই...।'

'ভুলে যেয়ো না, তুমি অস্থায়ী। আমাদের লোকাল অপারেশন সম্পর্কে সব কথা তোমার জানার দরকার নেই।'

'নাকি ভাবছ আসল স্কুবা ডাইভার না-ও হতে পারি আমি?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল লিলিয়ান। হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে একবার দেখেও নিল রানাকে। তারপর মাথা নাড়ল।

'কেন, সাগরে কোথাও লোক-বদল ঘটতে পারে না?' চ্যালেঞ্জ করল রানা। 'কে.জি.বি. এজেন্টের সলিল সমাধি ঘটেছে? আমি আমেরিকান?'

'সম্ভব, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।'

পার্ক এভিনিউয়ে এসে পার্কিং লটে থামল ওরা। হাঁটবে বলে মাস্ট্যাঙটা এখানে রেখে গিয়েছিল। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলিয়ান, এক সেকেন্ড পর তাকে অনুসরণ করল রানা।

মনে মনে রানার প্রশংসা করল লিলিয়ান। পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই লক্ষ করছে সে, সারাক্ষণ নিজের চারপাশে নজর রাখছে ও, কিন্তু হাবভাবে সেটা প্রকাশ পায় না। পাশে রয়েছে অথচ অনেক সময় ওর অনেক আচরণের অর্থ বোধগম্য হয় না, পরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তাৎপর্যটুকু ধরা পড়ে। কোন সন্দেহ নেই, এই লোক কে.জি.বি-র একটা সম্পদ।

রানা ভাবছে অন্য কথা। হঠাৎ করেই, প্রায় বিদ্যুৎ চমকের মত, নিজের একটা ত্রুটি লক্ষ করেছে ও। কাজটা কিভাবে শুরু করবে এখনও ঠিক করতে পারেনি, এ-তার এক ধরনের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মেনে না নিয়ে উপায় নেই, মেনে নিয়েছেও। ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, জানে ও। সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক আছে, তবে অস্বস্তিবোধ করছে না, করার দরকারও নেই। ত্রুটিটা হলো, স্ট্যালিনপন্থী কে.জি.বি. এজেন্ট বা রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের তরফ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করছে না ও।

অথচ করা উচিত।

মনে পড়ল, কর্নেল বিকারেন ওকে বলেছেন, টেলি-বমের একটা খাতা রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের কাছে আছে, সেটা পাহারা দেয় গ্রু-র প্রহরীরা। তারমানে ডালচিমস্কি আমেরিকায় যা করছে তার তাৎপর্য মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ঠিকই বুঝতে পারবে। হয়তো এরই মধ্যে বুঝেও ফেলেছে তারা। হয়তো কে.জি.বি-র কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে বসেছে। এখন জানে,

ডালচিমস্কিকে ধরার জন্যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে পাঠানো হয়েছে আমেরিকায়।

রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে এমন অনেক লোক আছে যারা দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে, জানে রানা। তাদের প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়।

নিজের নিরাপত্তার জন্যে কৌশল বদল করতে হবে ওকে। এতক্ষণ শুধু পিছন দিকে নজর রাখছিল, এখন থেকে সামনেও নজর রাখতে হবে।

ভাগ্যিস কিছু একটা ঘটার আগেই ত্রুটিটা দেখতে পেয়েছে সে!

স্ট্যালিনপন্থী বা স্ট্যালিনপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কে.জি.বি. এজেন্ট এবং রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, এরাই তার আসল শত্রু হয়ে দেখা দিতে পারে। সি.আই.এ. বা মার্কিন কোন ইন্টেলিজেন্সকে আপাতত ভয় না পেলেও চলবে।

তারপর ভাবল, এ-ধরনের একটা চিন্তা হঠাৎ করে আমার মাথায় এলই বা কেন? সামনে কোন বিপদ নেই তো?

খুক করে কাশল লিলিয়ান, তারপর বলল, 'পুতুলটা কিন্তু যান্ত্রিক নয়।'

বাস্তবে ফিরে এল রানা। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'সে আমি বইটা উপহার পেয়েই বুঝেছি।'

দু'জনের কেউই জানে না, শেষ পর্যন্ত কি গতি হবে বইটার।

গাড়ি রেখে হোটেলের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। 'আজ যে ফুল কিনলে না?' জিজ্ঞেস করল লিলিয়ান।

'কারণটা অবভিয়াস নয়? দু'জনের মাঝখানে আজ কোন কাঁটা চাই না।'

হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল লিলিয়ান।

রাত বেশি হয়নি, তবু স্যাভয়ের রিসেপশনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগল। রিসেপশনে ঢোকার সময় একটু পিছিয়ে পড়ল রানা, কারণ জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছে লিলিয়ান।

সোফায় সুন্দরী একটা মেয়ে বসে আছে, উল্টোদিকের সোফায় বসা তিনজন মধ্য বয়স্ক লোক নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে তার দিকে। আরেক ধারে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে আছে ওভারকোট পরা এক প্রৌঢ়, খবরের কাগজ পড়ছে। এই সময় খবরের কাগজ পড়ছে, একটু অস্বাভাবিক নয়? রিসেপশন কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাট এক লোক।

এলিভেটরের সামনে পৌছে গেছে লিলিয়ান। ঢোকার সময় উপস্থিত সবাই ওদের দিকে একবার করে তাকিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ তাকিয়ে নেই।

কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে এগোল রানা। এলিভেটরের সামনে, বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলিয়ান ওর দিকে পিছন ফিরে। এগারোতলায় রয়েছে এলিভেটর, নামছে নিচের দিকে।

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হঠাৎ রানার ইচ্ছে হলো দাঁড়িয়ে পড়ে। জিনিসটা কি জানে না, কিন্তু বেমানান কিছু একটা লক্ষ করেছে ও। রিসেপশনে ঢোকার সাথে সাথে। কি? প্রৌঢ় লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে?

না। অন্য কিছু।

এলিভেটরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ও। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। কি?

ঘামতে শুরু করল রানা।

পিছনে পরিচিত পায়ের আওয়াজ থেমে যেতে ঘাড় ফেরাল লিলিয়ান। দেখল ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রানা, ফিরে যাচ্ছে রিসেপশনের দরজার দিকে।

কি? একই প্রশ্ন রানার মনে। ঠিক করেছে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে, নতুন করে আসার সময় হয়তো চিনতে পারবে জিনিসটা।

কাউন্টার ঘেঁষে যাবার সময় থমকে দাঁড়াল রানা, খুশি হয়ে উঠল মন। কাউন্টারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাট, সুবেশী লোকটা। হাতে খুলে একটা রেডিও। ছোট এবং সস্তা। সাজসের অভিজাত পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। রেডিওটা কানের কাছে ধরে একমনে যন্ত্রসঙ্গীত শুনছে লোকটা।

সকৌতুকে রানার দিকে তাকাল সে। কিন্তু সিধে হলো না। সবিনয়ে হাসল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে বো করল। 'সুন্দর তো!' বলে অপ্রত্যাশিতভাবে হাত বাড়িয়ে রেডিওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল, কিন্তু হাসিটুকু ম্লান হলো না।

'এ কি অভদ্রতা!' ঝট্ করে সিধে হয়ে প্রতিবাদ জানাল লোকটা।

এলিভেটরের কাছ থেকে রানাকে লক্ষ করছে লিলিয়ান। সে একা নয়, সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

লোকটার কথা রানা যেন শুনতে পায়নি। চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রেডিওটা। 'মেড ইন জাপান। জাপানীরা ছাড়া এত সুন্দর জিনিস আর কারাই বা তৈরি করবে! ক'টা ব্যান্ড, স্যার?' চামড়ার কেসে আঙুল বুলাচ্ছে ও, যেন আদর করছে।

কয়েক কদম এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল লিলিয়ান। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। রানা হয়তো চাইছে না এর মধ্যে নাক গলাক সে।

মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে রানা। ছি, ছি—এ-ধরনের একটা সিন ক্রিয়েট করা উচিত হয়নি। না তাকিয়েও লক্ষ করল, সবাই বিরক্ত হয়েছে ওর আচরণে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব।

লোকটা বলল, 'ক'টা ব্যান্ড তা জেনে আপনার কি দরকার? দিন, আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে!'

শব্দ করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। দু'জন পুরুষ, আর একটা মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

'দুঃখিত,' ম্লান কণ্ঠে বলল রানা। 'উচিত ছিল আপনার অনুমতি নিয়ে...'

রেগেমেগে রানার দিকে পিছন ফিরল লিলিয়ান।

ছোঁ দিয়ে রেডিওটা নিতে গেল লোকটা। কিন্তু রানা ছাড়ল না। চামড়ার কাভারের নিচে, রেডিওর এক কিনারায়, ছোট্ট একটু জায়গা ফুলে আছে।

ঝট্ করে এলিভেটরের দিকে তাকাল রানা। ঠিক এই সময় রেডিওটা নেয়ার জন্যে আবার ছোঁ দিল লোকটা। ফোলা জায়গাটার ওপর আঙুল চেপে রেখেছিল রানা, চাপ পড়ল তাতে।

বিস্ফোরিত হলো এলিভেটর।

দশ

মনে হলো গোটা হোটেলটাই বিধ্বস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল রানা, কিন্তু ছিটকে পড়ল রেডিওর মালিক দু'হাত দিয়ে ওর বুকে ধাক্কা দেয়ায়। স্লো-মোশন ছায়াছবির মত ঘটতে লাগল ঘটনাগুলো। সাদা আর কালো ধোঁয়ায় এলিভেটরের সামনে লিলিয়ান সহ আরও তিনজন ঢাকা পড়ে গেল। ঘন ধোঁয়ার ভেতর দরজা আকৃতির একটা আগুন দেখতে পেল রানা, বুঝল এলিভেটরের ক্যারিজ জ্বলছে। মেঝেতে ছিটকে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে ও, পকেট থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তলটা, কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হলো—ধাক্কা খেয়ে যেখানে পড়েছিল রানা সেখানকার মেঝের ছাল তুলে দেয়ালে গিয়ে লাগল বুলেটটা। এলিভেটরের সামনে থেকে আহতদের গোঙানি ভেসে এল।

রিসেপশন হলের দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফেরাল রানা, মেঝেতে কনুই রেখে পিস্তলের ট্রিগার টিপল। সুবেশী লোকটার কোটের প্রান্ত ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

শূন্যে একটা খবরের কাগজ উড়তে দেখল রানা। প্রৌঢ় লোকটা দরজার কাছে পৌঁছে, হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে কাগজটা। গুলি করতে যাবে রানা, ওর ঘাড়ের ওপর আছাড় খেলো কে যেন। দরজার চৌকাঠে লাগল বুলেট। বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

ঝট্কা দিয়ে শরীরটাকে সরাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। নরম একটা শরীর।

'চলো, পালাই!' ফুঁপিয়ে উঠল লিলিয়ান।

তাকে ধরে দাঁড় করাল রানা। এতক্ষণে হাতের শপিং ব্যাগটা ফেলে দিল লিলিয়ান। এক হাতে তার কব্জি ধরল রানা, আরেক হাতে শপিং ব্যাগটা তুলল। ব্যাগের মুখ গলে মেঝেতে পড়ে গেল বইটা।

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.t

শপিং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, এক হাতে পিস্তল, অপর হাতের ভাঁজে লিলিয়ানকে নিয়ে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। হোটেলের চওড়া গেট দেখা গেল দূরে, কালো একটা মার্সিডিজ তীব্র বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গ্যারেজ থেকে মাস্টাং নিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল, তিনজন আহত মানুষকে ধরাধরি করে রিসেপশন থেকে বের করা হচ্ছে। এই তিনজনই এলিভেটর থেকে নেমেছিল।

'কোথায় লেগেছে তোমার?'

'কোথাও না,' বলল লিলিয়ান, চোখ মুছল রুমাল দিয়ে। আহতদের দিকে তাকাল সে। কারও আঘাতই মারাত্মক নয়, তবে তিনজনই খোঁড়াচ্ছে। শুধু একজনের নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখা গেল। 'আমার সামনে ওরা ছিল বলে...আমি শুধু ছিটকে পড়ে যাই...রবিন, ওরা আমাদেরকেই...তাই না?'

'হ্যাঁ।' উঁচু আর শক্ত হয়ে উঠল রানার চোয়ালের হাড়। হোটেলের গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল মাস্টাং। ও জানে, একা শুধু ওকে নয়, ওদের দু'জনকেই খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিলিয়ান একা এলিভেটরে চড়লে লোকটা হয়তো রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিত না। দু'জন একসাথে চড়লে দিত। ও কখন একা এলিভেটরে চড়ে তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করত না আততায়ী।

একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে জানে রানা। লিলিয়ান এই হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত নয়। আমেরিকানরা এর সাথে জড়িত নয়। স্ট্যালিনপন্থী কে.জি.বি. এজেন্ট ছিল ওরা? নাকি রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-জি.আর.ইউ.?

সবচেয়ে ভীতিকর প্রশ্নটা হলো, আততায়ীরা ওদের ঠিকানা জানল কিভাবে?

সাগর থেকে উঠে আসার পর ওকে বা ওর সাথে দেখা হবার পর লিলিয়ানকে কেউ অনুসরণ করেনি। এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত।

তাহলে?

'কি ভাবছ?'

সাইরেন বাজাতে বাজাতে পুলিসের দুটো গাড়ি ছুটে গেল হোটেল ...াজের দিকে, পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। রানা বলল, 'গাড়িটা আর ব্যবহার ...রা উচিত হবে না।'

'টোয়েনটি-সেভেনথ্ এভিনিউ, অ্যাভিস কোম্পানী-চলো ফিরিয়ে দিয়ে ...াসি।'

'ভাবছি...'

'জানি। ওরা জানল কিভাবে কোথায় আছি আমরা।'

'এনি আইডিয়া?'

মাথা নাড়ল লিলিয়ান। 'কেউ আমাদের অনুসরণ করলে টের পেতাম।'

'যেভাবে হোক জেনেছে,' বলল রানা। 'কিভাবে, বুঝতে না পারা পর্যন্ত

আমরা নিরাপদ নই।'

রানার মত লিলিয়ানও চিন্তিত। 'জানি।' একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কোন প্ল্যান করছ?'

'গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে গোল্ডেন ইন হোটেলে উঠব। টাকা পাবার পর ওখানে তুমি ফোন করে মেসেজ দেবে। আগের প্ল্যানই ঠিক থাকল।'

হঠাৎ জানতে চাইল লিলিয়ান, 'কারা দায়ী, রবিন? ওদের পরিচয় কি?'

'আমেরিকানরা হতে পারে?'

'আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও।'

'যদি ধরেও নিই, ওরা তোমার সম্পর্কে জেনে ফেলেছে,' বলল লিলিয়ান, 'তাহলেও তোমাকে ওদের মারতে চাওয়ার কোন কারণ নেই। বড় জোর ওরা তোমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করতে পারে।'

'তোমার সাথে আমি একমত।'

'তাহলে?'

'নিজেই বোঝার চেষ্টা করো। পার্টি তো খুব বেশি নয়।'

'কে.জি.বি. নয়, কারণ ওরাই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে আমাদেরকে,' বলল লিলিয়ান। 'স্ট্যালিনপন্থীরা?'

'ডালচিমস্কিকে ধরার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে, ওদের তা জানার কথা নয়।'

'ডালচিমস্কি!'

'হ্যাঁ।'

'যার খোঁজে এসেছ তুমি...?'

'হ্যাঁ।'

ব্যাপারটা হজম করার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লিলিয়ান। 'তাহলে বাকি থাকল শুধু,' একটু পর বলল সে, 'গ্রু।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ধারণা...?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল লিলিয়ান। 'ওরা চায় না ডালচিমস্কি ধরা পড়ুক?'

'তা হয়তো চায়। কিন্তু আমাকে পাঠানোটা ওদের হয়তো পছন্দ হয়নি। হয়তো আমার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই। ক্লাসিফায়েড অনেক তথ্য জানি আমি-ওরা হয়তো ভাবছে, সেগুলো আমি আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি। ডালচিমস্কি যেমন বিপজ্জনক, আমাকেও সেরকম বিপজ্জনক বলে মনে করছে।'

'কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারকে ব্যাপারটা জানানো দরকার,' বলল লিলিয়ান। 'ওরা নিশ্চয়ই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ভুলটা ধরিয়ে দেবে।'

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'ঞ্জ ভুল করে এ-সব করছে না,' তিক্ত হাসল রানা। 'বুঝে-শুনে করছে। ওরা ওদের নিজস্ব নীতিতে চলে, বেশিরভাগ সময়ই কে.জি.বি-র প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুমোদন করে না।'

'কিন্তু তা কি করে হয়!' প্রতিবাদের সুরে বলল লিলিয়ান। 'নিজেদের লোকেরা আমাদের মারার চেষ্টা করবে, আমরা তাহলে কাজ করব কিভাবে?'

শান্ত ভাবে বলল রানা, 'এরই নাম এসপিওনাজ। বা বলতে পারো প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব। শান্তির দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে আমাকে, আর শান্তির শত্রু স্বপক্ষ বিপক্ষ সবখানেই আছে। ওদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।'

চেহারায় রাগ আর অসহায় ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লিলিয়ান বলল, 'ঞ্জ কি করছে, হেডকোয়ার্টার তা জানে না বলতে চাও? ওরা আমাদের সাবধান করেনি কেন?'

'যোগাযোগ করার নির্দিষ্ট সময় আছে,' বলল রানা। 'তখন হয়তো করবে।'

রেন্ট-এ-কার কোম্পানী অ্যাফিসে মার্স্টাং রেখে ট্যাক্সি নিল ওরা। গোল্ডেন ইনের সাততলায় ডাবল বেডের একটা কামরা ভাড়া করল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় ছাড়ল লিলিয়ান, নাইট-ড্রেস পরে শুয়ে পড়ল বিছানায়। গায়ে চাদর টেনে উপুড় হলো সে।

ঘরে শুধু শেড পরানো টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে কার্পেটের ওপর পায়চারি করছে রানা। গালে হাত দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লিলিয়ান। তাকিয়ে আছে, আর কি যেন চিন্তা করছে।

'শোবে না?' দশ মিনিট পর জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুম আসবে না।' সিগারেট ধরাল রানা।

'আমাকে একটা দেবে?'

বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। লিলিয়ানকে সিগারেট দিয়ে বিছানার কিনারায় বসল। হেলান দিল বালিশে।

লিলিয়ানের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অপর হাতটা রানার বুকে রাখল সে।

'লিলি, তোমার হাত কাঁপছে!' সিধে হলো রানা।

'এতক্ষণ আমরা লাশ-কাটা ঘরে থাকতাম, তাই না?' ফিসফিস করে বলল লিলিয়ান। 'ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে আমরা বেঁচে আছি।' শিউরে উঠল সে।

'এরপরের বার হয়তো থাকব না,' নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে গেল রানার কণ্ঠস্বর।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লিলিয়ান। কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বলল, 'আমরা স্যাভয়ে উঠেছি ওরা জানত, সেজন্যে তুমি আমাকে দায়ী ভাবছ?'

'তোমার কানের দুল জোড়া,' শুকনো গলায় বলল রানা, 'অস্বাভাবিক ভারী।'

কেঁপে উঠল লিলিয়ান। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে, 'হ্যাঁ।'

'আমি তাহলে ঠিক ধরেছি?' কয়েক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করল রানা।

উঠে বসল লিলিয়ান। কান থেকে দুল জোড়া খুলে রানার হাতে গুঁজে দিল। বাঁ হাতের তালু থেকে একটা দুল ডান হাতে নিল রানা। দুটোর ওজন অনুভব করল। একটা হালকা, অপরটা একটু ভারী।

হালকাটা লিলিয়ানকে ফেরত দিল রানা, ভারীটা নিয়ে বিছানা ছাড়ল। টেবিল ল্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল সেটা। পিনের মাথার মত ছোট্ট একটা বোতাম রয়েছে, চাপ দিতেই চৌপর আকৃতির দুল দু'ফাঁক হয়ে গেল, ভেতর থেকে খসে পড়ল অতি ক্ষুদ্র একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। দেখেই চিনতে পারল রানা—রাশিয়ার তৈরি ব্লিপার-সিগন্যাল পাঠানোর অত্যাধুনিক যন্ত্র। অন করা অবস্থায় অনবরত পিপ-পিপ সিগন্যাল পাঠিয়ে চলেছে, কিন্তু আওয়াজটা শুধু রিসিভারে শোনা যাবে। এত শক্তিশালী ব্লিপার জাপানী বা আমেরিকানরাও তৈরি করতে পারেনি, দেড় হাজার মাইল দূরের রিসিভারও সিগন্যাল রিসিভ করতে পারবে। রাশিয়ানদের এই ব্লিপার আমেরিকা সহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক ইন্টেলিজেন্সও ব্যবহার করে বলে শুনেছে রানা।

ওর পিছনে এসে দাঁড়াল লিলিয়ান। রানার কাঁধে একটা হাত পড়ল। 'কিছু বলছ না যে?'

হাসতে চেষ্টা করল রানা। 'কে.জি.বি. রেসিডেন্টের নির্দেশ তুমি অমান্য করতে পারোনি, তাই না?'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপল লিলিয়ান। 'হ্যাঁ। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে এটার সাহায্যে আততায়ীরা জানতে পারে আমরা স্যাভয়ে উঠেছি, তাহলে...তাহলে এ-ও ধরে নিতে হয় যে রেসিডেন্ট আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছেন। তা কি করে হয়, রবিন?'

'রেসিডেন্ট কয়েকশো লোককে নিয়ে কাজ করেন,' বলল রানা। 'তাদের মধ্যে দু'একজন স্ট্যালিনপন্থী বিদ্রোহী থাকতে পারে না?'

'রেসিডেন্ট স্বয়ং নন, তুমি জোর করে বলতে পারো?'

'মস্কো পুরোপুরি নিঃসন্দেহ না হয়ে ওই লোককে ওয়াশিংটন দূতাবাসে কালচারাল অ্যাটাশে করে পাঠায়নি,' বলল রানা। 'ওই লোকের পক্ষে বেঈমানী করা সম্ভব নয়, কারণ তা করলে নিশ্চয়ই রাশিয়ায় তার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে বলে জানে সে।'

'তুমি চাও রেসিডেন্টকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলি যে তার দলে বেঈমান আছে?'

ব্লিপারটা আগেই অফ করেছে রানা, কার্পেট খানিকটা সরিয়ে মেঝেতে ফেলল সেটা, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করল। 'দরকার কি? রেসিডেন্ট সতর্ক হয়ে গেলে বেঈমানটা বা বেঈমানরাও সতর্ক হয়ে যাবে। তারচেয়ে আগে আমাদের কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হোক, মস্কোয় ফেরার আগে

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রেসিডেন্টের সাথে আমি নিজে কথা বলব।'

'দায়িত্ব কমে যাওয়ায় অনেক হালকা হয়ে গেলাম আমি,' বলল লিলিয়ান।

'তা বটে,' মনে মনে হাসল রানা। কিন্তু জানে, রহস্যের কোন মীমাংসাই হলো না।

ওকে আবার সিগারেট ধরাতে দেখে বাধা দিল লিলিয়ান। হাত থেকে সিগারেট আর লাইটার কেড়ে নিয়ে বলল, 'না। শোবে চলো। তুমি না শুলে আমার ঘুম আসবে না।'

জুতো খোলার আগে শপিং ব্যাগটা তাঁতিপাতি করে খুঁজল রানা।

'কি খুঁজছ?' হাসি চেপে বিছানা থেকে জানতে চাইল লিলিয়ান।

'বইটা গেল কোথায়?'

লিলিয়ানের সুরেলা হাসিতে ভরে উঠল ঘর। 'ব্যাগ থেকে ওটা পড়ে গেছে, স্যাভয়ের রিসেপশনে।'

'হায় হায়! পড়ে যেতে দেখলে অথচ তুললে না?' ব্যাগ রেখে বিছানায় এসে বসল রানা।

'আসলে ওটার দরকার আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল লিলিয়ান। চাদরের নিচে ঢুকে গেল সে, শুধু মুখটা বাইরে থাকল। 'বই দেখে রান্না করা যায় বটে, কিন্তু সে রান্না কি খাবার উপযুক্ত হয়?'

'তাহলে প্রেজেন্ট করেছিলে কেন?' বালিশে মাথা দিয়ে শুলো রানা, চাদরের তলায় ঢুকছে।

'বলতে পারো ফাঁদ পেতেছিলাম,' চাদরের নিচে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বলল লিলিয়ান।

'সে ফাঁদে আমি কি ধরা দিয়েছি?'

জবাব না দিয়ে শরীরটাকে দ আকৃতির মত করে রানার বুকে মুখ লুকাল লিলিয়ান। চিবুকটা ঠেকে আছে রানার বুকে, নাকটা গলার কাছে, একটা হাত রানার বগলের নিচ দিয়ে পিঠে চলে গেছে, অপর হাতটা রানার কাঁধ আর বালিশের মাঝখান দিয়ে মাথার চুল ছুঁয়েছে।

অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। বার কয়েক কেঁপে কেঁপে উঠল লিলিয়ান, দু'চার বার উঁ-আঁ করল, তারপর তার আর কোন সাড়া পেল না রানা। মনে মনে হাসল ও। মস্ত একটা ফাঁড়া কেটেছে লিলিয়ানের, বিপুল স্বস্তিবোধ ক্লান্ত করে তুলেছে তাকে।

এগারো

'সাবধানে থেকো, রবিন,' বলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো লিলিয়ান,

রানার ঠোঁটে হালকাভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে পিছিয়ে গেল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করল রানা, কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মিনিট। চিন্তিত।

মনে মনে জটিল একটা অঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করল ও। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল—ও যা করছে ঠিকই করছে। প্ল্যান বদল করতে হলে আরও অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হবে ওকে।

টিভি খুলে বাথরুমে ঢুকল রানা, ব্রেকফাস্ট সেরে আরেকবার দাঁত ব্রাশ করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় দিনের প্রথম দুঃসংবাদটা কানে এল।

ব্রাজিলে প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে, তার ওপর এন.বি.সি. রিপোর্টার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর ঘোষণা করল, কাল বিকেলে চ্যানিউটে যা ঘটেছে তার রহস্য ভেদ করার জন্যে কানসাস আর ফেডারেল পুলিস এখনও জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। 'অন্তর্ঘাতক বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে সে, এখন কি হয় বলা যায় না। কাল রাতে হেলিকপ্টারে করে ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে, ওখানকার সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার।' সবশেষে রিপোর্টার আরও বলল, 'পরিচয় উদ্ধার করা না গেলেও, পুলিস তার নীল মটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর চেক করে দেখছে।'

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল রানার। লোকটার তো ধরা না পড়ে সুইসাইড পিল খাবার কথা, খায়নি কেন?

সামরিক হাসপাতাল, ওখান থেকে কাউকে বের করে আনা সহজ কথা নয়। ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন যদি বেঁচে যায়, তার মুখ খোলার আশঙ্কা থেকেই যাবে। সোডিয়াম পেন্টোথাল বা অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করবে আমেরিকানরা, ব্যস, বকবক করে সব ফাঁস করে দেবে ইলিয়টসিন। অন্যান্য টেলি-বম বা তাদের টার্গেট সম্পর্কে সে যদি কিছু না-ও জানে, আমেরিকানরা অনায়াসে তাদের অস্তিত্ব আন্দাজ করে নেবে।

কাজেই ইলিয়টসিনের মুখ বন্ধ করার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে।

এসব কি ভাবছি আমি, নিজেকে তিরস্কার করল রানা। একশো ছত্রিশজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তাদের খুন করতে নয়। কিন্তু ইলিয়টসিন মারাত্মক একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?

তা বটে। সুতরাং চিন্তা করে দেখো কিভাবে তাকে সামরিক হাসপাতাল থেকে বের করে আনা যায়। হ্যাঁ, কাজটা কঠিন। কিন্তু একেবারেই অসম্ভব কি?

ওরা তাকে কড়া পাহারায় রেখেছে। তাকে বের করতে

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আত্মহত্যা করতে চাওয়া।

মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি! ব্যাটা সুইসাইড পিল খায়নি কেন!

সুটেডবুটেড হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। সুপারমার্কেটে এসে একটা রেডিমেড গার্মেন্টের দোকানে ঢুকল। তিনটে শার্ট, অতিরিক্ত আন্ডারওয়্যার আর মোজা, একটা স্পোর্টস জ্যাকেট, ধুয়েই পরা যায় এক জোড়া স্ল্যাকস, সাদা ক্যানভাস ডেক শু, আর ব্রাউন লোফার কিনল। থার্ড এভিনিউয়ে বেরিয়ে এসে খাটি সিল্কের রঙচঙে কিছু টাই দেখল একটা দোকানের শোকেসে, আঠারো ডলার দিয়ে একজোড়া কিনল—নীল আর লাল। এই একই মানের জিনিস মস্কোয় থাকতেও কিনেছিল, প্রায় অর্ধেক দামে। হোটেলে ফিরে এসে প্রথমেই চেক করল কামরার কোথাও সাব-মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক লিসনিং ডিভাইস রোপণ করা হয়েছে কিনা।

হোটেলের রেস্তোরাঁয় নেমে এসে এক কাপ কফি খেলো রানা। গ্যাম্বলিং হলে ঢুকে রুলেৎ টেবিলে পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরে ভাগ্য পরীক্ষা করল। হেরে গিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই বলে যে পরে এক সময় লোকসানটা পুষিয়ে নেয়া যাবে।

সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রালটা একবার চেক করে দেখা দরকার। বিশেষ করে ভেতরের বে-আউট। এ-ধরনের কাজ খুব গুরুত্বের সাথে নেয় রানা, আলসেমি করে এড়িয়ে যায় না। আজও বেঁচে আছে ও, তার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা।

ক্যাথেড্রালে যারা প্রার্থনা করতে যায় তাদের নিয়ে কোন দুর্ভাবনা নেই রানার। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে ওর, অনেক ক্যাথেড্রালেই গুপ্তচররা পরস্পরের সাথে দেখা করে, মেসেজ আদান-প্রদান করে, এমনকি অ্যামবুশও পেতে থাকে।

ব্রডওয়ে আর এইটথ এভিনিউয়ের মাঝখানে ফরটি-সেকেন্ড স্ট্রীট। ফেরারী, নেশাখোর, পতিতা, বখাটে কিশোর, ছেঁড়া কম্বল গায়ে আশ্রয়হীন বৃদ্ধা, আধ-পাগল, অবহেলিত পঙ্গু, পর্ণোগ্রাফীর ঝোলা হাতে ফেরিওয়ালা, আর কৌতূহলী ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগেই আছে। ভিড় ঠেলে হন হন করে হাঁটতে লাগল রানা, কারও চোখে সরাসরি তাকাল না। রসুন আর পোড়া চর্বির গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। এইটথ এভিনিউ পেরিয়ে এসে স্যাঁৎ করে গান শপে ঢুকে পড়ল ও। রাস্তার ধারে শো-কেসে আশ্চর্য সব অস্ত্র—গুর্খা ছুরি, ব্রিটিশ লী-এনফিল্ড রাইফেল, সেমি-অটোমেটিক কারবাইন, দেখতে অনেকটা ইউ.এস. আর্মি-র এম-ফরটিনের মত।

রানার একটা হান্টিং রাইফেল দরকার, যেন দুশো গজ দূর থেকে একজন মানুষকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। দেখে-শুনে একটা উইনচেস্টার পয়েন্ট টু সেভেন জিরো পছন্দ হলো ওর। সাথে রয়েছে একটা ভ্যারিয়েবল রেডফিল্ড স্কোপ, নাইন পাওয়ার পর্যন্ত ম্যাগনিফিকেশন। একটা শোল্ডার-স্লিং, গান ব্যাগ আর দুই বাক্স শেলও কিনল। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না, শুন

গুন করতে করতে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

চুলাখে যেন কুইকের বিধবা স্ত্রীকে জেরা করছে ফেডারেল এজেন্টরা—এবার নিয়ে নয় বার। বিল, ক্যাশমেমো, আইডেনটিটি কার্ড, বীমা পলিসি, পাসপোর্ট, ব্যাঙ্কের চেক—যেন কুইকের যাবতীয় কাগজ-পত্র টেবিলের ওপর স্তূপ করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করছে মিসেস কুইক। পাইলট স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে কেন তারা এত কথা জানতে চাইছে তা তার বোধগম্য হলো না। বিয়ের আগে তার স্বামী কোথায় ছিল, কেমন ছিল—এসব প্রশ্নের বিশদ বিবরণ কি তার পক্ষে দেয়া সম্ভব? তবু আন্তরিকতার সাথেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে। সোশাল সিকিউরিটির পেনশন স্কীমের কল্যাণে মাসে মাসে যে টাকাটা তার পাবার কথা, স্বামীর অবর্তমানে বেঁচে থাকার বিরাট একটা ভরসা হতে পারে সেটা। কাজেই ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো এই সরকারী লোকদের অসন্তুষ্ট করার কোন ইচ্ছে তার নেই। সেই একই কথা আবার তাদেরকে বলল সে—যেন কুইকের কৈশোর কেটেছে মিনিয়াপোলিসে, হাইস্কুলের পড়াশোনাটা সেখানেই শেষ করে সে। তারপর কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, ওখানে দু'বছর থাকার সময়ই প্লেন চালাতে শেখে...।

'সাপ্তাহিক মীটিঙে কি আলোচনা হলো?' সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার, ল্যাংলি—ঘসের ঘরে ঢুকে জানতে চাইল কমপিউটর বিজ্ঞানী চ্যারিটি উডক্টক।

'ঘোড়ার ডিম আলোচনা হলো!' কর্নেল জন ক্যাসেল তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিল। প্রতি সোমবার ওয়ার্কিং গ্রুপ সিক্স পেন্টাগনে এই মীটিঙে বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টা ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে তাতে।

'বিগ বড বা বিটার ক্যাস্ত্রি সম্পর্কে নতুন কিছু?' জানতে চাইল উডক্টক, অপারেশন নুটোর কোড নেম উচ্চারণ করল সে।

'ইতিমধ্যে যা জেনেছি তারচেয়ে বেশি কিছু না। ও.এন.আই-এর এক ভাঁড় একটা রিপোর্ট পড়ার সময় এমন ভান করল যেন সমার বা ওই জাতীয় কিছু দেখেছে সে। লং আইল্যান্ডের কাছ ঘেঁষে একটা সাবমেরিন নাকি গেছে। ওরা রেডিও সিগন্যালও টেপ করেছে—কোথাকার কে এক রোমিও সম্পর্কে। কোডেড সিগন্যাল, এন. এস.এ. এক্সপার্টরা কোড ভেঙেছে। সবাই ভারি উত্তেজিত। কিন্তু আমি মাতিনি।'

'রেগে জাননি তো?' উকিলের মত কৌশলে প্রশ্ন করল উডক্টক।

'আরে না, একেবারে অবোধ বাচ্চাকের মত ঠাণ্ডা ছিলাম, চ্যারিটি!'

চ্যারিটি উডক্টকের চোখ জোড়া ক্ষীণ একটু বিস্ফারিত হলো। মনে মনে ভাবল, লোকটা জানে ফার্স্ট নেম ধরে ডাকলে বিরক্ত এবং অস্বস্তি বোধ করে সে, তবু হালকা পরিবেশের সুযোগ নিতে কখনও তার ভুল হয়

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

না। লোকটা যদি আমার বস্ না হত রে! দেখো কি সাহস, আবার আমার নতুন ব্রেসিয়ারের দিকে কেমন জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে! আমার ধারণাই ঠিক, লোকটা মানসিক প্রতিবন্ধী।

'আমি খুব হাঁক-ডাক ছাড়ল, তারা নাকি হাওয়াই-এর কাছে চাঁদের তৈরি কিছু অস্ত্রশাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। আর এয়ারফোর্সের গর্ব হলো, মিলিয়ন ফিট ওপর থেকে আরও কিছু ছবি তুলেছে তারা। এই কাজটা খুব ভাল পারে ওরা, ছবি তুলতে। ভাবনার কিছু নেই, আগাগোড়া নির্বোধ সেজে বসে ছিলাম আমি। ঘন ঘন শুধু মাথা ঝাঁকিয়েছি। ভুল একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি। বরং ওদের আমি কিছু উপাদেয় খোরাক সাপ্লাই দিয়েছি, যাতে আমাদের ব্যাপারগুলো থেকে মনোযোগ ছুটে যায়। নতুন পোলিশ অ্যাটাশে আসছে, মায়ামিতে একটা ট্রান্সমিটার রয়েছে, ইত্যাদি। কাজ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে সবাই।'

'তাহলে তো ভালই।'

'তোমার এদিকে খবর কি? সঙ্কটের কোন আভাস পাচ্ছ?' চট্ করে একবার কমপিউটার বিজ্ঞানীর বুকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল জন ক্যাসেল।

'বেন সুইটল্যান্ড ফোন করেছিলেন।

'নিখাদ ভদ্রলোক,' মন্তব্য করল কর্নেল, হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে চুরুট বের করল একটা।

'বেন সুইটল্যান্ড সি.আই.এ. ডিরেক্টরের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এবং একটা ইতর, ঠিক আপনার মত,' শেষ শব্দ তিনটে মনে মনে বলল চ্যারিটি উডকক।

মাথা ঝাঁকাল জন ক্যাসেল, নীলচে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। 'আমিও তাই বোঝাতে চেয়েছি—সব কথাই কি আমরা উল্টো করে বলছি না?' মধুমাখা হাসি উপহার দিল সে। 'তা, কি চায় সে?'

'বলল, ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন...,' বাধা পেয়ে থেমে গেল চ্যারিটি উডকক। দরজায় নক হচ্ছে।

'ইয়েস, কাম ইন,' ধনকের সুরে বলল কর্নেল।

'আমি চ্যাপেল, স্যার,' দরজা সামান্য একটু খুলল প্রথমে, বাইরে থেকে ভেসে এল সবিনয় কণ্ঠস্বর। 'কন্ট্রোল রুমে কাজ আছে, আমার একটা পাস দরকার ছিল...।' ভেতরে উঁকি দিল চ্যাপেল।

'এখন নয়, পরে—যাও!'

বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'হ্যাঁ।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল জন ক্যাসেল।

'ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন,' বলল উডকক, 'আপনার কাজিনের কাছ থেকে আপনি কোন খবর পেয়েছেন কিনা।'

'তুমি কি বললে, চ্যারিটি?' ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে নিজের সামনে ধোঁয়ার একটা আড়াল তৈরি করল জন ক্যাসেল।

'বললাম, কোথায় আছে তা আমরা জানি। সময় মত বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাব।'

'গু-উ-উ-ড! এই, ভাল কথা, তোমাকে আমি চ্যারিটি বলে ডাকলে তুমি আবার কিছু মনে করো না তো?'

'মনে করলেই বা কি? সবাই কি আর বসওয়াস ত্যাগ করতে পারে? তবে নাম নিয়ে ততটা মাথা-ব্যথা আমার নেই। আমি সম্পর্ক আর মর্যাদার গুরুত্ব দেই।'

'আমিও তোমারই দলে। আমি চাই না তুমি ভাবো সম্পর্কটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনছি।' কথা শেষ করে চ্যারিটি উডককের নতুন ব্রেসিয়ারের ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে।

রাইফেল নিয়ে গোল্ডেন ইনে ফিরল না রানা। ওয়েস্ট ফরটি-সেকেন্ড স্ট্রীটে অ্যাভিসের একটা শাখা রয়েছে, বু প্লাটিক মোড়া আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড দেখিয়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত একটা ডজওয়াগন ভাড়া করল। পিছনের কম্পার্টমেন্টে রাইফেল আর শেল ভরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

কেনাকাটা শুরু করল রানা। দেড় ঘণ্টা ধরে পাঁচ-সাতটা দোকানে অভিযান চলল। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রে ঠাসা নতুন সুটকেস নিয়ে এইটথ এভিনিউয়ের বব হাডসন মোটেলে উঠল ও। বিপদের মধ্যে আছে, এলিভেটরকে ভয় করা উচিত বলে তিনতলার একটা কামরা পছন্দ করল। ইমার্জেন্সির সময় যদি পালাবার দরকার হয়, এক খুল-বারান্দা থেকে আরেক খুল-বারান্দায় লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে আসা ওর জন্যে কঠিন হবে না। উভয়ের ধারেকাছে না যাওয়াই ভাল, এখন থেকে বব হাডসনই ওর সেফ হাউস। সুটকেস খুলে তিনটে জিনিস বের করল ও—দু'জোড়া মোটোরোলা ওয়াকি-টকি, ব্যাটারিচালিত এ. এম./এফ.এম. রেডিও, আর আড়াইশো ডলার দিয়ে কেনা শর্টওয়েভ রিসিভার। সবশেষে টুল কিট বের করে এ.এম./এফ.এম. ইউনিটটাকে মডিফাই করতে বসল। কাজটা শেষ করার পর এফ.বি.আই. যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে তা এখন শুনতে পাবে ও। দীর্ঘ কয়েক মিনিট একমনে শুনলও রানা, কাজটায় কোন খুঁত নেই বুঝতে পেরে সন্তুষ্টির ক্ষীণ হাসি দেখা দিল ঠোঁটে। এরপর রানা টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে ওয়েস্ট টোয়েনটিথ স্ট্রীটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে মস্কোয়, ক্রোপতকিন স্ট্রীট থেকে জেনারেল কায়কোভস্কির খোলা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। চুরুটের গন্ধ আর ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে ঘরের পরিবেশ, দু'জনের চেহারাই ক্লান্তি আর উদ্বেগে ঝুলে পড়েছে। এই ঘরে আরও কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, কথাটা মনে হওয়ায় এইমাত্র জানালাটা খুলে দিয়েছেন জেনারেল।

রাত জাগা লাল চোখ নিয়ে জানালার সামনে, জেনারেলের পাশে চলে এলেন কর্নেল বিকারেন, তাজা বাতাসে ভরে নিলেন ফুসফুস।

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'খুব বেশি চুরুট খাচ্ছি, তাই না, আনাতোলি?'

বিকারেন শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'ক্যানসারে যেটারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অথচ আমরা তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

অবাক হয়ে ডেপুটির দিকে তাকালেন জেনারেল, তারপর আপনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানালার দিকে পিছন ফিরলেন, ধীর পায়ে ডেস্কের পিছনে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করলেন। 'সিদ্ধান্ত তো অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে, আনাতোলি।'

'জ্বী!' আকাশ থেকে পড়লেন বিকারেন। 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে? তাহলে সারাটা রাত জেগে কি করছি আমরা? কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, জেনারেল কমরেড?'

'রাত জেগে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করছি, আনাতোলি। মাতৃভূমির স্বার্থে সুইসাইড পিল খেয়ে মহিমান্বিত হবার সুযোগ ছিল ইলিয়াটেনিনের, কিন্তু সে সুযোগ সে নেয়নি বা নিতে পারেনি। তাকে গৌরবান্বিত করার দায়িত্ব এখন আমাদের। এ-ব্যাপারে তোমার কোন দ্বিমত আছে?'

'না। কিন্তু দায়িত্বটা পালন করবে কে? মানে কাকে দিয়ে আমরা কাজটা করাব?'

'রানাকে আমরা অনুরোধ করব,' বললেন জেনারেল। 'সামরিক হাসপাতালে ঢুকে একজন মানুষকে মৃত্যুর মহিমা দান করা, তারপর নিজের চামড়া বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসা, তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না-ও হতে পারে সে। তাই একই নির্দেশ আমরা প্রেসিডেন্টকেও দেব।'

প্ল্যানটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন বিকারেন। মনে হচ্ছে ভালই। মার্কিন সামরিক হাসপাতাল থেকে ইলিয়াটেনিনকে বের করে আনা কে.জি.বি. বা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকে মৃত্যুর মহিমা দান করাই ভাল।

'শুধু ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে নয়,' আবার বললেন জেনারেল, 'উদ্বেগে অস্থির বলেও রাত জাগাই আমরা, আনাতোলি।' এতক্ষণে চুরুটটা ধরালেন তিনি। 'মেসেজটা তুমি আরেকবার পড়বে নাকি?'

এবার নিয়ে দশ কি এগারোবার পড়া হবে। রুশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কে.জি.বি-র নিজস্ব চর আছে, সেই পাঠিয়েছে এই মেসেজ। 'পুরোটা, জেনারেল কমরেড?' জিজ্ঞেস করলেন বিকারেন।

'অসুবিধে কি!'

ডেস্ক থেকে মেসেজ লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন বিকারেন, 'প্রথমে যে প্ল্যানটা ওরা করে, তার অংশবিশেষ জানিয়েছিলাম আপনাদের। একদিন পর প্ল্যানটা বদল করে ওরা, তার পুরোটা আমি জানতে পেরেছি। মাসুদ রানাকে ওরা ডালচিমস্কির চেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে

করছে। ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে দু'জনের একটা দলকে পাঠানো হয়েছে। রানার ব্যবস্থা করার জন্যে তিনটে গ্রুপকে জরুরী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গ্রুপগুলো আমেরিকাতেই আছে। আর টেলি-বমগুলোকে অকেজো করার জন্যে মেক্সিকো থেকে চারটে কমান্ডো গ্রুপ অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। পেনিট্রেট করার জায়গা আর তারিখ আগেই জানিয়েছি।'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

চোখ বুজে শুনছিলেন জেনারেল, চোখ খুলে বললেন, 'প্রশ্ন হলো, রানাকে এ-সব তথ্য জানানো উচিত হবে কি?'

'বলেন কি, জেনারেল কমরেড!'

'জানালে নিজের গা বাঁচানোর জন্যে বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে ফেলবে সে,' বললেন জেনারেল। 'ডালচিমস্কিকে খুঁজবে কখন?'

'কিন্তু এ-সব না জানলে যে মারা পড়বে সে। মরহুম মাসুদ রানা কোন্ কাজে আসবে আমাদের?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কে.জি.বি. চীফ। 'অকাট্য যুক্তি বটে। তাহলে এখনও তাকে আমরা জানাচ্ছি না কেন?'

'আজই তাকে মেসেজ পাঠাবার দিন...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পক্কেশ জেনারেল। 'ঘুমাতে যাচ্ছি, আনাতোলি। শুধু যদি খবর পাও মস্কোর দিকে মার্কিন মিসাইল আসছে তবেই আমার ঘুম ভাঙাবে।'

'আমিও আমার সহকারীকে সেই নির্দেশই দেব,' তিক্ত হেসে বললেন বিকারেন। 'তবে আমার শুতে যেতে দেরি আছে।'

উইনচেস্টারের গর্জন চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল। ওয়েস্ট টোয়েনটিয়েথ স্ট্রীটের শূটিং রেঞ্জটা বলতে গেলে নতুনই তৈরি করা হয়েছে, শব্দ হজম করার সমস্ত আধুনিক উপকরণ সহ। তা সত্ত্বেও কান ফাটানো আওয়াজে রেঞ্জারের সবাই কেঁপে উঠল। সাইট সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে আবার ফায়ার করল রানা।

বুল'স আই। ডেড সেন্টার।

খোলা বাক্সের ভেতর উঁকি দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন দেখতে পেল রানা। রাইফেলের সাইট নিখুঁতভাবে অ্যাডজাস্ট করা গেছে, তবু বারবার গুলি করবে রানা শুধু নিশ্চিত হবার জন্যে যে পয়েন্ট টু সেভেন জিরো যথাযথ 'টিউনড' অবস্থায় আছে। রিলোড করল রানা, তাক করল, তারপর ফায়ার।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

চকচকে শেল কেসগুলো পায়ের কাছে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে।

'নাইস শুটিং,' টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে বলল লোকটা, পরনে বহুরঙা হাওয়াই শার্ট।

হেডসেট পরে আছে রানা, শুনতেই পেল না। আবার ট্রিগার টানল ও।

বুল'স আই, সেই সাথে খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। হেডসেট খুলে ফেলল রানা।

'ভেরি নাইস শুটিং,' আবার বলল লোকটা, 'বিশেষ করে এ-ধরনের একটা গান দিয়ে। এটা দিয়ে আপনি কি শিকার করেন?'

ফিরল রানা, লোকটার পাশে একটা মেয়েও রয়েছে। সাদা শর্টস, সাদা গেঞ্জি। আঠারো কি উনিশ, আন্দাজ করল রানা। হাসল ও। বলল, 'ভালুক...বনমানুষ...অ্যালিগেটর-মেয়ে ছাড়া আর সব কিছু!'

'মেয়েদের জন্যে ভারি দুঃসংবাদ,' সঙ্গীর উদ্দেশে চোখ মটকে বলল মেয়েটা। হাত ধরাধরি করে হাঁটা ধরল ওরা।

সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকল রানা। প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুলতা বাড়ছে। প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, এই সময় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হবার মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল মেয়েটা, ছোট্ট করে একবার হাত নাড়ল। হালকা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল রানার সারা শরীরে।

সেল কেসগুলো কুড়িয়ে পকেটে রাখল রানা। কয়েক মিনিট পর রেঞ্জ থেকে বেরুবার সময় দারোয়ানের হাতে গুঁজে দিল ওগুলো, রিলোড করার জন্যে কারও না কারও কাজে লাগবে।

বব হাডসন মোটেলে, নিজের কামরায় ফিরে এল রানা। ঘাম শুকিয়ে গেলেও কেমন নোংরা নোংরা লাগছে নিজেকে। আরেকবার গোসল করল। কাপড়চোপড় পরে হাতঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলাল। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। মস্কো যদি ওকে কোন মেসেজ দিতে চায়, এখন থেকে ঠিক তিন মিনিট পর আগে থেকে ঠিক করা ফ্রিকোয়েন্সিতে দৈনিক শর্টওয়েভ নিউজ ব্রডকাস্ট-এর মাধ্যমে দেবে। হ্যালিক্রাফটার রিসিভারটা অন করল রানা, ফ্রিকোয়েন্সি পেল, তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খবরের প্রতিটি শব্দ শর্ট হ্যান্ডের সাহায্যে লিখে নিল একটা কাগজে। মেসেজ থাকলে খবরের ভেতরই লুকিয়ে আছে। কোড ভাঙতে বসল রানা।

দশ মিনিট পর সাঙ্কেতিক মেসেজটার অর্থ দাঁড়াল, 'ইলিয়টসিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন। আভাস পেয়েছি আপনার ওপর কমপক্ষে তিনবার হামলা চালানো হতে পারে। টেলি-বমগুলোকে অকেজো করার জন্যে এ হপ্তে দল পাঠাচ্ছে, অন্য কোন উপায় না দেখলে এফ.বি.আই-এর হাতে ধরিয়ে দিন ওদের। ওরা...'

এরপর জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ শহরে, কোন্ এয়ারপোর্টে, কবেকার কোন্ ফ্লাইটে আসবে দল চারটে।

কাগজটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল রানা। রাগে পিত্তি জ্বলে

যাচ্ছে ওর। ইলিয়টসিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন মানে? ওরা কি তাকে কসাই বা খুনী বলে ধরে নিয়েছে? ইলিয়টসিন কে? তার সাথে ওর কোন শত্রুতা আছে? কেন রানা তাকে খুন করতে যাবে? একজন দেশপ্রেমিক, দেশের সেবা করার জন্যে কে.জি.বি.-তে নাম লিখিয়েছিল। কে.জি.বি. তাকে স্যাবোটাজের ট্রেনিং দিয়ে আমেরিকায় পাঠায়। সেই থেকে আজ তেরো চোদ্দ বছর সম্মোহিত অবস্থায় ছিল লোকটা। কারও কোন ক্ষতি করেনি, সৎ জীবনযাপন করে এসেছে। হঠাৎ মূর্তিমান এক শয়তান তাকে টেলিফোন করল, দম দেয়া পুতুলের মত একটা ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে বসল বেচারা-এক রকম বলতে গেলে নিজের অজান্তেই। অথচ রাশিয়ার সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাধেনি।

কি দোষ এই লোকের? কি দোষ এই একশো বত্রিশ জনের?

উঁহু, মাথা নাড়ল রানা। এ কাজ সে করবে না।

কিন্তু তারপরই ভাবল, সে না করলে আর কাউকে দিয়ে কাজটা করাবে কে.জি.বি.। হয়তো ইতিমধ্যে রেসিডেন্টকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইলিয়টসিনের প্রতি সহানুভূতি জাগছে। লোকটা সুইসাইড পিল খেলে সমস্যাটা দেখা দিত না। গুলি খেয়ে মরে গেলেও পারত। কিন্তু আত্মহত্যা করেনি বা নিহত হয়নি বলে এখন তাকে খুন করতে হবে?

ধীরে ধীরে একটা চ্যালেঞ্জ জাগছে রানার মনে।

কিন্তু সামরিক হাসপাতালে কিভাবে ঢুকবে সে? ঢুকতে যদি বা পারেও, লাভ কি তাতে? নিশ্চয়ই কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে ইলিয়টসিনকে। হাসপাতালে নাহয় ঢুকল, কেবিনে ঢুকবে কিভাবে? আচ্ছা, ধরা যাক কেবিনেও ঢোকা সম্ভব, তারপর?

এতক্ষণে রানা উপলব্ধি করল, মস্কোও বাধ্য হয়ে ইলিয়টসিনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাসপাতালে ঢোকা সম্ভব হলে, কেবিনে ঢোকা সম্ভব হলে, লোকটাকে হয়তো মেরে ফেলাও সম্ভব। কিন্তু তাকে বের করে নিয়ে আসা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল রানার।

এটা একটা মানবিক সমস্যা।

কিন্তু ঝুঁকিটা আত্মঘাতী।

এ-ধরনের ঝুঁকি তুমি আগেও নিয়েছ!

কিন্তু তা নিয়েছি স্বদেশের জন্যে। ইলিয়টসিন আমার কে?

একজন স্পাই। তোমার মত। একজন দেশপ্রেমিক। তোমাদের পেশা এক।

এবং তার কোন দোষ নেই। সচেতনভাবে সে কোন অন্যায় করেনি।

আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে ভেবে দেখব কি করা যায়। দু'একদিনের মধ্যে এমনিতেও লোকটা মারা যেতে পারে।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মেসেজটা আরও বার কয়েক পড়ে মুখস্থ করে নিল রানা। তারপর ছিঁড়ল, টুকরোগুলোয় আগুন ধরিয়ে পোড়াল, সবশেষে ছাইগুলো বেসিনে ফেলে ট্যাপের মুখ খুলে দিল।

টেবিলের সামনে ফিরে এসে আবার কাগজ-কলম নিল রানা। ইতিমধ্যে বিস্ফোরিত টেলি-বোমাগুলোর একটা তালিকা তৈরি করল ও। তারপর ডাক খুলে ইউ.এস. রোড ম্যাপের দিকে তাকাল। ইস্ট হ্যাম্পটন থেকে আসার পথে গ্যাস স্টেশন থেকে কিনেছিল এটা।

'কলোরাডো···মেইন···উইসকনসিন···ক্যানসাস,' ম্যাপের ওপর প্রতিটি জায়গা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল রানা। এই চার জায়গার টেলি-বম ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি। এখানে কোথাও একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না। কিন্তু ওর চোখে ধরা পড়ছে না। লোকগুলোর আসল নাম আগেই লিখেছে রানা, এবার আমেরিকান নামগুলো লিখল। দুটো তালিকা পাশাপাশি রেখে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। উঁহু, কোন তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। কাগজগুলো ছিঁড়ে পোড়াল ও, ছাই ফেলে দিয়ে এল বেসিনে।

চারটের সময় অপর রেডিওটা অন করে ডব্লিউ.সি.বি.এস. ধরল রানা। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে নেটওয়ার্ক নিউজ প্রচার করা হয় স্টেশনটা থেকে।

একটু পরই খবর শুরু হলো, 'সিনেটের অধিবেশন আবার কাল সকাল দশটায় বসবে। ক্যানসাস থেকে সি.বি.এস. রিপোর্টার চানিউট অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানাচ্ছে।'

সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।

'আগেই আপনাদের জানানো হয়েছে যে দু'দিন হলো কেউ একজন টেলিফোন কোম্পানীর লং-লাইন্স অপারেশনের মেইন সুইচিং সার্কিটগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। তদন্তে খুব একটা অগ্রগতি না হলেও কর্তৃপক্ষ মনে করছেন টিম পারকার-ই এই কাজের জন্যে দায়ী। এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি, বিস্ফোরণের জায়গা থেকে নীল একটা মরটরসাইকেল নিয়ে পালাবার সময় পুলিসের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয় সে। সামরিক হাসপাতালে কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে তাকে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে প্রকাশ, টিম পারকারের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ পাবার সমস্ত চেষ্টাই এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। পুলিস সন্দেহ করছে, টিম পারকার হয়তো তার আসল নাম নয়। এদিকে এফ.বি.আই-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেসটা নিয়ে আলোচনা করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, কেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্টারদের কিছু জানাবার নাকি নিয়ম নেই। তবে আমাদের রিপোর্টার বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন যে বড়সড় একটা ফেডারেল টাস্ক ফোর্স ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, সংখ্যায় তারা বিশজনের কম নয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং জনমনে টিম পারকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এ-ধরনের একটা অপরাধ তার

দ্বারা সম্ভবই নয়। স্কুলে স্কুল টীচাররা ডিনামাইট ফাটাবার ট্রেনিং পায় না। কথাটা সত্যি—টিম পারকার গত এগারো বছর ধরে একটা ব্যাপটিস্ট স্কুলে মাস্টারি করছিলেন···।'

স্কুল মাস্টার? মনটা ভেতো হয়ে গেল রানার। বোঝা গেল, সে.জি.বি. কর্মকর্তাদের কারও স্থূল রুচিবোধ এ-ব্যাপারটায় অবদান রেখেছে।

কিন্তু কারও সমালোচনা করে পার পাবার উপায় নেই। সমস্যার একটা সমাধান বের করতে হবে।

প্রথম কাজ জায়গা মত পৌঁছানো। টেলিফোন বুকটা তুলে কোলের ওপর ফেলল রানা। টি.ডব্লিউ. এ-র নম্বর বের করে ডায়াল করল।

'টি.ডব্লিউ.এ., বিগ সিক্সিয়া। মে আই হেলপ ইউ?'

লিভেনওয়ার্থের ফ্লাইট সম্পর্কে প্রশ্ন করল রানা। ওকে জানানো হলো, লিভেনওয়ার্থে টি.ডব্লিউ.এ-র কোন সার্ভিস নেই, কাছাকাছি উইচিটা শহরে আছে। লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে দিনে পাঁচটা ফ্লাইট উইচিটায় যায়, আরও দুটো যায় নেউয়ার্ক থেকে।

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। তারপর আবার ফোনের রিসিভার তুলে মুখস্থ করা একটা নম্বর ডায়াল করল। ডিনসেন্ট গগলকে দরকার ওর।

বারো

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের একটা অংশ আজও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে, দুর্গের মতই দেখতে লাগে। কালের আঁচড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো বুলডোজার দিয়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন, আধুনিক ইমারত তৈরি করা হয়েছে। কয়েক যুগ আগে ক্যানসাসের ধু-ধু সমতল প্রান্তরের মাঝ-মধ্যিখানে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গটা, চারপাশে তখন জনবসতির চিহ্নমাত্র ছিল না। দৃশ্যটা আমূল বদলে গেছে, ফাঁকা জায়গা বলতে বাকি আছে শুধু দুর্গের ভেতর বিশাল উঠান, দুর্গের আশপাশে গিজ গিজ করছে আধুনিক দালান-কোঠা।

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ সামরিক হাসপাতাল, কাজেই সিভিলিয়ানদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। কড়া ডাক করা উর্দি পরে যারা গেট পাহারা দেয়, তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, সাথে অনুমতি-পত্র থাকলেও সব লোককে তারা ভেতরে ঢুকতে দেয় না। অভিজ্ঞতা থেকে সিকিউরিটি অফিসারদের জানা আছে, প্রায় ক্ষেত্রেই পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালায় অশুভ শক্তি। তাই ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মেরামত করার সময় পিছনে দরজা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব রাখা হয়নি। পাশাপাশি দুটো চওড়া গেট, মাঝখানে বিশ গজ নিরেট পাথুরে পাঁচিল। প্রতিটি গেটের পাশে,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ভেতর দিকে, একটা করে গেট হাউস। প্রতিটি গেট হাউসের দুটো অংশ। একটা অংশে রেডিও, ওয়ারলেস, ফোন, ইত্যাদি রাখা হয়, সশস্ত্র প্রহরীরা বিশ্রামও নেয় এখানে। আরেক অংশে ভিজিটরদের বসানো হয়। ভিজিটরদের ওপর নজর রাখার জন্যে এখানেও থাকে সশস্ত্র প্রহরী।

গেট এ দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করে, গেট বি দিয়ে যানবাহন। কোন কোন যানবাহনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না, অনুমতি পাওয়া গেলে আরোহীদের গেট এ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। প্রহরীদের পরিচিত হাসপাতাল কর্মী, নার্স, ডাক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডেলিভারী ভ্যানের ড্রাইভার, এবং মেথরদের দেহ-তল্লাশী করা হয় না বটে, কিন্তু সন্দেহ হলে তা করার অধিকার প্রহরীদের আছে। অপরিচিত সব লোকেরই দেহ-তল্লাশী করা হয়। ওষুধের বাক্স ভর্তি রেফ্রিজারেটর, অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট বা প্যাক করা অন্য কোন ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, যেগুলো গেটে খুলে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলো ভেতরে নিয়ে যাওয়া বা ভেতর থেকে বের করা মহা ঝামেলার ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিশেষ অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রহরীরা গেটেই সব আটকে রাখে। ভিজিটররা চকলেট, ফুলমূল, বা ফুল নিয়ে আসে বটে, কিন্তু সবই বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখার পর ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। ঝামেলা পোহাতে হয় বলে বেশিরভাগ ভিজিটর খালি হাতেই রোগী দেখতে আসে।

শুধু গেটেই নয়, উঠানে এবং হাসপাতালের সবখানে সিকিউরিটি অফিসাররা নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়। বিসদৃশ কিছু চোখে পড়লেই চেক করে তারা, যে কোন লোককে থামিয়ে অনুমতি-পত্র চায়।

দুর্ভেদ্য একটা দুর্গই বলা চলে।

আজ বিকেলে, রানা যখন তার নিউ ইয়র্ক মোটেল কামরায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের বাইরে তখন তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীর কাছাকাছি। গোটা হাসপাতাল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, কাজেই ভেতরের তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রীর বেশি নয়। তবে দুশো এগারো নম্বর কেবিনে যারা রয়েছে পার্থক্যটা তাদের কাছে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না। বিছানায় পড়ে থাকা আহত লোকটার কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। শুধু পেটে নয়, তার বুকেও কয়েকটা ফুটো তৈরি করেছে বুলেট। ডান কাঁধের হাড় উড়ে গেছে। ছিঁড়ে নিয়ে গেছে একটা কান। অর্ধ-সচেতন দেহটার সাথে অনেক ধরনের টিউব আর পাইপের সংযোগ দেয়ায় বেচারার ব্যথা-বেদনা আরও বরং বেড়েছে। অথচ উপস্থিত সাতজন মানুষের মধ্যে ভ্যানেসা রিকার্ড আর ডেরেক মারলো ছাড়া লোকটার ব্যাপারে কারও কোন সহানুভূতি বা দরদ নেই। ভ্যানেসা রিকার্ড সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন নার্স, একহারা গড়নের সরলমতি নীলনয়না। আর ডেরেক মারলো একজন মেজর, সেই সাথে একজন সার্জেন, এক মুখরা রমণীর স্বামী এবং হাফ ডজন বখাটে পুত্র সন্তানের জনক।

রোগীর ব্যাপারে গোজি-র কোন দরদ থাকার কথা নয়। পিপি গোজি

এফ.বি.আই-এর অফিসার, উইচিটা ব্যুরো-র ইনচার্জ। লোকটার চুল ছোট, কিন্তু লোকে যা আন্দাজ করে তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। পিপি গোজির যদি কোন দরদ না থাকে, মাইকেল এন্ডারসনেরও থাকার কথা নয়। ছেলেমানুষই বলা যায় তাকে, পিপি গোজির সহকারী হিসেবে কাজ করছে। পঞ্চম লোকটার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি, উপস্থিত দু'একজন তার পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কেবিনের বাইরে সাদা পোশাক পরা দু'জন সিকিউরিটি অফিসার পাহারায় আছে, এই সাতজনের একটা তালিকাও আছে তাদের কাছে। নামগুলোর পাশে প্রত্যেকের পরিচয় লেখা আছে বটে, কিন্তু এই পঞ্চম ব্যক্তির নামের পাশে লেখা আছে দুটো মাত্র শব্দ—কর্নেল উড। কোথাকার কর্নেল সে-সম্পর্কে কোন আভাস দেয়া হয়নি। কর্নেল উড এই মুহূর্তে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে একটা রিপোর্ট পড়ছে। আর তার সহকারী, একজন নিগ্রো লেফটেন্যান্ট, রোগীর দিকে পিছন ফিরে টেপ-রেকর্ডার অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত। সপ্তম ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় দিয়েছে—সে নাকি টেলিফোন কোম্পানীর চীফ সিকিউরিটি অফিসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, নিউ ইয়র্কের মাইকেল টুইড।

বিছানায় পড়ে থাকা দুর্ভাগা লোকটার গলা থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। অথচ কেউ তার দিকে তাকাল না, সবারই দৃষ্টি ছুটে গিয়ে উঠে গেল একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দিকে, যন্ত্রের স্ক্রীনে লোকটার হার্টবিট ধরা পড়ছে—চলমান সাদা বিন্দুর বিরতিহীন মিছিল।

সিনিয়র এফ.বি.আই. অফিসারের ভুরু কুঁচকে উঠল। পিপি গোজি চাপা, কঠিন সুরে নির্দেশ দিল, 'ওকে মরতে দেবেন না!'

মেজর-ডক্টর ডেরেক মারলো কাঁধ ঝাঁকাল। আসল, বাপই বোধহয় ঠিক বলেছিল। সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেই ভাল হত। পার্ক এভিনিউয়ে দু'কামরার একটা চেম্বার নিয়ে বসত, কর্নেল আর ফেডারেল এজেন্টদের অন্যায় আবদার শুনতে হত না। 'আমরা আমাদের সাধ্যমত করছি,' শান্ত গলায় বলল সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা। রোগী বাঁচবে কিনা নিজেও জানে না, অথচ একই হুকুম বারবার শুনতে হচ্ছে।

'সাধ্যমত করাই যথেষ্ট নয়,' বলল পিপি গোজি। 'একান্তই যদি মরতে চায়, আমরা ওর সাথে কথা বলার পর মরুক।' তার সহকারী মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল।

'কেমন বুঝছেন, মেজর?' প্রশ্নটা কর্নেলের।

'কি জানি। এখনও যে নিঃশ্বাস ফেলছে এটাই তো আশ্চর্য। আপনারা তো আর গুলি করতে কোথাও বাকি রাখেননি।'

'শুনুন, মেজর...'

'ষাঁড়ের মত জীবনীশক্তি,' বলে চলেছে ডাক্তার-মেজর। 'অন্য কোন লোক হলে হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মারা যেত।'

এই সময় বিছানা থেকে একটা শব্দ উচ্চারিত হলো, 'এডনা।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আওয়াজটা রোগীর গলা থেকে নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল।

সাতজনই ঝুঁকে পড়ল বিছানার দিকে। কিন্তু রোগী আর কোন কথা বলল না।

'এডনা?' সবার দিকে একবার করে তাকাল পিপি গোজি, এফ.বি.আই. অফিসার। 'এডনা মানে?'

সেবিকা ভ্যানেসা মানুষটা ছোটখাট, মাত্র বাইশ বছর বয়স, কিন্তু ইউনিফর্ম পরেও সে তার যৌবন আড়াল করতে পারেনি। প্রশ্নটা নিয়ে দু'সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর বলল, 'কি জানি!'

'ওর স্ত্রী হতে পারে না,' টান টান পেশী নিয়ে বলল কর্নেল উড। 'সে মারা গেছে, তিন বছর আগে।'

'তার নাম ছিল লিজ,' তিরস্কারের সুরে বলল এফ.বি.আই. অফিসার।

ওদের সবার মুখের দিকে তাকাল সেবিকা ভ্যানেসা।

'ওর বার্থ সার্টিফিকেট, হাইস্কুল ডিপ্লোমা, এবং নেভি থেকে পাওয়া ডিসচার্জ পেপার সবই জাল,' ভ্যানেসার কানের কাছে পুরু ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করে বলল নিগ্রো লেফটেন্যান্ট।

'এডনা,' গুরুতর আহত লোকটা আবার উচ্চারণ করল। এই লোকই টেলিফোনের সুইচিং সেন্টারটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

টেলি-বম খাতায় পুরো বাক্যটা এভাবে লেখা আছে, 'এডনা ব্যারেল বলল আপনি আপনার বাড়িটা বিক্রি করতে চান।' কথাটার অর্থ এবং তাৎপর্য কামরার মাত্র একজন লোক জানে, কিন্তু সে বেচারার এমন অবস্থা নেই যে সবাইকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে। অসিলোস্কোপের স্ক্রীনে সাদা বিন্দুগুলো আগের মত ব্যস্তভাবে ছুটছে, রোগীর হার্টবিটের কোন উন্নতি নেই।

'দুঃখিত, জেন্টলমেন,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল ডাক্তার মেজর ডেরেক মারলো। 'রোগীর অবস্থা ভাল নয়। আপনারা কিছু লোক এবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।'

'কেসটার সাথে হয়তো জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে,' প্রতিবাদের সুরে বলল পিপি গোজি।

'আমরাও থাকছি,' অধিকার ঘোষণার সুরে বলল কর্নেল উড।

'ডাক্তার, যেভাবে হোক লোকটাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন,' সিনিয়র এফ.বি.আই. অফিসার জেদ ধরল। 'কথা ওর সাথে আমাদের বলতেই হবে। আমরা ধারণা করছি লোকটা জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত।'

'কিন্তু আমরা ওঁকে শুধু অসহায় একজন রোগী হিসেবে দেখব,' হাসিমুখে বলল সেবিকা ভ্যানেসা। তার কথায় সরল মানুষের গুণই প্রকাশ পেল, এ-ধরনের আপাত নির্দোষ কথায় কেউ রাগ করতে পারে সে-ব্যাপারে সচেতন নয়। 'সেজন্যেই আমরা চাইব আপনারা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

ঘোটপাট দেখাবার কোন ইচ্ছেই কারও মধ্যে জাগল না। দরজার দিকে

পা বাড়াল এফ.বি.আই. অফিসার, তাকে অনুসরণ করল কর্নেল। যদিও দু'জনেই যে যার এইডের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। তারা নড়লচড়ল না। কালো লেফটেন্যান্ট বিছানার পাশে বসল, হাতে টেপ-রেকর্ডার। সে জানে, এফ.বি.আই. সহকারীর অ্যাটাচি কেসেও একটা টেপ-রেকর্ডার আছে। কিন্তু জিনিসটা লুকিয়ে রাখার কি মানে তা তার বোধগম্য নয়।

দশ মিনিট পর টেলিফোন কোম্পানীর লোকটা বলল, 'যাই, কিছু খুশে নিয়ে আসি।' সত্যি খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু তার নাম মাইকেল টুইড্ড নয়, নিউ ইয়র্কে সে বাস বা কাজও করে না। এমনকি আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাম কোম্পানীর কর্মচারীও নয় সে। এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে লোকটা, যেখানে ভুল করলে ক্ষমা করা হয় না। ওরা কখনও ক্ষতিপূরণ দেয় না, ক্ষতিটা ওদের দ্বারা হলেও।

ঠিক এই মুহূর্তে ওরা ইউ.এস. আর্মি হাসপাতাল ফোর্ট মিডেনওয়ার্ডের এগারো নম্বর কেবিনের রোগীকে নিয়ে কি করা যায় সে-ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করছে।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে উড়ে এল গ্রেনেডটা, তীব্র আলোর ঝলকানির সাথে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। মারা গেল চারজন লোক। ঝোপের আড়াল থেকে ড্রাম পেটাবার মত আওয়াজ করে উঠল হেভি মেশিনগান, বুলেটের প্রথম ঝাঁক আরও পাঁচজনকে ধরাশায়ী করল। পরমুহূর্তে কনভয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়ল গোটা চারেক গ্রেনেড, দুনিয়া কাঁপানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো ট্রাক ভর্তি অ্যামুনিশন। লাইনের প্রথম গাড়িটা একবার মাত্র ডিগবাজি খেয়ে খাদে পড়ে গেল, পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের বুলেট ড্রাইভারের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সবই প্রায় বের করে নিয়ে গেছে। খাদের নিচে অদৃশ্য হবার আগে লকলকে জিভের মত আগুনের শিখা দেখা গেল ফুয়েল ট্যাংকে। একটা হাফ-ট্রাকে দাঁড়িয়ে একজন মেশিনগানার পাল্টা গুলিবর্ষণ করছে বটে, কিন্তু রানা জানে একটু পর তাকেও পটল তুলতে হবে।

হলোও তাই। বক্স বাজেটের জাপানী ছবি সবগুলো প্রায় একই ধরনের, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন সৈনাদের বীরত্ব খাটো করে দেখানো হয়। বেঘোরে মারা পড়ে বেচারারা।

বোনা এগারোটায় চার দেয়ালের ভেতর বসে যুদ্ধের ছবি দেখার কোন মানে হয় না। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা, টিভি সেট অফ করে একটা সিগারেট ধরাল। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি রেডিওটা অন করল ও। খবর পড়া শুরু হয়ে গেছে।

আহত অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। এফ.বি.আই. হয়তো সতর্ক হয়ে গেছে। ওষুধের সাহায্যে লোকটার হয়তো জ্ঞান ফেরানো হয়েছে, তারপর নির্যাতন চালিয়ে কথা আদায় করা সম্ভব।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আরেকটা কথা ভুলে থাকতে পারছে না রানা। মতো কি একা শুধু তাকেই লোকটার চুক্তিপত্র বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে? কে.জি.বি. প্রেসিডেন্টকে কোন নির্দেশ দেয়নি?

দিতে বাধা, না দিতে পারে না। কারণ তারা জানে, অনুরোধটা রানা না-ও রাখতে পারে।

তবে রানা এ-ব্যাপারে কিছু করে কিনা সেটা আগে দেখবে ওরা। যদি বোঝে রানা অন্য রকম প্ল্যান করছে বা কোন প্ল্যানই করছে না, তখন ওরা নিজেরা নাক গলাবে।

কাজেই বেশি সময় নেয়া যাবে না। প্ল্যানটা এখুনি করে ফেলতে হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটাও। দেরি হয়ে গেলে লোকটাকে বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু ঝুঁকিটা...!

ও-সব কথা ভেবে আর লাভ কি। চোখ-কান বন্ধ করে থাকা যদি সম্ভব হত তাহলে আলাদা কথা ছিল। বিবেকের দংশন সইতে না পারলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

খানিক পায়চারি করে আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। মন্দ কি, খানিকটা উত্তেজনার স্বাদ তো অন্তত পাওয়া যাবে। আর যদি সফল হয় ও, উপরি পাওনা হিসেবে আসবে বিশেষ তৃপ্তি। কাউকে নতুন জীবন দান করার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে!

মোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। একটা বুথ থেকে হোটেল স্যাভয়ে ফোন করল। ম্যাট ইসটনের জন্যে একটা মেসেজ আছে—সমস্ত আয়োজন শেষ। মেসেজটা দেয়া হয়েছে দশটা চল্লিশে। তারমানে বারোটা চল্লিশে ফিফথ এভিনিউ ধরে হাঁটা শুরু করবে লিলি। বন্দেরা তখন দলে দলে বাড়ির পথ ধরবে, আর অফিস কর্মচারীরা লাঞ্চের জন্যে বেরুবে, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিতে দু'জনেরই সুবিধে।

ঠিক সময়েই লিলিকে দেখতে পেল রানা। বারোটা ত্রিশ মিনিটে ফিফটি-সিক্সথ আর ফিফথ এভেনিউ-এর মাঝখানের একটা বুকস্টল থেকে দু'খানা বই বগলদাবা করে বেরিয়ে এল লিলি। দোকানের প্রৌঢ় দারোয়ান তার সুগঠিত নিতম্বের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল, লক্ষ করে পিত্তি জ্বলে গেল রানার। তারপরই মনে মনে হাসল সে। ঈর্ষা, তাই না?

লিলি রাস্তা পেরুচ্ছে, দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একজন লোককে বুকস্টলে ঢুকতে দেখল রানা। রাস্তা পেরিয়ে রানার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে লিলি, রাস্তার মোড় থেকে বুকস্টলের দিকে তারপরও তাকিয়ে থাকল রানা।

লোকটা একটা খবরের কাগজ হাতে বেরিয়ে এল বুকস্টল থেকে। রাস্তা পেরুচ্ছে।

ফেউ?

লোকটার পরনে বাদামী জ্যাকেট। পায়ে বাদামী জুতো। হ্যাটটা ব্রাউন।

রানার চেয়ে দু'ইঞ্চি খাটো হতে পারে, তবে চওড়ায় বেশি হবে। মোটাতাজা শরীর, কিন্তু সবটাই চর্বি নয়। লিলি যেদিকে গেছে সেদিকেই হাঁটা ধরল সে। তার পিছু নিল রানা। চিন্তায় পড়ে গেছে ও।

রানাকে লিলি দেখতে না পেলেও পিছনে যে ফেউ লেগেছে তা সে জানে। দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েই কোনের হলমার্ক কার্ড শপে ঢুকে পড়ল সে। শুধু চিন্তিত নয়, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার। এরা যে রবিনকে খুন করতে চায় তাতে কোন সন্দেহ নেই, সে-চেষ্টা একবার তারা করেওছে। রবিন আর তাকে একসাথে খুন করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হবে। কিন্তু রবিনকে যদি না পায়, তাহলে কি করবে? তাহলে কি ওকে একাই মেরে রেখে যাবে?

এ-ও জানে লিলি, জায়গামত রবিনকে পাওয়া যাবে না। তার সামনে আসার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নেবে রবিন। ফেউটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে সে। আর ফেউ আছে বুঝতে পারলে লিলির সাথে রবিন দেখাই করবে না।

কিন্তু সে যে বিপদের মধ্যে পড়েছে তা তো রবিন বুঝবে। তার নিরাপত্তার জন্যে কিছুই কি করবে না সে?

আরেকটা চিন্তা লিলির মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে। ফেউটা ওর খোঁজ পেল কিভাবে? লোকটা আমেরিকান কোন ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিত্ব করছে না; এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। তারমানে আবার সেই প্রশ্ন। কিন্তু ওরা তাকে ট্রেস করছে কিভাবে? মাথার ভেতর সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ও কোথায় আছে তা যাদের জানার কথা, তাদের মধ্যে বেঈমান রয়েছে কেউ?

হ্যাঁ, এ না হয়েই যায় না। এই একটাই সম্ভাবনা! কিন্তু কে হতে পারে বেঈমানটা? ওরকম একটা জায়গায় বেঈমান থাকা কিভাবে সম্ভব! তাহলে তো...! মনে মনে শিউরে উঠল লিলি। আর কিছু ভাবতে পারছে না সে।

বেঈমানটা যাতে বেঈমানী করতে না পারে সে উপায় তার সাথেই আছে। কিন্তু এখন এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি?

দোকানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লিলি দেখল, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ফেউ, সিগারেট ধরাচ্ছে। আরও পাঁচ মিনিট দোকানের ভেতর ঘুরঘুর করল সে, তারপর বেরিয়ে এল। বারোটা উনচল্লিশ মিনিটে ফিফথ এভিনিউ পেরিয়ে পুব দিকে চলে এল।

ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ফেউ খসাবার চেষ্টা করল লিলি। বার কয়েক সরু গলিতে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে এল মেইন রোডে। দু'বার মনে হলো, খসানো গেছে। কিন্তু তারপরই আবার দেখতে পেল লোকটাকে। এরপর আর সরু গলিতে ঢুকতে সাহস পেল না। গলিতে লোকজন কম, আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। মনে মনে ঠিক করল, নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোবে সে। যথাসময়ে রঁদেভো-তে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে, বাকিটুকু নির্ভর করুক রবিনের ওপর।

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এয়ার ফ্রান্স অফিসে ঢুকল লিলি, আগামী দু'দিনের ফ্লাইট শিডিউল কিনল একটা, অকারণে। ক্যাথেড্রালটা দূর থেকে দেখা গেল। দু'মিনিট পর সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, একটা পারফিউমের দোকানে ঢুকে নতুন একটা সেন্ট কিনল। একটা পঁচে ফিরে এসে সেন্ট প্যাট্রিক-এ ঢুকল। আদর্শ একজন ক্যাথলিকের মত এক হাঁটু ভাঁজ করে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করল, যদিও আদর্শ নারী বা ক্যাথলিক কোনটাই সে নয়।

একটা পনেরো মিনিটে ঝাঁঝাল রোদে আবার বেরিয়ে এল লিলি। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কসরত করে এগোতে হলো। এক লোকের সাথে ধাক্কা লাগায় ঝাঁকি খেলো সে, বগলের নিচে থেকে পড়ে গেল বইগুলো। হাঁটু ভাঁজ করে উবু হলো, বইগুলো তোলার সময় চারদিকে তাকাল ভাল করে। ফেউ মনে হলো একজনই।

রোড লেভেল থেকে অনেকটা নিচে স্কেটিং রিঙ্ক, চারপাশে রঙিন ছাতা মেলে গ্রীষ্মকালীন রেস্তোরাঁ চালু করা হয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে, ইচ্ছে হলো একটা ছাতার নিচে বসে ঠাণ্ডা কিছু খায়। কিন্তু না, নিজেকে স্থির টার্গেট বানানো উচিত হবে না। হাঁটতে হাঁটতে রকফেলার প্লাজা-কে পাশ কাটাল। আঠার মত লেগে আছে ফেউ। এন.বি.সি. স্টুডিওর গলিতে টুরিস্টদের ভিড়।

দক্ষিণের গেট দিয়ে আবার রাস্তায় বেরুল লিলি। ফিফটি-নাইনথ স্ট্রীট। জুয়েলারীর দোকানগুলোকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটছে। সেভেনথ এভিনিউয়ে সস্তাদরের অনেকগুলো হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফুটপাথে কলগার্লদের আড্ডাখানা। রেস্তোরাঁগুলোর সাইনবোর্ডে রঙচঙে অক্ষরে লেখা রয়েছে, টপলেস। মেট্রোপোলে ঢুকল লিলি। থ্রী-পীস ব্যাণ্ডে রক মিউজিক বাজছে। নগ্ন বারে বসে আছে দশ-বারো জন লোক। ড্যান্সিং ফ্লোরে দুটো মেয়ে নাচছে, দম দেয়া পুতুলের মত যান্ত্রিক লাগল। স্বর্ণকেশীর বয়স হবে বিশ, সোনালি বিকিনি প্যান্টি পরে আছে, সাথে ম্যাচ করা জুতো। আরেকজনের বয়স দু'চার বছর বেশি হবে, নিগ্রো। দু'জনেই অকারণে হাসছে, এবং টপলেস।

বারের কোথাও রানাকে দেখল না লিলি।

লিলিকে নয়, ফেউটাকে অনুসরণ করছে রানা। লিলির ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে ও। ভেবেছিল, কোন না কোন ভাবে ফেউটাকে লিলি খসাতে পারবে, কিন্তু ওর আশা পূরণ হয়নি। লিলি অবশ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন দক্ষতার সাথে নয়।

লিলি মেট্রোপোলে ঢোকার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। যা করার ওকেই করতে হবে।

মেট্রোপোলের সামনে ত্রিকোণা আকৃতির খুদে একটা রেলিং ঘেরা পার্ক, রেলিঙে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা। পার্ক না বলে আইল্যান্ড বলাই ভাল, রাস্তা পেরোবার জন্যে বহু লোক ওটার ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, জ্যাকেটের বোতাম আগেই খুলে ফেলেছে। আইল্যান্ড আর দু'পাশের ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, বিভিন্নমুখী স্রোতের মত মিছিল করে ছুটে চলেছে মানুষ। এখানে গোলাগুলি হলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে। একেবারে বাধ্য না হলে পিস্তল বের করার ইচ্ছে নেই রানার।

শান্তভাবে রেলিঙের দিকে এগোল ও।

রেলিঙে হেলান দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেট্রোপোলের দরজার দিকে।

তার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট রয়েছে, কিন্তু এখনও ধরায়নি। আরও একটা সিগারেট রয়েছে হাতে। লোকটার কাঁধে মৃদু টোকা দিল রানা।

অদ্ভুত কাণ্ড! লোকটা ওর দিকে তাকালই না। বলল, 'হ্যাঁ-কি ব্যাপার?'

'সিগারেট।' হাত লম্বা করে নিয়ে লোকটার মুখের সামনে সিগারেটটা ধরল রানা।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটার পেশী। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল সে। কঠিন একটা চেহারা দেখল সে। অপরিচিত।

'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' চাপা গলায় বলল রানা। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু গর্বের রেশ নিজের কানেও ধরা পড়ল।

'কি চাই?' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল লোকটা, কথার সুরে বিদেশী টান স্পষ্ট।

'তোমার সঙ্গ,' বলল রানা। লোকটার ঠোঁটের সামনে সিগারেট ধরল ও। 'এটা ধরিয়ে আমার আগে আগে হাঁটো।' জ্যাকেট একটু ফাঁক করে ভেতরের পিস্তলটা দেখাল তাকে। 'কোন রকম চালাকি করলে বিপদে পড়বে।'

ঠিক এই সময় মেট্রোপোল থেকে বেরিয়ে এল লিলি।

'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' রানার কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল লোকটা, অনেকটা যেন ক্ষোভের সাথে।

সেই মুহূর্তে রানার চোখের কোণে ধরা পড়ল, হাতের বইগুলো ওদের মাথার দিকে ছুঁড়ে মারছে লিলি। কি বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করল রানার। ঝট করে নিচু হলো ও, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি হলো।

দুটো আওয়াজ-পিস্তলের চাপা, আর অস্ফুট গোঙানি।

নিচু হয়েই বিদ্যুৎবেগে একপাশে ডাইভ দিল রানা। পিছন থেকে আরেকটা গুলি হলো। প্রথম ফেউটার কি অবস্থা হয়েছে দেখার সময় নেই, ডাইভ দিয়ে ঘাসের ওপর পড়েই কোমর থেকে পিস্তল বের করে পিছন দিকে তাকাল ও। আইল্যান্ডের উল্টোদিকের রেলিং টপকে পালাচ্ছে দ্বিতীয় ফেউ। ট্রিগার টিপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা। লোকজন ছুটোছুটি করছে, তার না কার গায়ে লাগবে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

উদভ্রান্তের মত রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেল লিলি। হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অকস্মাৎ ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল চারদিক থেকে। দুটো গাড়ির মাঝখানে দুই ফিটের মত ফাঁক, সেই ফাঁকে পাথুরে স্যান্ডউইচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে রেলিং টপকাল রানা, ফুটপাথে নামার আগে প্রথম ফেডটাকে দেখতে পেল। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বাম বুকে রক্তাক্ত ফুটো নিয়ে।

হর্নের বিকট আওয়াজ, হৈ-চৈ, ছুটোছুটি—সব অগ্রাহ্য করে লিলির পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুটল। অস্পষ্টভাবে কানে এল সাইরেনের ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ। ফুটপাথে না উঠে রাস্তার কিনারা ধরে ছুটছে ওরা। ভিড়ের মধ্যে সবাই সাহসী নয়, কেউ কেউ সাহসী—ওরা পালাচ্ছে ধরে নিয়ে তাদের দু'একজন পথরোধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পিস্তল বের করার ভঙ্গি করে তাদের হটিয়ে দিল রানা। পাঁচ মিনিট পর অকুস্থল থেকে অনেকটা দূরে সরে এল ওরা, কেউ ওদের পিছু নেয়নি। রানাকে প্রায় শান্তই বলা যায়, কিন্তু লিলি হাঁপাচ্ছে। খালি একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুলল রানা।

ছোটখাট এক ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলো ওরা। ট্যাক্সি করে বিশ মাইল পেরোবার সময় কেউ কোন কথা বলেনি। কেবিনে কফি দিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটার, সিগারেট ধরিয়ে রানা বলল, 'তোমাকে বই ছুঁড়তে না দেখলে আমি কুঁকতাম না।' লিলি ফেডটাকে খসাতে পারেনি, সেজন্যে তাকে তিরস্কার করার ইচ্ছে রানার নেই। সে নিজে আরও মারাত্মক ভুল করেছে। প্রথম লোকটাকে যে দ্বিতীয় কোন লোক কাভার দিতে পারে, এ-কথা একবারও তার মনে হয়নি। অথচ মনে হওয়া উচিত ছিল। ভুল শুধু এখানেই নয়, আরও দু'জায়গায় করেছে রানা। কাঁধে ওর স্পর্শ পেয়ে লোকটা ঘাড় ফেরায়নি, কারণটা সাথে সাথে বুঝতে পারা উচিত ছিল ওর। লোকটা রানাকে ওর সঙ্গী বলে মনে করেছিল। তৃতীয় ভুলটা করার সাথে সাথে রানা যদি সেটা ধরতেও পারত, লিলি বই ছোঁড়ার পর ও যা করেছে তার বেশি কিছু করতে পারত না। 'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' রানার এই কথাটা পুনরাবৃত্তি করে লোকটা আসলে তাকে বিদ্রূপ করেছে, শোনা মাত্র অন্তর্নিহিত অর্থটা রানার বুঝে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু বুঝতে পারেনি। 'দুটো বই, তাই না? কি নিয়ে লেখা?'

জোর করে একটু হাসল লিলি। 'জেনে কাজ কি। বোঝা গেল, বইয়ের সাহায্য নেয়া আমাদের কপালে নেই।'

'আহা, বলোই না...।'

'রন্ধন প্রণালী শিক্ষা, আর ঘর সাজাবার দশটি উপায়,' ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলল লিলি। 'সন্তুষ্ট?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

কফি শেষ করে সরাসরি রানার দিকে তাকাল লিলি, থমথম করছে চেহারা। 'তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'বুঝতেই পারছি কি ঘটেছে,' শান্তভাবে বলল রানা। আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করছে না, কারণ সঠিক উত্তর লিলিরও বোধহয় জানা নেই। 'চিঠি দিতে আসার সময় বা টাকা সংগ্রহের সময় ওদের চোখে ধরা পড়ে যাও তুমি, সেই থেকে ওরা তোমাকে ফলো করছিল।'

'ওরা...?'

'সম্ভবত এফ।'

'তারমানে আবারও সেই কথা বলতে চাইছ, রেসিডেন্টের দলে এফ-এর চর আছে?'

'কিংবা স্ট্যালিনপন্থী কে.জি.বি. এজেন্ট,' বলল রানা।

ম্লান চেহারা নিয়ে বসে থাকল লিলি।

অন্য প্রসঙ্গ তুলল রানা। 'আমরা উইচিটা যাচ্ছি।'

ঝট করে মুখ তুলল লিলি, চোখে প্রশ্ন।

'মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে,' বলল রানা, আর কিছু ব্যাখ্যা করল না।

বাধ্য মেয়ের মত লিলিও আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বলল, 'টাকাগুলো এনেছি।' হাতব্যাগ খুলে ভেতর থেকে কয়েকটা বান্ডিল বের করল সে।

টাকাগুলো গুনল রানা। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

মাথা নাড়ল লিলি।

'তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি?'

'হয়েছে। তবে আমি কোন উত্তর রেখে আসিনি।'

টেবিলের ওপর লিলির হাতে হাত রাখল রানা, মৃদু একটু চাপ দিল। 'চলো, মোটেলে ফিরি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকল লিলি। 'আমাকে একটা চুমো খাও।'

দু'মিনিট পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ওরা। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল সীটে। মোটেলে ফিরে আবার লিলিকে আলিঙ্গন করল রানা। 'ধন্যবাদ, লিলি। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কি ব্যাপার?' আকাশ থেকে পড়ল লিলি। 'হঠাৎ?'

'দেখছ না এখনও আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছি!'

'ও, এই কথা।' লিলির চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'কিন্তু শুধু ধন্যবাদে আমি সন্তুষ্ট নই। সত্যি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাও, আরও সলিড কিছু দিতে হবে আমাকে।'

'আমি প্রস্তুত। বলো কি চাও?'

'কি চাই সেটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।' দু'হাত দিয়ে রানার বুকে মৃদু

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ধাক্কা দিল লিলি। তারপর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম বিছানায়।

ঘুম শোধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা।

তেরো

চিত্ত হরণ করে এমন অনেক কিছুই দেখার আছে উইচিটায়। মিস্টার আর মিসেস রবিনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সময়ের অভাবে কিছুই তাদের দেখা হলো না। টি.ডব্লিউ.এ. জেট উইচিটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার আধ ঘণ্টা পর কে.জি.বি. টীম ভাড়া করা একটা গাড়িতে চেপে লিভেনওয়ার্থের দিকে রওনা হয়ে গেল।

উত্তর-পুব দিকে ছুটল গাড়ি। পথে তেমন কিছু ঘটল না। যাত্রাটা একঘেয়ে বলা যেতে পারে। জানালা খোলা বলে কেউ ঘামছে না, তবে আগুনের হলকার মত গরম বাতাসে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া।

উইচিটা থেকে আশি মাইল দূরে এসে লিলি জানতে চাইল, 'প্লেনে আমরা টোপেকা পর্যন্ত গেলেই পারতাম।'

রেডিও অন করে প্রিয় কোন গান হচ্ছে কিনা দেখল রানা।

'লিভেনওয়ার্থের অনেক কাছে হত টোপেকা,' আবার বলল লিলি।

'নিউ ইয়র্ক থেকে ডাইরেক্ট এয়ার সার্ভিস নেই,' রেডিও বন্ধ করে ব্যাখ্যা করল রানা। 'আর তাছাড়া, কেন যেন মনে হলো, পশ্চিম দিক থেকে ঢুকলে একটু বেশি নিরাপদ থাকব।'

'আবার তুমি বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'জিজ্ঞেস করো, কোন সময়টায় করছি না!'

গম্ভীর হয়ে গেল লিলি। তার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। 'বিপদ আসে আসুক, সাধ্য মত সতর্ক আছি আমরা। আর এই মুহূর্তে অজানা বিপদের কথা ভাবছিও না আমি।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল লিলির, তারপর আবার সীটে হেলান দিল সে। 'দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার আমার নেই।'

'তোমাকে তো বলেছি, মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে। আর দেখতেই পাচ্ছ কোন দিকে যাচ্ছি আমরা। তারপরও বুঝতে পারছ না বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি?'

'দুঃখিত,' বলে রানার উরুতে একটা হাত রাখল লিলি। 'জানি, তোমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া—কি যে যন্ত্রণাকর, বুঝি।'

'খেয়ে নেয়া যাক, কি বলো?' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা।

একটা রোডসাইড ডাইনারে থামল ওরা, টয়লেট ব্যবহার করার সুবিধে আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল লিভেনওয়ার্থের মুডি হোটেলে। চুয়াল্লিটা কামরা নিয়ে পাঁচতলা হোটেল, ম্যানেজার একজন প্রাক্তন কর্নেল, যুক্তিসঙ্গত ভাড়া। বিছানার চাদর পরিষ্কার পেল ওরা, এয়ারকন্ডিশনিং ঠিকমত কাজ করে। ভাবল রুমের ভাড়া পঁচিশ ডলার, ইউরোপিয়ান স্টাইলে সাজানো। বিছানার ওপর ভাঁজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল—আজকের লিভেনওয়ার্থ টাইমস। সুটকেস খুলে জিনিস-পত্র বের করতে শুরু করল ওরা।

'হোম, হোম অন দি রেঞ্জ,' ওয়ারড্রোবে ব্লেজার ঝোলাবার সময় মৃদু গলায় গেয়ে উঠল রানা।

'দ্যাটস দ্য স্টেটস সং,' মন্তব্য করল লিলি।

'আর জাতীয় ফুল?'

'সানফ্লাওয়ার। জাতীয় পাখি?'

'ওয়েস্টার্ন মেডো লার্ক।'

'তোমাকে নিয়ে কে.জি.বি.-র গর্ব করা উচিত, রবিন,' বলল লিলি। 'হোম ওয়ার্কে একটুও ফাঁকি দাওনি।'

'কিন্তু,' অসহায় ভঙ্গিতে বলল রানা, 'ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। সাহায্য করতে পারবে?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'শুধু এইটুকু বলতে পারি, পা ফেলতে একটু ভুল করলেই তুমি জানতে পারবে ওরা তোমার জন্যে ওখানকার মর্গে আগে থেকেই জায়গা খালি রেখেছে।'

'বলো, আমাদের জন্যে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার। যদি দেখি নিরাপদে বেরিয়ে আসার শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা আছে তবেই তোমাকে সাথে নেব।'

'তা না হলে তুমি একা যাবে?' কাপড় পাল্টাচ্ছিল লিলি, হাত দুটো ব্লাউজের বোতামের কাছে স্থির হয়ে গেল। 'ও-সব চিন্তা বাদ দাও। তোমাকে আমি একা যেতে দেব না।'

'ঠিক আছে, দিয়ো না। কিন্তু এখন দয়া করে ঘর থেকে বোতামগুলোকে বেরুতে দাও।'

চট করে আধ খোলা ব্লাউজের দিকে একবার তাকাল লিলি। লজ্জা পেয়ে রানার দিকে পিছন ফিরল। 'চোখের শরম বলতে কি কিছুই নেই?'

অন্ধকার ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুলো ওরা, গায়ে চাদর।

'আমার প্ল্যানটার কথা তোমাকে বলেছি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার যে একটা প্ল্যান আছে তাই তো আমার জানা ছিল না।'

'হানি, প্ল্যানের কোন অভাব নেই আমার। সমস্যা হলো বাছাই করা।' প্ল্যানটা কি, তা কিন্তু রানা ব্যাখ্যা করল না।

'সিদ্ধান্ত তাহলে পাল্টাচ্ছ না?' জিজ্ঞেস করল লিলি। 'লোকটাকে না

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মেরে...'

'যায়, পারা যায়।'

'তুমি কি তাহলে...?'

'হ্যাঁ, ওখান থেকে ওকে বের করে আনতে চাই।'

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল লিলি, 'কিন্তু কিভাবে?'

'কাল বলতে পারব।' এখানেই আলোচনার ইতি টানল রানা।

পরদিন সকালে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স নিয়ে একা বেরিয়ে গেল ও। সন্ধ্যা ছ'টায় ফিরল, বগলের তলায় তখনও কার্ডবোর্ডের বাক্সটা রয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে একই রকম দুটো বাক্স নিয়ে এসেছে ও।

'আজেবাজে কত কি ভাবছিলাম,' অভিযোগ করল লিলি, 'দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারে গেছে।'

তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'প্ল্যানটা ফাইনাল করে ফেলেছি। তোমারও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে।' ইশারায় কার্ডবোর্ড বাক্সটা দেখাল ও। 'নিউ ইয়র্কের একটা কস্টিউম আউটফিট থেকে ইউনিফর্মটা কিনেছিলাম, লেফটেন্যান্টের। আজ্ঞে লেগে গেল।'

'কি বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'সারাটা দিন ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে কাটিয়েছি,' বলল রানা। 'কিভাবে ভেতরে ঢুকেছি শুনবে? ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে যাবার পথে দেখলাম রাস্তার ধারে একটা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে লেখা–লিভেনওয়ার্থ আর্মি হসপিটাল, উফ বাস। ট্যাক্সি একটু দূরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম, বুক ফুলিয়ে উঠে বসলাম বাসে।'

তিন সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল লিলি, যেন রানার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তারপর? গেটে কেউ তোমাকে আটকাল না? পাস দেখতে চাইল না?'

বিরক্ত হলো রানা। 'কেন আটকাবে না! পাস দেখাতেই ছেড়ে দিল, সবার সাথে ভেতরে ঢুকে গেলাম।'

'পাস তুমি পেলে কোথায়?'

'ধরে নাও কুড়িয়ে পেয়েছি,' মুচকি হেসে বলল রানা। ওকে সাহায্য করেছে ভিনসেন্ট গগল, কিন্তু তার পরিচয় লিলির কাছে গোপন রাখতে চায় রানা।

চেহারায় আহত একটা ভাব নিয়ে চুপ করে থাকল লিলি।

'ভেতরে ঢুকে কি দেখলাম শোনো,' উৎসাহের সাথে আবার শুরু করল রানা। 'তার আগে গেটের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করি। ভারি কড়াকড়ি, বুঝলে। একটা পিঁপড়ে গলার উপায় নেই। কিন্তু জানোই তো, মিলিটারিদের আপার চেম্বার বেশিরভাগ খালিই থাকে। কুকুরের প্রভুভক্তির সাথে ওদের প্রভুভক্তির আশ্চর্য মিল। ভেবো না সৈনিকদের দুর্নাম করছি। তা আমি করতে পারি না, কারণ সেনাবাহিনীতে আমিও ছিলাম।' রানা জানে, তথ্যটা মনে গেঁথে রাখার

চেষ্টা করছে লিলি। 'যা বলছিলাম। গেটে ওরা যারা রয়েছে, নিজেদের মাথা একদম খাটাতে পারে না। অনেকটা যন্ত্রের মত, চাবি দিলে ঘোরে। আধ ঘণ্টা লাগল সবার পাস চেক করতে, এই আধ ঘণ্টায় কম করেও বিশ বার টেলিফোন করল ওরা। কারও পাস রিনিউ করা হয়নি, কারও পাসের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বলছে সাথে পাস আনতে ভুলে গেছে কিন্তু গার্ডরা তো তাকে চেনেই, এ ধরনের একটা সমস্যাও ওরা নিজেরা সমাধান করতে পারল না। সংশ্লিষ্ট কর্তাকে টেলিফোন করে তারপর সিদ্ধান্ত নিল।'

'খারাপ কি? ওরা বরং একটু বেশি সতর্ক।'

'আর ওদের এই সতর্কতা লক্ষ করেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল,' বলল রানা। বিছানার তলায় তাকাল ও। দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডের বাক্সটা রয়েছে ওখানে। 'ওটায় তোমার জন্যে একটা ইউনিফর্ম আছে। নার্সের ভূমিকা নিচ্ছ তুমি।'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'এখনই শুনতে চেয়ো না,' কাপড় ছাড়তে শুরু করে বলল রানা। 'সময় মত বলব। আর কি দেখলাম শোনো।' বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল রানা।

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'তিনতলায়।' রানা গম্ভীর। 'করিডরের মাথায় দু'জন মিলিটারি পুলিস। দুশো এগারো নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে তাকে। কেবিনের বাইরে একজন মিলিটারি পুলিস, আর সাদা কাপড়ে দু'জন এফ.বি.আই. এজেন্ট–আমার ধারণা ওরা এফ.বি.আই; সি.আই.এ. হলে গেছি।' চিন্তিত দেখাল রানাকে।

'সি.আই.এ. হলে অসুবিধে কি?'

'ওরা যদি এফ.বি.আই. হয় তাহলে মনে করতে হবে লোকটাকে ওরা পাগল-ছাগল বা কোন টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য বলে ধরে নিয়েছে। আর যদি সি.আই.এ. হয়, তাহলে মনে করতে হবে আসল বিপদ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে ওরা।' ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে ঝুঁকল রানা, জুতো-মোজা খুলতে শুরু করল। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও।

রেফ্রিজারেটর থেকে বিয়ারের দুটো ক্যান বের করল লিলি। একটা নিয়ে ট্রাক ড্রাইভারদের মত ক্যান থেকে গলায় ঢালল রানা। 'ধন্যবাদ, ডারলিং।'

'ওরা সম্ভবত এফ.বি.আই-ই, রবিন।'

'হলে তো ভালই,' বলল রানা। 'কেবিনের ভেতরও ঢুকে পড়েছিলাম, বুঝলে। সকল প্রশংসা ইউনিফর্মের। অবশ্য সাত সেকেন্ডের বেশি ভেতরে থাকতে পারিনি। সব কিছু দেখে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়, কি বলো?'

'কি কি দেখলে?'

'অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট, ডীপ ফ্রিজ, চাকা লাগানো ট্রে-তে গাদা গাদা ওষুধের বাক্স, ছয়জন লোক, একজন নার্স–তোমার চেয়ে সুন্দরী নয়।'

'আমি রোগীর কথা জানতে চাইছি।'

'চোখ বন্ধ, হুঁশ নেই বেচারার–যখন তখন অবস্থা।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে?' রানার পাশে বিছানায় বসল লিলি।

'যদি প্রয়োজন বোধ করি।'

'সব দেখে তোমার মনে হয়েছে, লোকটাকে বের করে আনা সম্ভব?'

'সম্ভব।'

'আজ রাতে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'রাতেই তো বিপদের আশঙ্কায় থাকবে। কালও নয়, কিছু কাজ এখনও বাকি আছে। পরশু কিংবা তার পর দিন-দিনে-দুপুরে। করিডরে অনেক লোকজন আসা-যাওয়া করবে। আজ সাঞ্জের সময় দেখলাম, কেবিন থেকে প্রায় সবাই বেরিয়ে এল।'

'কিন্তু আমার তো মাথায় ঢুকছে না, জলজ্যান্ত একটা মানুষকে কিভাবে তুমি ওখান থেকে বের করে আনবে! এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন ছেলের হাতের মোয়া। আমার তো মনে হচ্ছে তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছ!' বিছানা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল সে।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ লিলির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর হেসে ফেলে বলল, 'আচ্ছা, সত্যি যদি তাই হয়? যদি জানো আজ রাতটাই আমার জীবনের শেষ রাত? কি করবে তুমি, লিলি?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল লিলি। 'এ-ধরনের একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো কিভাবে!'

'শালার কথা আর বোলো না, সে-ই তো এ-সব শিখিয়েছে আমাকে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল লিলি। 'প্রলাপ বকছ নাকি?'

'আরে না!' হাসল রানা। 'মাসুদ রানার নাম শুনেছ? শালা আমার বন্ধু। ব্যাটাকে দেখেছি, বিপদে নাক গলাবার আগে মহা ফুর্তিতে মেতে থাকে—নামকরা হোটেলে গিয়ে দামী ডিনার খায়, সুন্দরী মেয়ের সাথে নাচে, তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে আসে ঠিক তোমার মত একটা লাল টুকটুকে...'

লিলি কি যেন একটা ছুঁড়ে মারছে দেখে থেমে গেল রানা, ঝট করে এক পাশে সরিয়ে দিল মাথাটা। দেয়ালে লেগে বিছানায় পড়ল খালি বিয়ারের ক্যান।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নারী চরিত্র বড়ই রহস্যময়। কেউ বিশ্বাস করবে বই ছুঁড়ে কাল তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ?'

অকস্মাৎ ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লিলি। 'তোমার কোন কথাই আমি শুনব না। প্ল্যানটা আজ রাতেই আমাকে বলতে হবে। রবিন, প্লীজ।'

লিলিকে দু'হাতে ধরে বিছানায় বসাল রানা। 'ঠিক আছে, আজ রাতেই। কিন্তু কথা দাও যতটুকু বলব তার বেশি জানতে চাইবে না। যেটুকু বলব না সেটুকু তোমার জানার দরকার নেই বলেই বলব না।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে লিলি বলল, 'বেশ, চাইব না। কিন্তু প্ল্যানটায়

'যদি কোন খুঁত দেখি, সংশোধনী আনতে পারব তো?'

'তা পারবে।'

'এখন তাহলে আমরা কি করব?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'ফুর্তি,' বলে বিছানা ছাড়ল রানা। 'শাওয়ার সেরে ডিনার খেতে যাব—কোথায় জানো? হিলটনে। তারপর নাচব ট্রিমল্যান্ডে। সবশেষে...'

'থাক, থাক—সব যদি বলেই ফেলো তাহলে আর থাকল কি!'

দু'দিন পর সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হলো অপারেশন।

নার্সের ইউনিফর্ম পরে নির্দিষ্ট একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকল লিলি। তার আগে আরও তিনজন পৌঁছেছে ওখানে—একজন ডক্টর-কর্নেল, একজন মেজর, অপরজন লেফটেন্যান্ট-নার্স। সাথে রানার দেয়া জাগজ-পত্র থাকলেও, লেফটেন্যান্ট-নার্সকে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল লিলি। মেয়েলি কৌতূহল কি জিনিস তার জানা আছে, বাস আসতে দেরি হলে নির্ঘাত গল্প জমাবার চেষ্টা করবে মেয়েটা। আগে তোমাকে দেখিনি কেন, কোন ডিপার্টমেন্টে আছ, কোন্ ডাক্তারের আন্ডারে ডিউটি করো—এ-সব প্রশ্নের কি উত্তর হবে তা তার জানা আছে, কিন্তু যদি না মেলে? দেখতে দেখতে দু'একজন করে আরও দশ-বারোজন স্টাফ এসে পৌঁছুল।

লিলির ভাগ্য ভাল লেফটেন্যান্ট-নার্স ওর সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর দিকে ভাল করে তাকাল না পর্যন্ত। তার মনের অবস্থা লিলি যদি জানতে পারে, নির্ঘাত জ্ঞান হারাবে।

লেফটেন্যান্ট-নার্সের বদলে মেজর লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। পাশে সরে এসে হাসল সে, সকাল বেলার স্নিগ্ধ আবহাওয়ার প্রশংসা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাল। তবে লিলি থামতে শুরু করার আগেই স্টাফ বাস এসে পড়ল, মেজরের পিছনে লাইন দিল সে। বাসে উঠে প্রথমে দেখে নিল মেজর কোথায় বসেছে, তারপর তার কাছ থেকে দূরে একটা সীটে বসল। লেফটেন্যান্ট-নার্স বসেছে সবার পিছনে।

হাসপাতালের গেটে স্টাফ বাস থামল না, থামল উঠানের এক প্রান্তে। কিন্তু আরোহীরা নামার সময় সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের সবার পাস এবং আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করল। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় সম্পূর্ণ শান্ত থাকল লিলি। রবিনের ওপর আস্থা আছে তার, জানে পাস আর আইডেনটিটি কার্ড যেখান থেকেই যোগাড় করে থাকুক, ওগুলোয় কোন খুঁত নেই।

লেফটেন্যান্ট-নার্সের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে লিলি।

'আপনাকে একটু গেট-হাউসে অপেক্ষা করতে হবে, ম্যাডাম,' লেফটেন্যান্টকে বলল একজন গার্ড।

'সেকি! কেন?' যেন আকাশ থেকে পড়ল নার্স মেয়েটা।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'আপনার আইডেনটিটি কার্ড ঠিক আছে, কিন্তু গেট পাসের মেয়াদ পার হয়ে গেছে কাল···।'

গার্ডদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সার্জেন্ট, তার দিকে তাকিয়ে লিলি বলল, 'জানেনই তো আমরা কি রকম ব্যস্ত থাকি। এ-ধরনের সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্যে আপনারা যদি···'

লিলির কথা শেষ হলো না, দাঁত বের করে হাসল সার্জেন্ট। 'ও, আপনার গেট পাসের মেয়াদও বুঝি পার হয়ে গেছে?'

ব্যস্তভাবে নিজের গেট পাসের ভাঁজ খুলে দেখল লিলি। হেসে উঠল সে। 'উঁহু, আরও দু'দিন বাকি আছে, সার্জেন্ট।'

'ঠিক আছে, লেফটেন্যান্টকে যেতে দাও,' গার্ডদের হুকুম করল সার্জেন্ট, তারপর লেফটেন্যান্টের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, 'কাল যেন সাথে নতুন পাস থাকে।'

এরপর লিলির পালা। কাগজগুলো গার্ডের হাতে দিয়ে লেফটেন্যান্ট-নার্সের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সে। কেমন মেয়ে রে বাবা! ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না!

কাগজগুলো লিলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাত-ইশারায় তাকে সামনে এগোতে বলল গার্ড।

হাসপাতাল ভবনে ঢুকে বেশ স্বচ্ছন্দে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল লিলি। কাল রাতে রানা তাকে বিল্ডিংটার সে-আউট দেখিয়েছে, মনে গাঁথা আছে সব, কাজেই বিপজ্জনক এলাকাগুলো এড়িয়ে থাকা কঠিন হলো না। কিন্তু সমস্যা হলো সময় কাটানো নিয়ে। কোথাও বসে থাকা চলবে না, তাহলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আবার একই করিডর ধরে বারবার আসা-যাওয়া করাও ঠিক হবে না। অথচ বেলা দেড়টার আগে ওর কোন কাজ নেই।

পুরো হাসপাতালটা, প্রথম থেকে চারতলা পর্যন্ত, একবার ঘুরে এল লিলি। একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগল। সেই মেয়েটা, লেফটেন্যান্ট-নার্স, তারও কি কোন কাজ নেই? একবার দোতলায়, আরেকবার চারতলায় সামনাসামনি হলো ওরা। ওকে দেখে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল মেয়েটা, তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আবার নিচতলায় নেমে এল লিলি। সময়ের আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের দিকে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাকে। তবু আবার একবার তিনতলায় উঠল সে। করিডরের মাথায় দু'জন মিলিটারি পুলিস কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরও একজন মিলিটারি পুলিস, আর দু'জন সাদা পোশাক পরা সিকিউরিটি অফিসার। রবিনের সন্দেহ ওরা এফ.বি.আই. এজেন্ট না-ও হতে পারে।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দ্রুত পায়ে করিডর পেরিয়ে আরেক সিঁড়ির দিকে এগোল সে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসে টয়লেটে ঢুকল লিলি। কিন্তু টয়লেটে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। দশটা দশে করিডরে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে এগোল। তিনটে ধাপ টপকে নেমে এল বাগানে।

এই সময় বাগানে কারও থাকার কথা নয়। কাউকে দেখলও না লিলি। ফুল গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কোথাও বসল না, কে জানে ওপরতলার কোন জানালা দিয়ে কেউ হয়তো লক্ষ করছে ওকে। মস্ত বড় একটা গোলাপ দেখে থমকে দাঁড়াল সে, হাত বাড়াল ফুলটা ছেঁড়ার জন্যে। কিন্তু কি মনে করে হাতটা ফিরিয়ে নিল আবার। থাক।

ওখান থেকে সরে এল লিলি।

'ম্যাডাম?' পিছন থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল লিলি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বাসের সেই মেজর। মস্ত লাল গোলাপটা গাছ থেকে ছিঁড়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। মিটিমিটি হাসছে লোকটা।

'আমাকে কিছু বলছেন, মেজর?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'দেখলাম ফুলটা আপনি ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়লেন না,' মেজর বলল। 'তাতে আর লাভ হলো কই, একজন তো ছিঁড়লই।'

'ছিঁড়লাম কারণ সে অধিকার আমার আছে,' হাসিমুখে বলল মেজর। 'চলতি মাসে বাগানের সিকিউরিটি আমার কাঁধে।'

'ও।'

'নিন না, নিন,' বাড়ানো হাত সহ এক পা এগিয়ে এল মেজর। 'আপনি যে ফুল ভালবাসেন সে তো বোঝাই গেছে। তা না হলে কাজের মাঝখানে সময় করে বাগানে ঢুকবেন কেন! নিন, ফুলটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি আমি।'

গোলাপটা নিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লিলি। 'ধন্যবাদ।'

লিলির গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মেজর।

বেলা ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে গেট বি-র সামনে এসে ব্রেক করল ডেলিভারি ভ্যানটা। ড্রাইভার, একজন প্রৌঢ় ইটালিয়ান, লাফ দিয়ে নামল নিচে। সাথে সাথে চার-পাঁচজন সশস্ত্র গার্ড তাকে ঘিরে ফেলল।

গেট হাউসের ভেতর থেকে ডিউটি অফিসারও ভ্যানটাকে দেখতে পেল। খোলা নোটবুকটা তার সামনেই রয়েছে, লেখাগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলাল সে। কর্নেল ওয়াটসন সকাল দশটাতেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন একটা ডীপ ফ্রিজ নিয়ে সরকারী মেডিকেল স্টোর থেকে ডেলিভারি ভ্যান আসবে। ফ্রিজটা ভেতরে আনার জন্যে লোক লাগবে, ভ্যানের সাথেই আসবে তারা। পাস চাওয়ার দরকার নেই, সবাইকে যেন ঢুকতে দেয়া হয়। পরিষ্কার নির্দেশ, সন্দেহ করার কিছু নেই। তবু অভ্যেসবশে ফোনের রিসিভার তুলে কর্নেল ওয়াটসনের নম্বরে ডায়াল করল ডিউটি অফিসার।

অপরপ্রান্ত থেকে যান্ত্রিক, একটু বেশি যান্ত্রিক, কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

PROTECH

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কর্নেল ওয়াটসন!'

'স্যার, গেট হাউস থেকে ডিউটি অফিসার বলছি···।'

'কি দরকার?' কর্নেল ব্যস্ত মানুষ, কাজের মধ্যে কেউ বিরক্ত করলে ধমক তো দেবেনই।

'স্যার, আপনার সেই ডেলিভারি ভ্যানটা এসেছে···।'

'ওহ। কিন্তু তুমি ফোন করছ কেন তাই বলো।'

'স্যার, আমরা কি ওদের সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেব···,' জানালা দিয়ে ডিউটি অফিসার দেখতে পেল, ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে হোঁৎকা চেহারার চারজন লোক নিচে নামল। গার্ডদের সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেছে ড্রাইভার, এবার বাকি চারজনও যোগ দিল। গার্ডরা সতর্ক, কিন্তু লোকগুলো হাসছে।

'ডিউটি অফিসার? নাম কি তোমার?' অপরপ্রান্ত থেকে বজ্রকণ্ঠে জানতে চাইল কর্নেল। 'একটা অর্ডার ক'বার দিতে হয়? সকালেই তো ফোন করে বলে দিয়েছি···।'

'জ্বী, স্যার, সকাল বেলাই বলে দিয়েছেন···,' আমতা আমতা করতে লাগল ডিউটি অফিসার। 'ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে –ওদের সবাইকেই···রাখি, তাহলে, স্যার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডিউটি অফিসার। ভাবল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, কর্নেল দ্বিতীয়বার তার নাম জানতে চাননি। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল সে।

ডিউটি অফিসারের নির্দেশে গার্ডরা সরে দাঁড়াল। ড্রাইভার আবার ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। বাকি চারজন লোককে বলা হলো তাদের ভেতরে ঢুকতে হবে গেট এ দিয়ে।

ড্রাইভার ভ্যান ছেড়ে দেবে, এই সময় ডিউটি অফিসার একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'ভ্যানের পিছনটা চেক করেছ? ওখানে একটা ফ্রিজ আছে, ভেতরটা দেখেছ?'

ফ্রিজের ভেতর থেকে কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

গার্ড বলল, 'আই ড্রাইভার, রোখো।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল ড্রাইভার, অসহায় ভঙ্গি করে চুপ করে থাকল সে।

ভ্যানের পিছনে চড়ল দু'জন গার্ড। ভীপ ফ্রিজের দরজা বন্ধ। হাতল ধরে টানাটানি করল তারা। আধ মিনিট পর ভ্যানের কিনারা থেকে তাদের একজন ডিউটি অফিসারকে বলল, 'ফ্রিজ খুলছে না। তালা দেয়া, চাবি লাগবে।'

ড্রাইভারের দিকে তাকাল ডিউটি অফিসার। 'চাবি দাও।'

বাকি চারজন লোক পাঁচিল ঘেঁষে গেট এ-র দিকে এগোচ্ছে।

'চাবি?' আকাশ থেকে পড়ল ড্রাইভার। 'আমি কোথায় চাবি পাব?'

ডিউটি অফিসারের মনে সন্দেহ দেখা দিল। 'চাবি কোথায় পাবে মানে? ফ্রিজ নিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে, আর চাবি দেয়া হয়নি বলতে চাও? কি আছে ফ্রিজের ভেতর?'

'কর্নেল ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করুন, চাবি তাঁকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে,' ঝাঁঝের সাথে বলল ড্রাইভার। 'ফ্রিজে কি আছে?' হঠাৎ একগাল হাসল সে। 'মেডিসিন। বাইরের টেমপারেচারে এক্সপোজ করা হলে মেডিসিনের সমস্ত গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।' একটা কাগজ গুঁজে দিল সে ডিউটি অফিসারের হাতে। 'এটা দেখুন, স্টোর থেকে দেয়া হয়েছে। ওষুধের তালিকা। বাইরে এক্সপোজ করলে কি হবে তা-ও লেখা আছে।'

ভোঁ কপালে উঠল ডিউটি অফিসারের। 'নষ্ট হয়ে যাবে মানে?'

দশ সেকেন্ড দ্বিধায় ভুগল ডিউটি অফিসার। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের প্যাডে লেখা কাগজটার ওপর চোখ বুলাল। তারপর মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু ভেতরে কি আছে তা না দেখে আমি ওটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি না, কাগজে যা-ই লেখা থাক।'

'সেটা আপনার সমস্যা, অফিসার,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ড্রাইভার। 'আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই করব। বলেন তো মেডিকেল স্টোরে সব ফিরিয়ে দিয়ে আসি।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট।'

'তুমি ঠিক জানো ফ্রিজের চাবি কর্নেল ওয়াটসনের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?'

ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজল ড্রাইভার। 'জেনেই বলছি। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।'

গেট হাউসে টেলিফোন বাজছে। 'দাঁড়াও, আসছি,' বলে সেদিকে ছুটল ডিউটি অফিসার।

গ্যাস-মাস্ক পরতে পরতে দরদর করে ফ্রিজের ভেতর ঘামছে রানা। ভীপ ফ্রিজের চাবি অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা কর্নেল ওয়াটসন ওরফে ভিনসেন্ট গগলের কাছে নয়, আছে লিলির কাছে। চাবি ছাড়াও ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে, সে-ব্যবস্থা রানার সাথেই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্রিজটা ওরা খুলতে চায় না, চাইছে যেমন আছে তেমনি যেন থাকে।

রানার উদ্বেগ বাড়তেই থাকল। সব কিছু এখন ডিউটি অফিসারের ওপর নির্ভর করছে। কর্নেল ওয়াটসনকে ফোন করা হলে আবার সেটা রিসিভ করবে গগল, কারণ চীফ মেডিসিন কন্ট্রোলার কর্নেল ওয়াটসনের ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর লাইনটার সংযোগ দেয়া হয়েছে হাসপাতালের উত্তরদিকের সাততলা ভবনের একটা রিসিভারের সাথে। কামরাটা কাল ভাড়া করা হয়েছে, সামনে রিসিভার নিয়ে বসে আছে গগল। পাশেই জানালা, নিচের রাস্তায় হাসপাতালের দুই গেটে ভ্যান আর নিজের লোকদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। ফোন পেলে ডিউটি অফিসারকে গগল বলবে, কিন্তু

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

খোলা যাবে না। কিন্তু তার কথা যদি লোকটা মানতে রাজি না হয়? তার বস-ও তো একজন কর্নেল, সে যদি নিজের বসের কাছে নির্দেশ চায়? তার বস হয়তো সরাসরি কর্নেল ওয়াটসনের সাথে দেখা করবে। সেই মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে সব। কর্নেল ওয়াটসন বলবে, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে ফ্রিজ আসছে তা-ই সে জানে না। ফোনের লাইনে যে কারিগরি কেরামতি করা হয়েছে, তা-ও জানাজানি হয়ে যাবে। ড্রাইভার সহ বাকি চারজনকে গ্রেফতার করা হবে, ভাঙা হবে ফ্রিজের দরজা···। তারপর কি হবে, ভাবতে চায় না রানা। বন্ধ একটা কেবিনে গ্যাস বোমা বিস্ফোরিত হলে ভাল ফলাফল আশা করা যায়, কিন্তু খোলা রাস্তায় বিস্ফোরিত হলে ক'জনকে অজ্ঞান করতে পারবে বলা কঠিন।

মাত আধঘণ্টাও পেয়ারে, দেখাই না শেষ পর্যন্ত কি হয়। নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রানা।

গেট এ থেকে ফোন করা হয়েছে। ওদিকের গেট হাউস থেকে ডিউটি অফিসার জানতে চাইছে, পাস ছাড়া চারজন লোককে সে ভেতরে ঢুকতে দেবে কিনা। রিসিভারে কড়া নির্দেশ জারি করল গেট বি-র ডিউটি অফিসার, 'এদিকে যাদের দেখা গিয়েছে, কাজেই আমি না বলা পর্যন্ত লোকগুলোকে তোমাদের গেট হাউসে আটকে রাখো—কড়া পাহারায়।'

গেট হাউস থেকে বেরিয়ে আবার ভ্যানের পাশে এসে দাঁড়াল ডিউটি অফিসার। ইঙ্গিত পেয়ে তার পাশে চলে এল দু'জন গার্ড। 'নেমে এসো,' ড্রাইভারকে হুকুম করল ডিউটি অফিসার। 'গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'কেন, গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে কেন?' খাবড়ে গেছে ড্রাইভার। 'হয় আমাকে ভেতরে ঢুকে মাল খালাস করতে দিন, নাহয় বিদায় দিন চলে যাই।'

'চলে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?' খোঁচা মারা প্রশ্ন করল ডিউটি অফিসার। 'অপেক্ষা করতে হবে এই জন্যে যে কর্নেল হামফ্রে লাঞ্চ খেতে গেছেন, তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই।'

'কর্নেল হামফ্রে?'

'আমার বস।' ডিউটি অফিসারের চেহারা থমথম করছে।

তিনতলার একটা জানালা দিয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখছে লিলি। কি ঘটতে চলেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। ভ্যান থেকে নেমে এল ড্রাইভার, ডিউটি অফিসারের সাথে মহা তর্ক জুড়ে দিয়েছে সে।

অস্থির হয়ে উঠল লিলি। কিছু একটা করা দরকার। অথচ কিছুই তার করার নেই। পাঁচ মিনিট আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে গিয়ে হেঁটে এসেছে সে। কেবিনের বাইরে একজন মাত্র মিলিটারি পুলিস ছিল। কেবিনের ভেতরটাও প্রায় খালি, শুধু একজন নার্স আছে। উঁকি দিয়ে আবছাভাবে দেখেছে সে। এখনই সুযোগ, একটু পরই সবাই আবার ফিরে

এসে কেবিনে ঢুকবে।

গেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে ফ্রিজের দরজা খোলা নিয়ে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না লিলির। রবিন তাকে আগেই বলেছিল, এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা এড়াবার একাধিক বিকল্প সমাধান সংশ্লিষ্ট সবার জানা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই হয়তো কাজে আসবে না। এত পরিশ্রম, এত আয়োজন, সব বুঝি বিফলে গেল। সাদা কোটের পকেটে হাত ভরে চাবির অস্তিত্বটা অনুভব করল লিলি। গেটে গিয়ে ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়াবে নাকি? চাবি দেখিয়ে বলবে, আমি ফ্রিজ খুলতে পারব না, সাহস থাকলে আপনি খুলুন, কিন্তু ওষুধগুলো নষ্ট হলে আপনি দায়ী থাকবেন। উঁহুঁ, মস্ত বোকামি হয়ে যাবে। ডিউটি অফিসার অত বোকা নয়। ফ্রিজের দরজা এক সেকেন্ডের জন্যে খুলে আবার বন্ধ করলে ওষুধ যে নষ্ট হবে না, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। চাবি পেলে অবশ্যই ফ্রিজ খুলবে সে।

তখন গ্যাস বোমা না ফাটিয়ে রবিনের কোন উপায় থাকবে না। তারমানে অপারেশন শিকেয় উঠবে। শুধু কি তাই, জান নিয়ে পালানোই দুষ্কর হয়ে পড়বে রবিন সহ বাকি পাঁচজনের।

এই সময় ভ্যানের পিছনে একটা মার্সিডিজ এসে থামল। গাড়িটা আগেও একবার দেখেছে লিলি। কর্নেল হামফ্রের গাড়ি। লাঞ্চ সেরে খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছেন ভদ্রলোক।

ভ্যানের ড্রাইভারকে প্রায় জোর করে গেট হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই সময় কর্নেল হামফ্রের গাড়িটাকে ভ্যানের পিছনে থামতে দেখল ডিউটি অফিসার। ড্রাইভারের দায়িত্ব গার্ডদের ওপর ছেড়ে দিয়ে মার্সিডিজের দিকে ছুটল সে। সামনে বাধা দেখে মহা বিরক্ত হয়েছেন কর্নেল, হর্নের বোতামে আঙুলের চাপ দিয়ে রেখেছেন।

ডিউটি অফিসারকে ছুটে আসতে দেখে হর্ন থামালেন কর্নেল, জানালা দিয়ে মুখ বের করে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এসব কি, সার্জেন্ট?'

'স্যার, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে একটা ডীপ ফ্রিজ আনা হয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডিউটি অফিসার। 'কিন্তু ওরা বলছে ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে না। ভেতরে কি আছে না দেখে···'

ফ্রিজের ভেতর থেকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কথাগুলো শুনছে রানা। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে।

'খোলো,' হাঁক ছাড়ল কর্নেল হামফ্রে। 'তারপর চাকরিটা হারাও!'

'জী?' হাঁ হয়ে গেল ডিউটি অফিসার। 'জী, স্যার?'

'জী স্যার, না? দূর হও সামনে থেকে!' খেপে গেছে কর্নেল হামফ্রে। 'ফ্রিজে লাখ ডলারের ওষুধ রয়েছে, আর উনি সেগুলো বাইরে এক্সপোজ করতে চান! তুমি দেখছি আমার চাকরিটাও খাবার তালে আছ!'

'না, স্যার, মানে আমি স্যার···'

হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, 'এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ!'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

চরকির মত আধ পাক ঘুরে গেটের দিকে ছুটল ডিউটি অফিসার। 'অ্যাই ড্রাইভার, জলদি ভ্যান সরাও–দেখছ না স্যারের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না!'

এরপর সব পানির মত সহজ হয়ে গেল। হাসপাতালের উঠান পেরিয়ে বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে থামল ভ্যান। ফোন পেয়ে গেট এ-র গেট হাউস থেকে মুক্তি দেয়া হলো বাকি চারজন ভ্যান-কর্মীকে।

ফ্রিজের ভেতর নিঃশব্দে হাসল রানা। কিন্তু একটু ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা। বড় বাধাটা পেরোনো গেছে বটে, কিন্তু তাতে ওর কোন কৃতিত্ব নেই।

তিনতলার জানালার সামনে থেকে সরে গেল লিলি। পরম স্বস্তি বোধ করল সে। কয়েক পা হেঁটে করিডরের একটা বাঁকে থামল, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেয়ালের হুক থেকে ফোনের রিসিভারটা নামাল। দুশো এগারো নম্বর কেবিনে ফোন করল সে।

'ভালোসা বলছি,' আহত লোকটার কেবিন থেকে জবাব দিল নার্স।

'মেজর দুসান। পার্সোনেল অফিসে রিপোর্ট করবে, প্লীজ? লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার জায়গায় পনেরো-মিনিট ডিউটি করবে সে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ কেটে দিল লিলি।

দুশো এগারো নম্বর কেবিন। রিসিভার নামিয়ে রেখে রোগীর কাছে ফিরে এল নার্স। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে রয়েছে। রোগীর পালস দেখল সে। সন্তুষ্টচিত্তে আপনমনে মাথা নাড়ল। তারপর, লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া এসে পৌঁছুবার আগেই, কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে। 'অফিস থেকে ডাকল আমাকে,' মিলিটারি পুলিসকে বলল সে। 'লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া এখুনি আসবে।'

করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল নার্স। বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এল উঠানে, উঠান থেকে গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তার মোড়ে তার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

তিন মিনিট এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে এসে থামল লিলি।

'লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া?' জিজ্ঞেস করল মিলিটারি পুলিস।

'হ্যাঁ,' কেবিনের ভেতর ঢুকতে শুরু করে বলল লিলি। তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এম.পি-র দিকে। 'ফ্রিজটা বদলে দিয়ে গেছে?'

হাতঘড়ি দেখল এম.পি.। 'দেড়টার সময় নতুনটা নিয়ে আসার কথা, কই, এখনও তো এল না!'

'এসে যাবে,' বলে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল লিলি।

ওদিকে, তিনতলায় থামল এলিভেটর। ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে করিডরে

বের করে আনল ভ্যান-কর্মীরা। ভেতরের দেয়ালে বারবার মাথা ঠুকে যাচ্ছে রানার। দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে পৌঁছে গেল ফ্রিজ, খাড়া করে দরজার পাশে রাখা হলো সেটা। রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে হাঁপাতে লাগল ভ্যান-কর্মীরা।

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি,' তাগাদা দিল এম.পি.। 'এখানে জটলা পাকানো চলবে না।'

ভ্যান-কর্মীরা আবার ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে শূন্যে তুলল। এতক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল রানা, এখন শোয়া অবস্থায়, তা-ও উপুড় হয়ে।

দরজায় নক করল এম.পি.। সাথে সাথে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল লিলি। ভেতরে ঢোকানো হলো ফ্রিজ। ভ্যান-কর্মীদের পিছু পিছু এম.পি-ও কেবিনের ভেতর ঢুকল। পুরানো ফ্রিজটার পাশেই রাখা হলো নতুনটাকে। রুমাল বের করে আবার ঘাম মুছতে শুরু করল ভ্যান-কর্মীরা, আবার তাড়া দিল এম.পি, 'কাজটা শেষ করো। পুরানোটা, নাকি মাল খালাস করে নতুনটাই আবার নিয়ে যাবে? যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

'একটু দেরি হবে,' এম.পি-কে বলল লিলি। 'ওরা নাহয় ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করুক?'

'অ্যাই, বাইরে, সবাই বাইরে!' চারজনের দলটাকে খেদিয়ে বাইরে নিয়ে এল এম.পি.। ভেতর থেকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল লিলি।

নতুন ডীপ ফ্রিজটার সামনে চলে এল সে। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ঢোকাল, চাবিটা ঘোরাবার আগে ফ্রিজের গায়ে টোকা দিল–ঠক্, ঠক-ঠক।

ফ্রিজের ভেতর কোন র‍্যাক বা শেলফ নেই, ডাক্তারের পোশাক পরে সটান দাঁড়িয়ে আছে রানা। মুখে গ্যাস-মাস্ক, এক হাতে ডাক্তারী ব্যাগ, অপর হাতে গ্যাস-গান। ছোট্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ও, দ্রুত হাতে ফেস-মাস্ক খুলে ফেলল। সাদা কোটের পকেটে ভরল গ্যাস-গান। গ্যাস-মাস্কটা ব্যাগের ভেতর চালান করে দিল। 'এসো, আমার সাথে ধরো একে,' বলে পর্দা ঘেরা কেবিনের ওপর অংশের দিকে এগোল ও।

আহত লোকটার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। দেখেই বোঝা যায়, জ্ঞান নেই। নাক-মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে অনেকগুলো পাইপ আর টিউব। মুখটা বাদে সারা শরীর চাদরে ঢাকা। রক্তবাহী টিউব চাদরের তলায় ঢুকে গেছে। স্বচ্ছ টিউবটার দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল রানা, ঝট করে তাকাল মাথার কাছে স্ট্যান্ডের সাথে ঝুলে থাকা ব্লাড-ব্যাগের দিকে। ব্যাগ থেকে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত পড়ার কথা টিউবে, কিন্তু পড়ছে না। চাদর সরিয়ে রোগীর পালস দেখল রানা।

'কি ব্যাপার, রবিন?' পাশ থেকে ফিসফিস করে জানতে চাইল লিলি।

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। খুন, নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝল, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির কব্জি ধরল

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ও, লম্বা পা ফেলে কেবিনের অপর অংশে বেরিয়ে এল। ব্যাগ হাতে ভীপ ফ্রিজের ভেতর ঢুকে বলল, 'তালা লাগাও। ওদের ডেকে আবার নিচে নামাতে বলো ফ্রিজটাকে।'

তর্ক না করে নির্দেশ পালন করল লিলি। কেবিনের দরজা খুলে ভ্যান-কর্মীদের বলল, 'এসো তোমরা, ফ্রিজ খালি করা হয়েছে।'

ওদের সাথে এম.পি-ও ঢুকল কেবিনে। আবার ওদের সাথেই বেরিয়ে এল। ফ্রিজ নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল চারজন। এম.পি. কেবিনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। কেবিন থেকে লিলি বেরুল না, তবে ফ্রিজটা যখন বের করা হচ্ছিল তখন এম.পি-র চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন ভ্যান-কর্মীর পকেটে ফ্রিজের চাবিটা ফেলে দিয়েছে সে।

এক মিনিট পর দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল লিলি। 'বাথরুম থেকে আসছি,' বলে ফ্রিজ যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার উল্টো দিকে হাঁটা ধরল সে।

বাঁক ঘুরল লিলি, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে টয়লেট লেখা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে। ইউনিফর্ম পরা তিনজন হাসপাতাল-কর্মী বন্ধ একটা দরজার সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে একটা মেয়ে বলে চলেছে, 'নিশ্চয়ই কোন পাগলের কাণ্ড! তা না হলে সবগুলো দরজায় তালা দেয় কেউ!'

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,' হাসপাতাল কর্মীদের একজন উত্তর দিল। 'আমরা সবাই টয়লেটে যাব বলে এসেছি। এসে দেখি, সবগুলো দরজায় কে যেন তালা লাগিয়ে গেছে। ভ্যানেসা রিকার্ড একটার ভেতর ছিল, তার টয়লেটেও। দশ মিনিট ধরে চেঁচামেচি করছে ও। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম, তা না হলে জানাই যেত না...।'

'চাবি?'

লোকটা বলল, 'অফিস থেকে আনতে পাঠানো হয়েছে।'

জোর করে হাসল লিলি। 'নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে...'

'এমন ভুল মানুষ করে!' ক্ষোভ প্রকাশ করল লোকটা। বাকি দু'জনও তিক্ত মন্তব্য করল।

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল লিলি। সেই লেফটেন্যান্ট-নার্সের কথা মনে পড়ছে ওর। একই বাসে এসেছে ওরা, তার মত সে-ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হাসপাতালে এখানে-সেখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল। টয়লেটগুলোর দরজায় সে-ই কি তালা দিয়েছে? নার্স ভ্যানেসাকে টয়লেটে বন্ধ করে রেখে দুশো এগারো নম্বর কেবিনে নিজে গিয়েছিল? সে-ই কি তাহলে রিসিভ করেছিল তার ফোন কল? সে ভ্যানেসা নয়, সেজন্যেই কি গ্লোরিয়া পৌঁছুবার আগেই দুশো এগারো নম্বর কেবিন থেকে কেটে পড়ে?

রোগীটাকে তাহলে কি সে-ই খুন করে গেছে?

তাকে কি কে.জি.বি. রেসিডেন্ট পাঠিয়েছিল?

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে একতলায় নেমে এল লিলি। এসে দেখল, আরেক কাণ্ড বেধে গেছে। ফ্রিজটা তোলা হয়েছে ভ্যানে, কিন্তু গেটে আবার থামানো হয়েছে ড্রাইভারকে। আগের ডিউটি অফিসার নেই, লাঞ্চ খেতে গেছে, নতুন ডিউটি অফিসার ফ্রিজের ভেতরটা না দেখে ভ্যান ছাড়বে না।

এবার আর চাবি নেই বা অন্য কিছু বলে পার পেল না ড্রাইভার। কারণ জেরার উত্তরে আগেই সে বলে বসেছে, ফ্রিজ খালি। ভ্যান-কর্মীদের একজন পকেট থেকে ফ্রিজের চাবি বের করে ডিউটি অফিসারের হাতে দিল। দু'জন গার্ডকে নিয়ে নিজে ভ্যানে চড়ল অফিসার। খোলা হলো ফ্রিজের দরজা।

কিছুই নেই, ফ্রিজের ভেতরটা খালি।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছে লিলি, কাঁধে একটা হাত পড়ল।

'চলো, বাইরে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে,' বলল রানা। একটুও অবাক হয়নি লিলি। সে জানে, এলিভেটর একতলায় নামার সময় ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন।

অপর গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। ওদিকে ভ্যানের ড্রাইভারও ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

পার্কিং লটে এসে গাড়িতে চড়ল ওরা। মেইন হাইওয়েতে উঠে এল গাড়ি। থমথম করছে রানার চেহারা।

টয়লেটে গিয়ে কি দেখেছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করল লিলি। চুপচাপ শুনল রানা। লিলি থামার পর মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'বাস্টার্ডস!'

'তাহলে আমি যা ভেবেছি সেটাই ঠিক?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'হ্যাঁ, লোকটাকে খুন করা হয়েছে,' বলল রানা। 'আমাদের এত চেষ্টা কোন কাজেই লাগল না।'

'কিন্তু খুনটা করল কিভাবে?'

'কি জানি, আমি তো কোন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না। তবে মেয়েটা যে রেসিডেন্টের একজন এজেন্ট এ আমি হলপ করে বলতে পারি।' হঠাৎ খেপে গেল রানা, 'ওরা মানুষ নয়, লিলি! আমার ওপর ওদের কোন বিশ্বাস নেই। লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি, অথচ আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিল না। নিজেদের লোককে মেরে ফেলল—ছি!'

রানাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল লিলি, 'আমরা যা ভাবছি তা না-ও হতে পারে, রবিন। লোকটা হয়তো নিজে থেকেই মারা গেছে...।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

একটু পর জিজ্ঞেস করল লিলি, 'এখন আমরা কি করব?'

'আমাকে অপমান করা হয়েছে, লিলি,' বিষণ্ণ এবং গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'নির্মম হতে পারলে আমার উচিত অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেশে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তা যদি যাই, এই একই ভাবে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আরও অনেক লোককে খুন করবে ওরা। শুধু ওদের কথা ভেবে...'

'কাদের কথা?'

'সব কথা জানতে চেয়ো না,' নরম সুরে বলল রানা।

বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল লিলি, 'দুশ্চিন্তা, রবিন।'

'না, কাজটা ফেলে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আপনমনে বলল রানা।

'আমরা এখন কি করব বলবে, নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে?' অভিমানের সাথে জিজ্ঞেস করল লিলি।

'গোটা ব্যাপারটার জন্যে যে দায়ী, সেই ম্যানিয়াকটাকে খুঁজে বের করব,' বলল রানা। বলল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কোথায় পাওয়া যাবে ডালচিমস্কিকে। দায়িত্বটা নেয়ার সময়ই মনে হয়েছিল, ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। এখনও তাই মনে হচ্ছে। হিউম্যান বোমাগুলোকে এক এক করে ফাটিয়ে চলেছে ডালচিমস্কি, এখন আবার কে.জি.বি. রেসিডেন্টও একই পথ ধরেছে। এমন হবে জানলে শত অনুরোধেও কি ঢেঁকি গিলত ও!

লাঞ্চ খাবার জন্যে ফ্রেঞ্চ একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। রানাকে অন্যমনস্ক দেখে নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সারল লিলি। গগলের কথা ভাবছিল রানা।

ভিনসেন্ট গগলের সাথে রানার পরিচয় আজকের নয়। দু'জন দু'মেরুর বাসিন্দা, একজনের সাথে আরেকজনের কোন দিক থেকেই কোন মিল নেই। সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, কিন্তু সে বন্ধুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। রানা জানে ভিনসেন্ট গগল একজন আন্তর্জাতিক স্মাগলার, ভূমধ্যসাগরের দু'তীরে যতগুলো সন্ত্রাসবাদী দল আছে সেগুলোর প্রায় সব ক'টাকেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ যোগান দেয় সে। তার জাতীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কেউ কিছু জানে না। তার কোন কোন আচরণে আভাস পাওয়া যায়, ফ্রেঞ্চদের প্রতি তার দরদ আছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সে সমর্থন করে। রানা তার সম্পর্কে রিশদ জানার জন্যে অন্যায় কৌতূহল কখনোই প্রকাশ করেনি, আবার রানা সম্পর্কে গগলও তার কৌতূহলের মাত্রা একটা সীমার বাইরে যেতে দেয়নি। সে নিজে যেমন, রানাকেও সেরকম একজন বলে সন্দেহ করে সে—গভীর জলের মাছ, হয় স্মাগলার নাহয় আন্ডারগ্রাউন্ডের রাঘব-বোয়াল। গগলের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে রানা, ওর মধ্যে লোক দেখানো কোন ব্যাপার নেই। কেউ যদি তার কোন উপকার করে, মৌখিক একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না, পাল্টা কোন উপকার করে ঋণ শোধের অপেক্ষায় থাকে। অনেক গুরুতর সঙ্কটে গগলকে সাহায্য করেছে রানা, কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি কোন বড় ধরনের ক্রাইম করতে গিয়ে গগল সঙ্কটে পড়েছিল কিনা। সেরকম রানার ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে এসে গগলও কখনও জানতে চেষ্টা করেনি ঠিক কোন্ ধরনের অপরাধ করতে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছিল রানা।

ওদের বন্ধুত্বের ভিত হলো বিশ্বাস, সেটা এত গভীর আর শক্তিশালী যে কোনদিন নষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

কিছুদিন থেকে গগলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে রানা। এতদিন স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না তার, বেশিরভাগ সময় ইয়ট নিয়ে সাগর চষে বেড়াত। হঠাৎ কি মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে সে, বাড়িও কিনেছে। প্রচুর মদ খেত, যদিও মাতাল হত না, ইদানীং মাত্রাটা অনেক কমেছে। এত দিন তাকে প্রায় জলচর বলে জেনে এসেছে রানা, হঠাৎ তার এই ডাঙার প্রতি আকর্ষণ কি তাৎপর্য বহন করে জানা নেই রানার। স্থিতি চায় গগল? বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হতে চায়? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ওর?

আজ হঠাৎ করে দু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পেল রানা। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, দু'জনের বেলাতেই এ যেন কল্পনা করা যায় না। পেশা যাই হোক, ভিনসেন্ট গগল আপাদমস্তক একজন অ্যাডভেঞ্চারার। রানাও কি তাই নয়? কোন ধরনের বাঁধনই ওদের ধাতে সইবে না।

একজন আরেকজনের বিপদে সাহায্য করেছে, প্রতিদান দিয়েছে, বেশ কিছু দিন হিসেবটা নির্ভুল ছিল। কিন্তু তারপর আর হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। কে যে এখন ঋণী, দু'জনের কেউই এখন আর তা বলতে পারবে না। এই অ্যাসাইনমেন্টে গগলের আরও সাহায্য দরকার হবে রানার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, নিকট ভবিষ্যতে লোকটার জন্যে কিছু একটা করতে হবে ওকে।

রানা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নয়। ওর জানা নেই ঋণের বোঝা এখন থেকে শুধু বাড়তেই থাকবে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। টোপেকা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল গাড়ি। রেডিওটা অন করল রানা। টনি বেনেটের গান বাজছে। রেকর্ডটা শেষ হতে খবর পড়া শুরু হলো।

'ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মিলিটারি হাসপাতাল থেকে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছেন, আজ কিছুক্ষণ আগে টিম পারকার মারা গেছে। আপনারা আগেই জেনেছেন, তাকে অন্তর্ঘাতক বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার আর জ্ঞান ফিরে আসেনি...।'

এটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সি.আই.এ. ঠিকই তা জানতে পারবে, ভাবল রানা। কিন্তু খবরটা প্রচার করবে কিনা সন্দেহ আছে।

রানার চিন্তা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। ম্যানিয়াকটা এই মুহূর্তে কোথায়? কি করছে সে? এরপর কোথায় আঘাত হানবে ডালচিমস্কি? মন বলছে আবার তার আঘাত করার সময় হয়ে গেছে।

ঠিকই বলছে মন।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ক্যাপটেন ম্যাক্সিম ইলিয়টসিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন কে.জি.বি. রেসিডেন্ট। মস্কোয় খবরটা পাঠাবার আগে দুই চুমুকে দুই আউন্স ভদকা গলাধঃকরণ করলেন তিনি। মস্কো থেকে নির্দেশ পাবার পরপরই একজন যোগ্য মেয়ে এজেন্টকে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বেচারা হাসপাতালে ঢুকতে পারলেও প্রথম দু'দিন ইলিয়টসিনের দুশো এগারো নম্বর কেবিনে ঢুকতে পারেনি। তার তৃতীয়বারের চেষ্টা সফল হয়, এবং একবার কেবিনে ঢোকার পর বাকি কাজটা পানির মত সহজে সেরে ফেলে। হাইপডারমিক সিরিঞ্জ শিরায় ঢুকিয়ে তরল কোন ওষুধ নয়, স্রেফ বাতাস ইঞ্জেক্ট করে সে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ইলিয়টসিনের হাতে ইঞ্জেকশন পুশ করার অনেক দাগ আছে, অতিরিক্ত একটা দাগ আলাদাভাবে কারও চিনতে পারার কথা নয়। কাজেই মৃত্যুর কারণটা কেউ ধরতে পারবে না, সবাই ধরে নেবে শুরুতর আহত হওয়ার কারণেই তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

কোর্ট লিভেনওয়ার্থে ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন ওরফে টিম পারকারকে যারা পাহারা দিচ্ছিল, মৃত্যুটাকে নিয়ে তাদের মধ্যে কোনও সীমা-পরিসীমা রইল না। কারও দুঃখ, কেন তাকে সময়ের আগে লাঞ্চ খেতে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো অফিস থেকে? আবার কারও দুঃখ, কেন তাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অফিসে ফিরে আসতে বলা হলো? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কয়েকটা ব্যাপার মেলাতে না পারলেও, মৃত্যুটাকে তারা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত বলেই ঘোষণা করল। নার্স অ্যানেসার টয়লেটে আটকা পড়ে থাকার ঘটনাটা কারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি করলেও, কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখল। তাদের ধারণা, কেয়ারটেকারদের কেউ একজন ভুল করে কাজটা করেছিল। আর ডীপ ফ্রিজের ব্যাপারটা স্রেফ চাপা পড়ে গেল। এ-ব্যাপারে যে লোকটা আলোড়ন তুলতে পারত, সেই কর্নেল ওয়াটসন অকস্মাৎ ছুটি নিয়ে লাস ভেগাস না কোথায় যেন চলে গেছে।

সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হলো এফ.বি.আই.। তাদের এজেন্টদের ভুয়া ফোন কলের মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা তাদেরকে হতাশ করতে পারল না। মৃত টিম পারকার সম্পর্কে আরও জোরেশোরে তদন্ত শুরু করল তারা। এব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরদের একজন। তিনি ভাবতে লাগলেন, টিম পারকারের কাগজ-পত্র এবং আইডেনটিটি জাল কেন? এবং, ডেনভারের কাছে আর্মি বেসে হামলা চালিয়েছিল যে লোকটা, তারই মত এর জাল কাগজগুলোও প্রায় সম মানের উন্নত কেন?

দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ থাকতে পারে।

হতে পারে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। হয়তো এর পিছনে ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্ট কোন গ্রুপ জড়িত আছে। এই একটা ব্যাপারে এফ.বি.আই. অধিতীয়; ষড়যন্ত্র আবিষ্কার এবং তা নস্যাৎ করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই। তদন্ত পুরোদমে চলতে লাগল।

ওদিকে হান্টিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় এফ.বি.আই.-এর জন্যে আরেকটা সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। অস্ত্র এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বহু লোক বাস করে হান্টিংটনে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বার্নার্ড কোরম্যান, একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। ষাড়া ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা সে, পেশীবহুল শরীর। বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে তার, হালকা রসিকতা করার লোক সে নয়, শহরের গণ্যমান্যদের সাথেই ওঠাবসা। উনিশশো ষাট-নাকি উনিশশো একষট্টি?-সালে কেন্টাকি থেকে এসে কোরম্যান বিজনেস কাজ শুরু করে সে। দু'বছর কাজ করে ছোটখাট কয়েকটা খনি কিনে ফেলে। সেগুলোর একটা এখনও আছে তার, হান্টিংটন থেকে এগারো মাইল দূরে। বলাই বাহুল্য, খনিটা সাত রাজার ধন নয়, বছর কয়েক ধরে সেখান থেকে কিছু তোলাও হয়নি। তবু বন্ধু-বান্ধবকে বলে বেড়ায়, কয়লার দাম কখনও যদি চড়ে তাহলে আবার উৎপাদন শুরুর কথা ভাববে সে। তার বন্ধুদের একজন হলো হান্টিংটনের পুলিস চীফ, প্রায়ই দু'জনে শিকার করতে বেরোয়। দু'জনই সৎ, এবং সরল মানুষ, আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনে বিশ্বাসী, কঠোর পরিশ্রম করতে জানে-আদর্শ আমেরিকান নাগরিক বলতে যা বোঝায় তাই।

এপারোই জুলাই বিকেল বেলা কোরম্যান তার ওয়্যারহাউসের গেটে তালা লাগাল, কাল সকালের আগে কোন সাইটেই আর নির্মাণ সামগ্রী পাঠাবার দরকার নেই। সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন, এই সময় অফিস কামরা থেকে খবর এল তার টেলিফোন এসেছে।

কয়েক মিনিট পর নিজের ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপে চড়ল কোরম্যান। দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে ছুটল জীপ। বিশ মিনিট পর রাস্তার দু'পাশে পরিত্যক্ত খনিগুলোকে দেখা গেল, এদিকের রাস্তা চাঁদের পিঠের মত খানাখন্দে ভরা। খনিগুলো সরু একটা উপত্যকার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, হেডসেট ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই গোটা এলাকায়।

হেডসেট হলো একটা সাবটেরেনিয়ান কমান্ড পোস্টের সাঙ্কেতিক নাম, যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ পোস্টটাকে ব্যবহার করলেও করতে পারেন। বোমা, গ্যাস, আর জার্ম প্রুফ একটা বাঙ্কার, ভেতরে রয়েছে আধুনিক কমিউনিকেশন গিয়ারের বিশাল আয়োজন। উনিশশো আটান্ন সালে পাথর খুঁড়ে, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি করা হয় পোস্টটা, সেই থেকে ছোট্ট একটা সিকিউরিটি ট্রুপ আর রেডিও টেকনিশিয়ানদের খুদে একটা দলকে সারাক্ষণ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। অফিশিয়ালি বলা হয়, এটা স্রেফ

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পুরানো একটা খনি, অতিরিক্ত অ্যামুনিশন রাখার জন্যে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছে আর্মি। উপত্যকার শেষ প্রান্তটা ব্যারিকেড দিয়ে সীল করে দেয়া হয়েছে, প্রাইভেট যানবাহন ওদিকে যাতে যেতে না পারে।

নাক বরাবর সোজা হেডসেটের দিকে গেল না কোরম্যান। গাড়ি নিয়ে রিজের মাথায় উঠে এল সে, থামল চূড়া থেকে খানিকটা নিচে–দিগন্তের গায়ে যাতে তার বা জীপের কাঠামো দেখা না যায়। গাড়িটাকে পাইন বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল সে। দু'একটা টান দিয়ে নেভাল সেটা, তারপর বনের পথ ধরে দেড় মাইল হেঁটে কাঁটাঝোপের কিনারায় এসে থামল। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে মাথা-সমান উঁচু কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকল কোরম্যান। কষ্টকর অভিযান, কাপড় ফুঁড়ে মাংসে ফুটছে ধারাল কাঁটাগুলো। কিন্তু থামল না সে। এভাবেই এক সময় লুকানো মেটাল বক্সের কাছে পৌঁছে গেল।

ছটা চোদ্দ মিনিটে ডিটোনেটরে চাপ দিল সে। পাহাড়টা খসে পড়ল। বিস্ফোরণের ফলে হাজার টনেরও বেশি মাটি আর পাথর ঢাল বেয়ে নেমে এল সবেগে। মাটির ওপর হেডসেটের ছোট দুটো বিল্ডিং ছিল, ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশে গেল সেগুলো। সেই সাথে কংক্রিট পোর্টের প্রবেশ মুখ পাথর আর মাটিতে চাপা পড়ে গেল। টন টন পাথর ঢুকল বাঙ্কারে, ভারী লোহার দরজাগুলো এমনভাবে দুমড়েমুচড়ে গেল, ওগুলো যেন অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ডিটোনেটরে চাপ দেয়ার সময় হেডসেটে কাজ করছিল তেষট্টিজন লোক, প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে একান্ন জন মারা গেল, বাকি সাতজন পরের হপ্তায় মারা গেল হাসপাতালে।

হতাহতের সংখ্যা বা হেডসেট রহস্য সম্পর্কে সরকারী সূত্র থেকে রিপোর্টাররা কিছুই জানতে পারল না। জায়গার নাম উল্লেখ না করে শুধু বলা হলো, একটা আর্মি ডিপোয় দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে চারজন লোক মারা গেছে। পেন্টাগন থেকে ইনভেস্টিগেটররা এল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে কেউ ইউনিফর্ম পরেনি। গোটা এলাকা পরীক্ষা করল তারা, কিন্তু ডিনামাইটের সামান্য কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তারা আবিষ্কার করতে পারল না। ডিনামাইটের অংশ পরীক্ষা করে বিস্মিত হলো তারা। কারণ এই ব্র্যান্ডের ডিনামাইট ষোলো বছর আগে ব্যবহার করা হত। পাথর আর মাটির বিশাল ঢল বিস্ফোরণের বাকি সমস্ত চিহ্ন চাপা দিয়ে ফেলেছে।

বার্নার্ড কোরম্যান নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। সিকিউরিটি এজেন্টরা অকুস্থলে পৌঁছুবার অনেক আগেই রাইফেল, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, এক মাসের শুকনো খাবার, আর একটা শর্টওয়েভ রেডিও নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে সে। যতদূর সম্ভব জীপে করে এগিয়েছে, তারপর পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের একটা গুহায় ক্যাম্প করেছে সে। প্রতিদিন সকালে সে তার

ব্যাটারিচালিত রেডিও সেটটা অন করে, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি-তে কাঁটা স্থির রেখে নির্দেশ আর যুদ্ধের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকে। কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল। তাকে কোন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে না, যুদ্ধেরও কোন খবর নেই। ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না কোরম্যানের। নিখুঁত প্লীপ-কভার এজেন্ট হতভম্ব হয়ে পড়ল, কিন্তু ধৈর্য হারাল না। ঠিক করল, অপেক্ষা করবে সে। নতুন অর্ডার দিতে বাধ্য তারা। কর্তৃপক্ষ তার কথা ভুলে যেতে পারে না তারা জানে, এরপর কি করতে হবে তা তার জানা নেই।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাপ্তাহিক মীটিঙে আলোচ্য সূচীর তেরো নম্বর বিষয় ছিল–সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুহার। ষোলো নম্বর স্থান পেয়েছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-র ঘটনাটা।

সরাসরি জন ক্যাসেল, সি.আই.এ. প্রতিনিধির দিকে তাকাল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি। 'আপনাদের সেই মেয়েটা, কি যেন নাম হাই–ওই যে, রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের মৃত্যুহার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল যে?'

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি, একজন মেজর জেনারেল, সহাস্যে বললেন, 'ভাষা ব্যবহারে আমাদের আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার, জেন্টলমেন। চ্যারিটি উডস্টককে মেয়ে বলা–,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। '–বোধহয় উচিত নয়।'

'আমি আপনার সাথে একমত,' তাকে সমর্থন করল জন ক্যাসেল। 'চ্যারিটি উডস্টক পরিণত, দায়িত্বসচেতন, ক্রিয়েটিভ একজন অ্যানালিস্ট–আমরা তাকে এজেন্সির গর্ব বলে মনে করি।'

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডমিরাল পাইপে টোবাকো ভরছেন। মুখ না তুলেই তিনি কথা বললেন, 'বড় বড় গব, তার কথা বলা হচ্ছে তো, নাকি?' সবাই জানে, মার্কিন নেভির অফিসাররা অশ্লীল শব্দ ছাড়া মুখ খুলতে পারে না। 'আপনাদের এজেন্সির গর্ব, তাতে আর সন্দেহ কি! সে যাক, অস্বাভাবিক মৃত্যুহার থেকে আর কিছু জানতে পেরেছে সে? ব্যাপারটা কি একটা গানাকার ছিল?'

'আমাদের তাই ধারণা,' জবাব দিল জন ক্যাসেল। 'মিস উডস্টকের ধারণা, স্ট্যালিনপন্থীদের একটা গ্রুপ বিদ্রোহ করে বসেছিল।'

'বিদ্রোহ নিশ্চয়ই দমন করা হয়েছে?'

'বলা মুশকিল, অ্যাডমিরাল। বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়, বহু লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে–বেশিরভাগই আর্মি আর কে.জি.বি-র লোক।' আরও অনেক তথ্য জানা আছে জন ক্যাসেলের, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও বলবে না সে।

আবার যখন ষোলো নম্বর আলোচ্য বিষয় উঠল, প্রথম প্রশ্ন এল এফ.বি.আই. প্রতিনিধির তরফ থেকে। 'ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় কি ঘটেছে, আর্মি ইন্টেলিজেন্সই তা ভাল বলতে পারবে। কিন্তু আর্মিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে,

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তারা সি.আই.এ-কে জিজ্ঞেস করতে বলে। রহস্যটা কি? এতগুলো লোক মারা গেল, কারা দায়ী? এভাবে তথ্য চেপে রাখা হলে তার পরিনতি যে ভাল হতে পারে না, সে-কথা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি?'

জন ক্যাসেল বলল, 'ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার দরকার নেই। আর্মির ধারনা হয়েছে, পাথর আর মাটির চলটা এমনি এমনি না-ও নেমে আসতে পারে, কেউ হয়তো নেমে আসতে সাহায্য করেছে। ব্যাপারটার সাথে বিদেশী কোন শক্তি জড়িত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আর্মি আমাদেরকে অনুরোধ করেছে।'

'বেশ, অনুরোধ করেছে,' এফ.বি.আই. প্রতিনিধি বলল। 'এখন বলুন, পরীক্ষা করে কি পেলেন আপনারা?'

'কিছুই পাইনি। কাজটা সম্ভবত কোন হাসপাতাল পালানো পাগলের। আপনাদের আগ্রহ থাকলে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন হাসপাতাল থেকে পাগল-ছাগল কেউ পালিয়েছে কিনা। কমান্ড পোস্টটা টপ সিক্রেট তালিকায় ছিল, ওটার অস্তিত্বের কথা রাশিয়া, কিউবা, বা চাঁদের জানার কথা নয়।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, অর্থটা বুঝতে কারও বাকি থাকল না। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা হয় ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইভে। গ্রুপ সিক্স মীটিঙে বসেছে শুধু বৈদেশিক সমস্যা আর প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

পরদিন সকালে সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই জন ক্যাসেল খবর পেল, ডিরেক্টরের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট বেন সুইটল্যান্ড তাকে দেখা করতে বলেছে। সাথে সাথে তার চেম্বারে হাজির হলো সে।

'ব্যাপারটা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, ক্যাসেল?' জানতে চাইল বেন সুইটল্যান্ড। 'সব ঠিকমত চলছে, নাকি লেজেগোবরে করে ফেলেছ? কন্ট্রোল রুম থেকে খবর পেলাম...'

'সব ঠিক মতই চলছে, বেন,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল কর্নেল।

'কন্ট্রোল রুম তোমাকে ঠিকই রিপোর্ট দিয়েছে–কিন্তু মাত্র একটা বালব ফিউজ হয়েছে, দ্বিতীয়টা ঠিকই জ্বলছে।'

'তা না হয় জ্বলছে,' কর্কশ গলায় বলল বেন সুইটল্যান্ড। 'কিন্তু তোমার কাজিন ফোন করে কি জানতে চেয়েছে শোনোনি?'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলব, দুনিয়ার বড়বড় সব ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে আমাদের চর আছে, আমাদের এখানে তাদের দু'একজন থাকবে না, তা কি করে হয়?'

'বেশ, যুক্তিটা মানলাম।' বেন সুইটল্যান্ড গম্ভীর। 'কিন্তু তাদের ধরার কি ব্যবস্থা নিচ্ছ, নাকি এখন পর্যন্ত...?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করছি, বেন। ফাঁদ পাতা হয়েছে। আশা করছি দু'একদিনের মধ্যেই তাকে আমরা ধরতে পারব। তুমি তো জানোই, আমাদের লোকের খুব অভাব।'

'লোকের অভাব? সারা দিন কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করে যারা তাদের এবার কিছু কাজ দাও না!'

'কার কথা বলছ, বেন?' এবার জন ক্যাসেলও গম্ভীর হয়ে উঠল।

'এই যেমন ধরো চ্যারিটি উডকক,' বলল বেন সুইটল্যান্ড। 'ইয়া বড় "এতজোড়া ইয়ে" নিয়ে...থাক, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ-কথা তো সত্যি যে চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার। না, ভুল হলো, আরও একটা কাজ আছে তার–মহিলা কর্মীদের উত্তেজিত করা। শুনলাম, অফিসে নাকি নারী-স্বাধীনতার ওপর রীতিমত ভাষণ দেয় সে!'

জন ক্যাসেল অপমান বোধ করল। তার কর্মচারী সম্পর্কে কটূক্তি করা মানে তাকেই অপমান করা। তবু, সুইটল্যান্ডের প্রস্তাবের কথা মনে রেখে তর্কের মধ্যে গেল না সে। ঠিক আছে, দেখব, বলে চলে এল।

নিজের অফিস কামরায় ফিরে চ্যারিটি উডকককে ডেকে পাঠাল জন ক্যাসেল।

একটু পরই হাজির হলো চ্যারিটি উডকক। আজ তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সুইটল্যান্ডের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব তাকে শোনাল কর্নেল, আপত্তিকর অংশগুলো বাদ দিয়ে। তারপর বলল, 'একটা ভাঁড়, কে তার সাথে তর্ক করতে যায়।'

কথা বলতে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গলায় বেধে গেল, বিষম খেলো চ্যারিটি উডকক। খক্ খক্, করে কাশতে শুরু করল সে। জন ক্যাসল মুখ তুলে তাকাল, এবং তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হঠাৎই আবিষ্কার করল সে, চ্যারিটি উডকক সেই নতুন ব্রা-টা পরেনি আজ। না, কোন ব্রেসিয়ারই পরেনি! অদ্ভুত তো! কিন্তু কেন?

জন ক্যাসেল মহা সমস্যায় পড়ে গেল।

উইচিটা থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে হোটেল শেরাটনে উঠেছে ওরা। চারটে হোটেলে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর শেরাটনে ত্রিনতলায় একটা ডাবল রুম পাওয়া গেল, অন্যগুলোর দশতলার নিচে কোন রুম খালি নেই। এলিভেটর-ভীতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি লিলি, রানাকে সে জানাল তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভাঙতে তার কোন অসুবিধে হবে না।

আজ সকালে একবার বেরিয়েছিল ওরা, টুকটাক কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়েছে। তারপর প্রায় সন্ধে পর্যন্ত ঘুমোবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিছানায় ছিল। ঘুম হয়নি, সেজন্যে পরস্পরকে দোষারোপ করেছে ওরা।

সন্ধের পর আবার বেরিয়েছে, ডিনার খেয়ে তারপর ফিরবে হোটেলে।

ন'টা পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করল ওরা। কখনও ট্যাক্সি নিল, কখনও হাত ধরাধরি করে পার্কের ভেতর হাঁটল। মাঝখানে দু'বার দুটো বারে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ঢুকে বিরতি নেল। আর্ট গ্যালারি আর সিটি মিউজিয়ামেও ঢুঁ মারল একবার করে। রানা কিছু বলেনি, তবে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না লিলির–রানা আসলে পরীক্ষা করছে পিছনে কেউ আছে কিনা।

ন'টায় হ্যাপি ম্যান-এ ঢুকল ওরা। নামকরা অভিজাত বার আর রেস্তোরাঁ। ঠিক সময়ে এসেছে ওরা, টেবিলগুলো প্রায় খালি পেল। সন্ধে থেকে আটটা সাড়ে-আটটা পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় থাকে। ধীরেসুস্থে ডিনার খেল ওরা। দশটার দিকে গরম আবহাওয়ায় বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এফ.বি.আই-এর কাউকে চেনো নাকি?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামাল লিলি। 'না। কেন?'

রাস্তার বাঁক পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা, রাস্তার ওপারে সারি সারি আলোকিত কনসার্ট আর থিয়েটার হল। ব্রডওয়ের দিকে এগোল দু'জন। মাঝামাঝি রাস্তা পেরিয়ে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসের সামনে একবার থামল রানা, মাথা নাড়ল। 'আসলে ঠিক এফ.বি.আই. টাইপের এজেন্টকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমাদের দরকার একজন অসৎ পুলিস। লোভী, কিন্তু খুব বেশি চতুর নয়। রাস্তায় টহল দেয় না, অফিসে বসে কাজ করে।'

'আজ সকালে বুঝি সে-নির্দেশই পেয়েছ রেডিওতে?'

'ওদের তো বলার কথা একটাই, তাড়াতাড়ি করো! ডিকোডিং করার সময় তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু মনে করোনি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আসলে...'

'নিয়ম নিয়মই, জানি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল লিলি।

'ঠিক।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'কেন একজন অসৎ পুলিস দরকার আমাদের? কারণ ম্যানিয়াকটাকে খুঁজে বের করতে হলে বড় ধরনের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাহায্য নিতে হবে। কাউকে খুঁজে বের করতে পুলিস বিভাগের জুড়ি নেই। সংখ্যায় ওরা কয়েক লাখ, তাই না? তাছাড়া, পুলিস বিভাগের সাথে এফ.বি.আই-এরও যোগাযোগ আছে। এফ.বি.আই. টেলিপ্রিন্টার নেটওয়র্ক পুলিস বিভাগও ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ ভাল একজন অসৎ পুলিস সাহায্য করলে আমরা আসলে গোটা পুলিস বিভাগ আর এফ.বি.আই-এরও সাহায্য পাব। আমাদের হয়ে কয়েক লাখ চোখ ডালচিমস্কিকে খুঁজতে শুরু করবে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল লিলি। 'কিন্তু বিপদের দিকটা ভেবে দেখেছ? ওদের টেলিপ্রিন্টার সার্কিটের মাধ্যমে সারা দেশে ডালচিমস্কির ফটো প্রচার করতে চাইছ তুমি, তাই না?'

চিন্তিতভাবে লিলির দিকে তাকাল রানা। ধীর পায়ে কলম্বাস সার্কেলের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে আমাকে জানানো হয়নি,' বলল লিলি। 'তবে ধারণা করি, ডালচিমস্কি বিপজ্জনক লোক, এবং তার কাছে মহামূল্যবান কিছু

রয়েছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, দুনিয়ার সবাইকে তার কথা জানিয়ে দেয়ার ঝুঁকি কিভাবে তুমি নিতে চাও? অসৎ পুলিস সন্দেহ করবে না, কেন তুমি এই লোককে খুঁজছ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সেজন্যেই তো বললাম, লোভী হোক, কিন্তু খুব বেশি চতুর হলে চলবে না। ভাল অর্থে আমি বোঝাতে চেয়েছি, অসৎ হলেও চুক্তি মেনে চলে। বেশি দর হাঁকতে পারে, কিন্তু সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেবে না। তবে এ-কথা ঠিক যে এ-ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত।'

'আর খুঁজে যদি পাও-ও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে কিছু টাকাই শুধু গচ্চা গেছে, কাজ কিছুই হয়নি। আমার তো মনে হচ্ছে এভাবে এগোলে অ্যাসাইনমেন্টটাও কেঁচে যেতে পারে।'

ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরোবার জন্যে কয়েক পা এগোল রানা, তারপর কি মনে করে পিছিয়ে এসে আবার ফুটপাথে উঠল।

'পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল লিলি।

'এখন পর্যন্ত শূন্য,' হাসি চেপে বলল রানা। 'কেউ আমাদের ফলো করছে না।'

'একটু যেন নিরাশ হয়েছ?'

উত্তর না দিয়ে লিলির কাঁধ ধরল রানা, কাছে টেনে চুমো খেলো ঠোঁটে।

'এ-সব কি!' অবাক হলো লিলি।

'চেহারার মত কিছু না করলে লোকে আমাদের আমেরিকান না-ও ভাবতে পারে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'নিরাশ, লিলি? না, এখনও হইনি। এই, শোনো, আমার একটা কাজ আছে–ঘণ্টাখানেক পর ফিরব। তুমি রেস্তোরাঁয় ফিরে যাও, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো ওখানে।'

'কি কাজ? কি বলছ? কোন রেস্তোরাঁয় ফিরব?'

'আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁয়,' বলল রানা। 'শেরাটনের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ওখানে।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তুমি?'

'বললাম না, একটা কাজ আছে।' খালি একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুলল রানা। 'কি কাজ পরে শুনো। এখন যাও তো। কি বলেছি মনে আছে?'

ম্লান চেহারা নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল লিলি। 'সাবধানে থেকো,' বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদের সামনে থামল রানা। ভেতরে ঢুকে খুচরো পয়সা বের করল পকেট থেকে। ডায়াল করল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে।

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ডিসি-এইট কাল সকাল সোয়া এগারোটায় টেক-অফ করবে। নন-স্টপ ফ্লাইট, লাস ভেগাসে পৌঁছুতে সময় নেবে পাঁচ ঘণ্টা। প্রতিটি ফার্স্ট ক্লাস টিকেটের দাম পাঁচশো সতেরো ডলার। ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় আপনমনে হাসল রানা–যার কাছে

PROTECTED

~*SumoN+~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার ইকোনমি বা সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করা সাজে না।

ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। এক ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরবে ও, কিন্তু হাতে কোন কাজ নেই।

রানা জানে না, ঠিক ওই সময় অন্য এক শহরে পরবর্তী টার্গেটের কথা ভাবছে জালটিমকি।

রানা আরও জানে না, আবার তাকে খুন করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে অপেক্ষা করছে গ্রুপ-র তৃতীয় দলটা। তারা এই ভেবে পুলকিত যে আজ মাসুদ রানার রক্ষা নেই। এবারের ফাঁদে পা তাকে দিতেই হবে।

শান্তিদূত-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৮

এক

শেরাটন হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, লোটাস বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বসে রয়েছে লিলি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা অথচ দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, রবিনের দেখা নেই। রাগ বা অভিমান নয়, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে মনে মনে ছটফট করছে লিলি। মানুষটার কোন বিপদ হলো না তো? আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে গেলই বা কোথায়? টনটনে সময় জ্ঞান, এত দেরি করার মানুষ তো সে নয়।

রেস্টুরেন্টের পিছন দিকে, কোণের একটা টেবিলে বসেছে লিলি। রাত কম হয়নি, প্রায় বারোটা, তবু আশপাশের সবগুলো টেবিলে খদ্দের রয়েছে। আজ রাতে শেষবারের মত গলা ভিজিয়ে নিতে এসেছে ওরা, আর খানিক পর এক এক করে বেরিয়ে যাবে সবাই। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখেই বার কাউন্টার, সেটার সামনে পাঁচসাতজন লোক দাঁড়িয়ে বিয়ার বা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কাউন্টারের পাশেই টেলিফোন বুদটা। পিছন দিকে শুধু লিলির টেবিলেই তিনটে চেয়ার খালি, তবু কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেনি বা খালি চেয়ারগুলোয় বসার অনুমতি চায়নি, সম্ভবত ওকে একা এবং বিষণ্ন দেখেই। লিলির পিছনের দেয়ালে বড়সড় একটা আয়না থাকলেও, দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে। দরজার বাইরে করিডর, উল্টোদিকে পাশাপাশি তিনটে কাঁচের দরজা, দরজার এদিকে রিসেপশন হল আর লাউঞ্জ। নিজের টেবিল থেকে লাউঞ্জে ঢোকার দ্বিতীয় এবং শেষ দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে। ঢুকলে দ্বিতীয় দরজা দিয়েই লাউঞ্জে ঢুকবে রবিন। লাউঞ্জের এলিভেটরটাও দেখতে পাচ্ছে লিলি।

একা একা অনেক গোপন কথা ভাবছে ও। ইতিমধ্যে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে রবিনকে। দু'বারই রবিনের সাথে সে-ও মারা যেতে পারত। প্রথমবার আততায়ীরা কিভাবে ওদের হদিশ পেয়েছিল রবিন তা আবিষ্কার করে ফেলে। লিলির কানের ভারী দুলটার ভেতর থেকে খুদে ট্রিপার বের হয়। দ্বিতীয়বার রবিনের ধারণা হয়, লিলি কে.জি.বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে পড়ে যায়, তারা লিলিকে অনুসরণ করে, এবং এক সময় রবিনকে দেখে ফেলে। কিন্তু লিলি জানে, ব্যাপারটা ঠিক তা ছিল না। কে.জি.বি. রেসিডেন্টের সাথে তার যোগাযোগ করার প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে ধরা পড়ার প্রশ্নও অবান্তর। শত্রুরা তার হদিশ পায় টেলিফোনে, এ-ব্যাপারে লিলি সম্পূর্ণ

PROTECTED

Yumon
A lonely man in the crowded planet